প্রকাশক—
শ্রীঅরবিন্দ বসু
কুড়িগ্রাম রংপুর

পয়লা বৈশাখ, ১৩৩৫

মানসুন্দর প্রেস
প্রিন্টার—শ্রীকিশোরীমোহন দে
১০নং, বংশাল রোড, ঢাকা।

উৎসর্গ

আমার
অন্তরের অন্তরালে
আনন্দ-বেদনার জ্যোতির্ময় যুগল-প্রদীপ
যিনি
আপনার হাতে জ্বেলে দিয়ে গেছেন
তাঁকে দিলাম

এই গ্রন্থখানি

বিখ্যাত লেখক ইবসেনের

Rosmersholm নামক চতুরঙ্ক নাটকের অনুবাদ

"......Rosmersholm,......typical of his intellectual power at its highest,..."

"......surely one of the grimmest dramas ever penned."

—*R Farquharson Sharp.*

চরিত্র

জন্ রোস্‌মার ... ... ভূতপূর্ব্ব ধর্ম্মযাজক।

রেবেকা ওয়েস্ট ... ... রোসমার-পত্নীর মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁর সঙ্গিনী নিযুক্ত হইয়া ইনি এই গৃহে আসিয়াছিলেন; এখনো এই পরিবারের অন্তর্ভুক্তা।

ক্রোল ... মৃতা রোসমার-পত্নীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা; স্থানীয় গ্রামার-স্কুলের অধ্যাপক।

আল্‌রিক ব্রেণ্ডেল।

পীটার মর্টেন্সগার্ড।

মিসেস হেলসেথ ... ... রোসমারের গৃহকর্ত্রী।

[স্থান :—নরওয়ের পশ্চিম প্রান্তে, নদীতীরবর্ত্তী
একটি ক্ষুদ্র শহরের অনতিদূরে অবস্থিত
একটি অতি প্রাচীন অট্টালিকা,
নাম—"মানস-মন্দির"]

অন্তরের অন্তরালে



প্রথম অঙ্ক

দৃশ্য।— "মানসমন্দির", বসিবার কক্ষ, কক্ষটি সুপ্রশস্ত, এবং প্রাচীন রীতি অনুসারে সুসজ্জিত। সম্মুখেই ডান দিকের দেয়াল ঘেঁসিয়া অগ্নিকুণ্ড—বার্চ্চ গাছের কচি ডাল ও বনফুল দিয়া সাজানো। তার পশ্চাতে একটি দরজা। পিছনের দেয়ালের ভাঁজ-করা দরজা দিয়া হলে প্রবেশের পথ। বাঁ দিকের দেয়ালে একটি জানালা, তার কাছেই একটি ষ্ট্যাণ্ড, তাতে নানা ফুল আর ফুলে-আলো-করা চারা গাছ। অগ্নিকুণ্ডের কাছে একখানি টেবিল, একটি কৌচ, আর একখানি আরাম-চৌকি। চারিদিকে দেয়ালে বহু চিত্র, নানা কালের, যাজকদের, যোদ্ধাদের ও অন্যান্য কর্ম্মীদের, তাঁহাদের পরিধানে নিজ নিজ পরিচ্ছদ। জানালা, এবং হলের ও বাহিরের দরজা, সবই খোলা। উন্মুক্ত বহির্দ্বার দিয়া দেখা যাইতেছে প্রাঙ্গণ পর্য্যন্ত প্রসারিত প্রাচীন তরুবীথি"। গ্রীষ্মের সন্ধ্যা, সূর্য্য অস্ত গিয়াছে। রেবেকা

ওয়েষ্ট জানালার পার্শ্বে বসিয়া একখানি বড় শাদা পশমের শাল সেলাই করিতেছেন, সেলাই প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। মাঝে মাঝে মুখ তুলিয়া ফুলদলের ভিতর দিয়া জানালার বাহিরে দৃষ্টিপাত করিতেছেন। মিসেস হেলসেথ ডান দিক দিয়া প্রবেশ করিলেন।

মিসেস্ হেলসেথ। মিস্ ওয়েষ্ট, তোমাদের খাবার এনে এইবেলা টেবিলে রাখতে সুরু করি, কি বল?

রেবেকা। তা বেশ ত, রাখ না। মিঃ রোস্মার এক্ষুণি আসবেন।

মিসেস্ হেলসেথ। তোমার গায়ে ঠাণ্ডা হাওয়া লাগচে না ঐ যেখানে বসে' আছ?

রেবেকা। লাগচে অল্প অল্প। দাও না ওগুলো বন্ধ করে'। (মিসেস্ হেলসেথ গিয়া হলের দরজা বন্ধ করিলেন। তারপর জানালা বন্ধ করিয়া দিতে গিয়া বাহিরে চোখ পড়িল)

মিসেস্ হেলসেথ। ঐ মিঃ রোস্মার আসচেন না?

রেবেকা। কই? (উঠিয়া) হাঁ, তিনিই বটে। (জানালার পর্দার আড়ালে দাঁড়াইয়া) এক পাশে সরে' দাঁড়াও, উনি যেন আমাদের দেখতে না পান।

মিসেস্ হেলসেথ। দেখচ মিস্ ওয়েষ্ট, আবার উনি 'মিলে'র পথ দিয়ে চলতে সুরু করেচেন!

রেবেকা। পরশু'ও উনি ঐ পথে এসেছিলেন। (জানালার

পর্দা ও গরাদের ফাঁক দিয়া বাহিরে তাকাইয়া) এখন দেখি উনি—

মিসেস্ হেলসেথ। উনি কি সাঁকোর ওপর দিয়েই আসচেন?

রেবেকা। আমি ত তাই-ই দেখতে চাই। (ক্ষণকাল পরে) না। ফিরেচেন। আজও উনি ওদিকের ঐ পথটা দিয়ে ঘুরে আসচেন। (জানালা হইতে ফিরিয়া আসিয়া) ও পথে অনেকটা ঘুর হয় কিন্তু!

মিসেস্ হেলসেথ। তা ত হয়ই। সাঁকোর ওপর দিয়ে আসতে কেন যে ওঁর ভয়, সে আর কে না জানে? অমন একটা ঘটনা যেখানে ঘটেছিল, সে জায়গা—

রেবেকা। (সেলায়ের কাজ তুলিয়া রাখিয়া) এই রোসমার-বংশের লোকেরা মৃতের স্মৃতিকে বহুদিন বুকে করে' রাখে।

মিসেস্ হেলসেথ। আমি কিন্তু বলি মিস্ ওয়েষ্ট, মৃতেরাই বরং এদের আঁকড়ে ধরে' থাকে অনেকদিন।

রেবেকা। (তাঁহার দিকে চাহিয়া) মৃতেরা?

মিসেস্ হেলসেথ। হাঁ। মনে হয়, তাঁরা যাদের ফেলে রেখে চলে গেছে তাদের বাঁধন হয়ত একেবারে কাটাতে পারে নি!

রেবেকা। কিসে তোমার এ ধারণা হল?

মিসেস্ হেলসেথ। দেখ, তাই যদি না হবে, তবে "শাদা ঘোড়া"ই বা দেখতে পাওয়া যাবে কেন?

রেবেকা। আচ্ছা, মিসেস্ হেলসেথ, "শাদা ঘোড়া" বলে ঐ যে এদের কি একটা কুসংস্কার আছে, সেটা কী বল না শুনি!

মিসেস্ হেলসেথ। ওমা, সে কথা কি বলতে আছে গা? তা ছাড়া তোমার সে সব বিশ্বাসও হবে না, আমি নিশ্চয় জানি।

রেবেকা। তোমার বিশ্বাস হয়?

মিসেস্ হেলসেথ। (জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া) তোমায় তাই ব'ল আর কি! তুমি শুনে হাসবে সে আমি হতে দিচ্ছি নে। (বাহিরে চোখ পড়িতেই) ঐ দেখ মিস্ ওয়েষ্ট, মিঃ রোসমার আবার 'মিলে'র পথ ধরেচেন, নয়?

রেবেকা। (বাহিরে তাকাইয়া) ঐ লোকটির কথা বলচ? (জানালায় গিয়া দাঁড়াইয়া) উনি যে মিঃ ক্রোল!

মিসেস্ হেলসেথ। হাঁ, তাই বটে।

রেবেকা। বড় আনন্দের কথা। উনি যে এখানেই আসচেন তাতে আর ভুল নেই।

মিসেস্ হেলসেথ। উনি ত দেখচি সোজা সাঁকোর ওপর দিয়েই আসচেন! হাজার হোক, তিনি ত ছিলেন ওঁরই বোন্! যাই, ভিতরে গিয়ে খাবার জোগাড় করি গে। (বলিয়া ডান দিক দিয়া বাহির হইয়া গেলেন। রেবেকা ক্ষণকাল নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, তারপর আস্তে আস্তে মাথা দোলাইয়া, মৃদু মৃদু হাসিয়া, জানালার ভিতর দিয়া হাত বাড়াইয়া হাতছানি

দিতে লাগিলেন। তখন অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছিল।)

রেবেকা। (ডান দিকের দরজায় গিয়া দাঁড়াইয়া ডাকিয়া বলিলেন) মিসেস্ হেলসেথ, আজ তোমাকে নতুন-রকম কিছু ভালো খাবার তৈরি করতে হবে। মিঃ ক্রোল কি কি খেতে ভালোবাসেন জান ত?

মিসেস্ হেলসেথ। জানি বৈকি?—করব।

রেবেকা। (হল ঘরের দরজা খুলিয়া) এই যে মিঃ ক্রোল! কতকাল পরে আপনাকে দেখলুম। কি আনন্দই যে হচ্চে।

ক্রোল। (হলে প্রবেশ করিয়া ছড়ি রাখিয়া দিলেন) আপনার কাজের কোনো ক্ষতি করলুম না ত?

রেবেকা। আপনি?—কি যে বলেন তার ঠিক নেই!

ক্রোল। (কক্ষে প্রবেশ করিয়া) আপনার ব্যবহার চিরকালই এমনি মধুর। (চারিধারে দৃষ্টিপাত করিয়া) জন্ কি তার নিজের ঘরে?

রেবেকা। না, তিনি বেড়াতে বেরিয়েচেন। আজ তাঁর ফিরতে একটু দেরি হচ্চে। এই এলেন বলে'। (সোফার দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করিয়া) বসুন। একটু অপেক্ষা করতে হচ্চে তাঁর জন্যে।

ক্রোল। (হাট খুলিয়া রাখিয়া) তা বেশ ত, ক্ষতি কি? (বসিয়া চারিদিকে তাকাইয়া) এই পুরোনো ঘরখানিকে কী চমৎকার

সুন্দর করেই সাজিয়ে তুলেচেন আপনি। যেদিকে চাই, শুধু ফুল আর ফুল!

রেবেকা। মিঃ রোসমার তাঁর চারিধারে নানা রকম টাট্‌কা ফুল নিয়ে থাকতে বড্ড ভালোবাসেন।

ক্রোল। আর আপনিই বা কোন্ কম?

রেবেকা। হাঁ, আমিও খুবই ভালোবাসি। আমার বিশ্বাস, ফুলের গন্ধ মানুষের মনেও একটা মাধুর্য্য এনে দ্যায়। আপনিও জানেন এতদিন আমরা সে সুখ উপভোগ করতে পারি নি!

ক্রোল। (ধীরে ঘাড় নাড়িয়া) হাঁ। অভাগিনী বাটা ফুলের গন্ধ সইতে পারত না।

রেবেকা। ফুলের বর্ণও না। ওতে নাকি তার মাথা ঘুরত।

ক্রোল। হাঁ, তাও মনে পড়চে। (একটু প্রফুল্ল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন) যাক্, এখানকার খবর কি? কেমন চল্‌চে সব?

রেবেকা। এই চল্‌চে এক রকম। 'একটানা এক ক্লান্ত সুরে কাজের চাকা চল্‌চে ঘুরে ঘুরে'—এই আর কি! একটা দিনের সঙ্গে আর-একটা দিনের কোনো তফাৎ নেই।—আপনার খবর কি, শুনি! আপনার স্ত্রী—?

ক্রোল। আমার খবর জেনে আর কাজ নেই মিস্ ওয়েষ্ট। সংসারমাত্রেই, কি জানেন, একটা না একটা অশান্তি লেগেই

আছে, বিশেষ আমাদের এই আজকালকার দিনে।

রেবেকা। (কিয়ৎকাল নীরবে থাকিয়া সোফার নিকটে একখানা আরাম-চৌকিতে বসিয়া পড়িলেন) এই এত বড় ছুটিটা গেল, আপনি ত কই একটিবারও আমাদের এখানে এলেন না?

ক্রোল। দেখুন, কারো গায়ে-পড়া হয়ে থেকে জ্বালাতন করাটাই কি ভালো?

রেবেকা। আপনি যদি জানতেন আপনার অভাব আমরা কতটা অনুভব করেচি—

ক্রোল। আর তা ছাড়া, আমি এখানে ছিলুমও না।

রেবেকা। হ্যাঁ, সে প্রায় দিন-পনেরো। যেখানে যত জনসভা হচ্চে তাতেই গিয়ে যোগ দিচ্ছিলেন, নয়?

ক্রোল। হাঁ। তাই কি? আচ্ছা, আপনি কি কোনদিন ভাবতে পেরেছেন এই বুড়ো বয়সে আমি রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেব?

রেবেকা। (হাসিমুখে) আন্দোলনের নেশা একটু আধটু আপনার ত বরাবরই ছিল, মিঃ ক্রোল।

ক্রোল। ছিল বই কি? কিন্তু সে শুধু আমার নিজের আনন্দের জন্যে। এইবার থেকে যা করব, একেবারে অন্তরের সঙ্গে। গণ-তান্ত্রিকদের কোনো কাগজ আপনি পড়েন কখনো?

রেবেকা। হাঁ, এ কথা অস্বীকার করিনে যে আমি—

ক্রোল। না, তাতে আর বাধা কি? বিশেষ, আপনার পক্ষে!

রেবেকা। না, বাধা নেই। আমিও ঠিক ঐ কথাই ভাবি। সময়ের স্রোতেই আমাকে ভেসে চল্‌তে হবে—যখন যা কিছু ঘটবে তার সঙ্গে তাল বজায় রেখে।

ক্রোল। দেখুন, আমি ত কোনো অবস্থাতেই এমন কল্পনা কর্‌তে পারিনে যে রমণী হয়ে আপনি, আমাদের দেশে এই যে ভয়ানক আত্মবিরোধ চল্‌চে,—যাকে বাস্তবিক একটা অন্তর্যুদ্ধ বলাই সঙ্গত,—এর কোনো একটা পক্ষে উৎসাহের সঙ্গে যোগ দিতে পারেন। আপনি নিশ্চয় পড়ে দেখেচেন, ঐ সব তথা-কথিত ভদ্রসন্তান কী গালাগালিটাই আমাকে দিয়েচে! ওরা যেন ভাবে ঐ সব কদর্য্য কুৎসা আর অভদ্র আচরণে ওদের সম্পূর্ণ অধিকার আছে।

রেবেকা। দেখেচি। কিন্তু আমার ত মনে হয় আপনিও বেশ প্রবলভাবেই নিজের মত্ বজায় রেখেচেন।

ক্রোল। তা রেখেচি—যদিচ এ কথা আমি নিজেই বল্‌চি। রক্তের আস্বাদ একবার যখন পেয়েচি তখন এই কথাটা ওদের আমি বুঝিয়ে দিতে ছাড়ব না যে এমন কাপুরুষ আমি নই—(হঠাৎ আত্মসংবরণ করিয়া লইয়া) না না, থাক্। ও সব কথায় কাজ নেই আর। ভারি কষ্ট হয় মনে হলে।

রেবেকা। না, মিঃ ক্রোল, আমি আর কখ্‌খনো ও কথা

ভুলব না।

ক্রোল। তার চেয়ে বরং বলুন কেমন লাগচে আপনার এ বাড়িতে, এই যে একলাটি রয়েচেন এখানে,—সেই যেদিন থেকে দুঃখিনী বীটা আমাদের—

রেবেকা। এখানে আমি খুবই সুখে আছি। তবে বীটার মৃত্যু যে এ বাড়িতে নানা দিক দিয়ে একটা দারুণ শূন্যের সৃষ্টি করে গেছে তাতে আর সন্দেহ কি? তার অভাবে আজ যে আমাদেব দুঃখ হবে, কষ্ট হবে, সেও ত স্বাভাবিক। কিন্তু আর সব দিকে—

ক্রোল। আপনি কি এখানেই থেকে যাবেন ভাবচেন?—অর্থাৎ, চিরদিনের মতই?

রেবেকা। ও কথাটা আমার একবারও মনে হয় না, মিঃ ক্রোল। সত্যি, আদৌ না। আসল কথা কি, জানেন? এখানে আমি এমন রীতিমত পোষ মেনে গেছি, যে, এই দেশটাকেও প্রায় নিজের দেশ বলেই মনে হয়!

ক্রোল। তাই নাকি? আমি ত আপনাকে এই দেশের লোক বলেই জানি।

রেবেকা। যদ্দিন আমি দেখব আমি আছি বলে' মিঃ রোসমার মনে একটু আধটু শান্তি পাচ্চেন, তাঁর একটু আধটু কাজেও লাগচি, তদ্দিন খুসি হয়েই আমি এখানে থাকব তাতে আর ভুল নেই।

ক্রোল। (রেবেকার মুখের পানে তাকাইয়া, একটু আবেগের সহিত) দেখুন, আপনি বোধ করি জানেন, রমণী যদি পরের জন্যে নিজের যৌবনের সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা বিসর্জন দ্যায়, তাতে অপূর্ব্ব অদ্ভুত কিছু আছেই।

রেবেকা। বুঝলুম। কিন্তু আমার বেঁচে থাকার উপলক্ষ আর কী-ই বা আছে, মিঃ ক্রোল?

ক্রোল। প্রথম যখন আপনি এখানে এলেন তখন সব সময় আপনার এক দুর্ভাবনা ছিল আপনার সেই নিতান্ত খামখেয়ালী খোঁড়া পালক-পিতার জন্যে -

রেবেকা। ডাঃ ওয়েষ্ট অতটা খামখেয়ালী আগেও ছিলেন মনে করবেন না মিঃ ক্রোল, যখন আমরা ফিনমার্কে ছিলুম। সমুদ্র-পথে আসতে যা দারুণ কষ্ট তাতেই তাঁর শরীর মন ভেঙে পড়ে তবে এ কথাও খুব সত্যি, এখানে এসেও দু'একটা বছর বড় কষ্টে কেটেচে। শেষে মরে গিয়ে তিনি সব জ্বালা জুড়িয়েচেন।

ক্রোল। আচ্ছা, তার পরে যে সময় এল সে কি আপনার পক্ষে আরো বেশি কষ্টের নয়?

রেবেকা। না। এ কথা কেন বলচেন? বীটাকে আমি এত ভালোবাসতুম—! আর, একজন দরদী সঙ্গিনীর স্নেহ-যত্নের তারও যে বড় প্রয়োজন, বড় অভাব ছিল।

ক্রোল। এমন অবিচল ভাবে আপনি বীটার কথা আলোচনা

করেছেন যে এর জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত, পুরস্কৃত করা উচিত।

রেবেকা। (একটু নিকটে সরিয়া গিয়া) মিঃ ক্রোল, আপনিও এমন সস্নেহে এমন অকপটে কথাটি বললেন, যে, এতে আমি বেশ বুঝলুম আপনার মনে আমার বিরুদ্ধে কোনো বিদ্বেষ-ভাব আদৌ নেই।

ক্রোল। বিদ্বেষ-ভাব! সে কি?

রেবেকা। দেখুন, আমি কোথকার কে! আমি যে এ বাড়িতে উড়ে এসে জুড়ে বসে যখন যা খুসি তাই করছি, এতে যদি আপনার মনে একটু আধটু ব্যথা লাগে তাতে অবাক্ হবার কিছু নেই।

ক্রোল। কি করে যে আপনার এমন ধারণা হল—!

রেবেকা। তাহলে, তা নয়? (তাঁহার দিকে হস্ত প্রসারণ করিয়া) ধন্যবাদ! আপনাকে তার জন্যে সহস্র ধন্যবাদ দিচ্ছি মিঃ ক্রোল!

ক্রোল। কিন্তু কোথায় কি হল যার জন্যে আপনি অমন একটা ধারণা করে বসলেন?

রেবেকা। কি জানি, আমার কেমন আশঙ্কা হয়েছিল হয়ত তা হতেও পারে। কতকাল আপনার দেখা নেই ভেবে দেখুন দিকি;

ক্রোল। আপনাকে নিশ্চয় বল্‌ছি মিস্ ওয়েষ্ট, আপনি নিতান্তই ভুল বুঝেছেন। আপনি যা-ই কেন বলুন না, আমি ত দেখ্‌চি এ বাড়ির কাজের ধারা আগে যেমন ছিল এখনো ঠিক তেম্‌নি আছে—তফাৎ কিছুই হয়নি। কেননা, বাঁচার জীবনের শেষের কয়েকটা বছর এখানকার কাজ যা কিছু সব আপনিই ত করেচেন, আপনি একাই,—তখনো!

রেবেকা। কিন্তু সে যা করেচি সে ত, যাকে বলে, বাড়ির গিন্নির প্রতিনিধি হয়ে!

ক্রোল। তা যা-ই কেন হোক্ না, আমি—। আমি আপনাকে বলতে পারি সে কা। তার বিরুদ্ধে অন্তত আমার ত কিছুই বলবার ছিল না, যদি আপনি—। না, থাক্, সে কথা বলা ঠিক হবে না।

রেবেকা। কি কথা?

ক্রোল। এই ধরুণ যদি এমন হত আপনি এখানকার এই শূন্য স্থানটি দখল করে বসে আছেন—

রেবেকা। যে স্থানটি আমি চাই আমি তা পেয়েচি মিঃ ক্রোল!

ক্রোল। হাঁ, বাহিরের অন্যান্য সুখ সুবিধা হিসেবে তা সত্যি বৈ কি! কিন্তু—

রেবেকা। (বাধা দিয়া, হঠাৎ গম্ভীর হইয়া পড়িয়া) ছি ছি

মিঃ ক্রোল, আমার সুমুখে বসে, কি করে এ সব ঠাট্টা করচেন ?

ক্রোল। বন্ধুবর রোসমার হয়ত বলবেন বিবাহিত জীবনের সুখ-সম্ভোগ তাঁর যথেষ্টই হয়েচে, কিন্তু তা হলেও—

রেবেকা। নাঃ, আপনি হাসালেন দেখচি !

ক্রোল। তা হলেও—। আচ্ছা, মিস্ ওয়েষ্ট, যদি কিছু মনে না করেন একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। আপনার বয়স কত ?

রেবেকা। বলতে লজ্জা হয় মিঃ ক্রোল, গত জন্মতিথির দিন আমার বয়স ছিল উনত্রিশ। এখন ত্রিশের কাছাকাছি।

ক্রোল। হাঁ, ঠিক তাই। আর রোসমার—তার বয়স কত ? আচ্ছা দেখচি। সে আমার পাঁচ বছরের ছোট। তাহলে হল গিয়ে প্রায় তেতাল্লিশ।—আমার ত মনে হয় সে বেশ হত।

রেবেকা। নিশ্চয়, নিশ্চয় ! বেশ হত, চমৎকার হত, তাতে আর সন্দেহ কি ? বলি, আপনি আজকে আছেন ত ? এখানেই খেতে হবে কিন্তু আমাদের সঙ্গে।

ক্রোল। ধন্যবাদ। একটু বেশি সময় আপনাদের কাছে থাকব এই মৎলব নিয়েই এসেচি। বন্ধুবরের সঙ্গে একটা বিষয়ে কিছু আলোচনা আছে। আর তা ছাড়া, আপনার মাথায় ফের যাতে ঐ সব যত আজগুবি ধারণা এসে ঢুকতে না পায় তার জন্যেও আবার আমাকে প্রায়ই এখানে আসতে হবে—সেই ঠিক আগেকার মতন !

রেবেকা। হাঁ, আসবেন কিন্তু—আপনাকে আসতেই হবে। (তাঁহার দিকে হাত বাড়াইয়া দিয়া) ধন্যবাদ, আপনাকে কোটি কোটি বার ধন্যবাদ দিচ্ছি। সত্যি, কী সুন্দর আপনার স্বভাবখানি। এমনটি বড় দেখতে পাইনে।

ক্রোল। সত্যি নাকি? বাড়িতে 'কিন্তু আমার সে সুনাম নেই। (ডান দিকের দরজা দিয়া রোসমারের প্রবেশ।)

রেবেকা। মিঃ রোসমার, দেখছেন, কে ঐ বসে'?

রোসমার। মিসেস্ হেলসেথের মুখে শুনলুম। (ক্রোল উঠিয়া দাঁড়াইলেন) খুবই খুসি হলুম ভাই তুমি আবার এখানে এসেচ দেখে। (ক্রোলের স্কন্ধে হাত রাখিয়া, মুখের পানে তাকাইয়া) বন্ধু, আমাদের বন্ধুত্বের এই চিরদিনের আশ্রয়টিতে আবার যে আমরা একদিন না একদিন এসে মিলবই সে আমি জানতুম।

ক্রোল। ভাই, তুমিও তবে পাগলের মত সেই ধারণাই করে বসে আছ যে তোমার আমার মাঝখানে একটা কোনো বিচ্ছেদ এসে দাঁড়িয়েচে, কেমন?

রেবেকা। (রোসমারকে) এতদিন যা আমরা ভেবেচি সে সবই যে আমাদের কল্পনা এ কথা মনে করে কী আনন্দই যে

ক্রোল, তবে কি সত্যিই তাই?—কিন্তু কেন

তুমি এতদিন এমন করে আমাদের কাছ থেকে দূরে ছিলে?

ক্রোল। (সংযত গম্ভীর কণ্ঠে) কেন, শুনবে? ঐ মিলের জল-স্রোতে ঝাঁপিয়ে পড়ে' যে অভাগিনী প্রাণ হারিয়েছে তারই একটা জ্বলন্ত স্মৃতি-চিহ্ন হয়ে তোমাদের কাছে এসে আবার নতুন করে সেই বেদনা তোমাদের মনে জাগিয়ে দিতে আমার মন কিছুতেই রাজী হত না।

রোস্‌মার। তোমার মনটি কল্পনায় ভরা—তাই তুমি ও কথা ভাবতে পেরেছিলে। সব দিক ভেবে চিন্তে কাজ করা তোমার চিরদিনের স্বভাব। কিন্তু শুধু ঐ একটি কারণেই আমাদের এতকাল এমন করে ভুলে থাকা তোমার উচিত হয় নি ভাই! যাক্, সে কথা থাক্। (সোফাতে বসিয়া) সত্যি বলচি তোমাকে, বাটার কথা ভাবতে আর আমার একটুকু কষ্ট হয় না। রোজই আমরা তার কথা কিছু না কিছু আলোচনা করি। আমাদের মনে হয়, এখনো যেন সে এ বাড়িতে একটা অংশ অধিকার করে রয়েছে।

ক্রোল। এখনো রয়েচে?

রেবেকা। (আলো জ্বালিয়া) হাঁ, এ কথা খুব সত্যি।

রোস্‌মার। রয়েচে বৈ কি? আমরা দু'জনে কত স্নেহের সঙ্গে তার কথা ভাবি! আর এ কথা আমরা উভয়েই অন্তরে অন্তরে জানি—আমি আর রেবেকা—মিস্ ওয়েষ্ট,—সেই দুঃখিনীর

জন্যে যতটুকু করবার শক্তি আমাদের ছিল আমরা তা করেচি। আমাদের কারো মনে সেজন্যে কোনো ক্ষোভ নেই। তাই আমার মনে হয়, এখন যেভাবে আমরা তার কথা চিন্তা করি তাতে একটা মাধুর্য্য আছে, শান্তি আছে!

ক্রোল। কী সুন্দর মন তোমাদের! এইবার থেকে আমি রোজই আসব তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে!

রেবেকা। (একখানা চৌকিতে বসিয়া পড়িয়া) আচ্ছা কেমন আপনি কথা রাখেন দেখব।

রোসমার। (একটু ইতস্তত করিয়া) তোমাকে সত্যি বল্‌চি ভাই, আমাদের প্রীতির বন্ধন কোনদিন কিছুমাত্র শিথিল হয়ে না যায়, মনে প্রাণে এই আমি কামনা করি। জান ত, যেদিন থেকে আমাদের প্রথম পরিচয় হয় সেই সুদূর ছাত্রজীবন থেকেই সকল কাজে তুমিই ছিলে আমার একমাত্র উপদেষ্টা, বন্ধু!

ক্রোল। তা জানি, এবং তুমি যে আমাকে সে অধিকার দিয়েচ সেও আমার কম গৌরব নয়! সম্প্রতি আবার তেমন কিছু ঘটেচে নাকি যার জন্যে—

রোসমার। অনেক বিষয় দাঁড়িয়েচে। আমার ইচ্ছা, তা নিয়ে তোমার সঙ্গে সরল ভাবে আলোচনা করি—আমার একেবারে অন্তরের জিনিস যা কিছু সমস্তই!

রেবেকা। আমারো তাই মনে হয় মিঃ রোসমার! মনে হয় এ খুবই ভালো হত যদি আপনারা ছুটি বহুদিনের বন্ধু

ক্রোল। দেখ রোসমার, তোমাকেই বল্‌চ আমার ঢের বেশি কথা বলবার আছে।—শুনেচ নিশ্চয়, আমি এখন একজন কর্মী রাজনীতিক হয়ে দাঁড়িয়েচি।

রোসমার। হাঁ, তা জানি। কিন্তু কি করে হলে?

ক্রোল। হতেই হল—আমার ইচ্ছা থাক আর নাই থাক। নিশ্চিন্ত হয়ে দূরে দাঁড়িয়ে দেখা আর আমার পক্ষে সম্ভব হল না। সংস্কার-পন্থীরা আজকাল এমন ভয়ঙ্কর প্রবল হয়ে উঠেচে যে আর সহ্য করা চলতেই পারে না। আমি এই জন্যেই শহরে আমাদের অল্প যে ক'জন বন্ধু আছেন তাঁদের মনে আরো ঘনিষ্ঠ ভাবে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হবার প্রেরণা জাগিয়ে তুলেচি। তোমাকেও বলে রাখচি, এই ঠিক সময়, আর দেরি নয়।

রেবেকা। (মৃদু হাসিয়া) কিন্তু আসলে ঠিক সময়টি পার হয়ে যায় নি কি?

ক্রোল। এ কথা না মেনে উপায় নেই যে যদি আমরা আরো আগেই এ স্রোত ফেরাতে পারতুম সে খুবই ভাল হত। কিন্তু এমনটা যে হবে, আগে তা বাস্তবিক কে জানত? আমি ত ভাবতেই পারি নি। (উঠিয়া পায়চারি করিতে করিতে) যাক্

নির্ব্বিচারে পালিত হয়ে এসেছে—যেখানে কস্মিন্ কালেও কোনো বিষয়ে এক মত ভিন্ন অন্য মত হয় নি—

রেবেকা। আপনার স্ত্রীর কি মত?

ক্রোল। তার কথাটাই সব চেয়ে বেশি অবিশ্বাসের। চিরটা কাল - বড় ছোট সব কাজে—আমার সঙ্গে যার মতের মিল ছিল, আমার সমস্ত মতামত যে চিরদিনই অনুমোদন করে এসেছে, সে-ও কিনা আজ ছেলেমেয়েদের সঙ্গে যোগ দিতে দ্বিধা বোধ করলে না। এখন তার ধারণা, আমিই দোষী, যা কিছু ঘটচে তার জন্যে আমিই দায়ী। তার যুক্তি এই, আমি নাকি বড্ড বেশি জোর করে ছেলেমেয়েদের শাসনে বাধতে চাই। যেন তারপর এমন দরকারই হয় না যে—। যাক্। বাড়িতে কথায় কথায় এমনি মতান্তর প্রায়ই হচ্চে। কিন্তু তা নিয়ে আমি খুব কমই আলোচনা করি। এ সব তর্কে যোগ না দিয়ে নীরব থাকাই ভালো। (পায়চারি করিতে করিতে) ঠিক তাই, ঠিক তাই! (হাত দুখানি পিঠের দিকে লইয়া জানালায় দাঁড়াইয়া বাহিরে চাহিয়া রহিলেন।)

রেবেকা। (রোসমারের অতি নিকটে গিয়া, ক্রোল শুনিতে না পান এই ভাবে, চাপা গলায় তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিলেন) এই সময়!

রোসমার। (ঠিক তেমনি সরু সুরে) না, আজ নয়।

রেবেকা। আজই, এক্ষুণি। (বলিয়া সরিয়া গিয়া আলোটা ঠিক করিয়া দিলেন।)

ক্রোল। (ফিরিয়া আসিয়া) জন, বন্ধু, তাহলে এইবার বুঝতে পেরেচ এই যুগধর্মটা কী, যা আমার পরিবারে আমার জীবনে আমার কাজে সর্বত্র ছায়াপাত করেচে? এই ভীষণ সর্বনেশে উচ্ছৃঙ্খল ধ্বংসবৃত্তির গতিরোধ করতে আমার হাতে অস্ত্র-শস্ত্র যা কিছু আছে একে একে নিক্ষেপ করা উচিত নয় কি? —নিশ্চয়। এ আমার একান্ত কর্তব্য! আর সে কর্তব্য আমাকে পালন করতে হবে প্রবন্ধ লিখে, বক্তৃতা দিয়ে।

রোসমার। কিন্তু তাতে কি কোনো ফল হবে আশা কর?

ক্রোল। ফল যা হবার হবে। দেশবাসী হিসেবে এ সংগ্রামে আমায় যোগদান করতেই হবে। এবং আমার মনে হয় ন্যায়ের পথকেই যাঁরা নিজের পথ বলে আশ্রয় করেচেন এমন প্রত্যেক দেশভক্তেরই উচিত তাই করা। আর এ কথাও তোমাকে বলে রাখচি, ঠিক এরি জন্যেই আজ আমি এখানে এসেচি তোমার সঙ্গে দেখা করতে।

রোসমার। তোমার উদ্দেশ্য কি তাই? আমাকে দিয়ে তোমাদের কতদূর কি—

ক্রোল। তুমি তোমার পুরাতন বন্ধুদের সহায় হও! আমরা যা করচি তাই কর। যথাসাধ্য আমাদের কাজের অংশ গ্রহণ কর।

রেবেকা। মিঃ ক্রোল, আপনি ত জানেন এ সব বিষয়ে মিঃ রোসমারের মনে একটা বিতৃষ্ণা বরাবরই আছে।

ক্রোল। সেই বিতৃষ্ণা এখন তাহলে ওকে দমন করে ফেলতেই হবে। জন্, তুমি ত কোথায় কি ঘটুচে কিছুই খবর রাখ না, ঘরে বসে দিনরাত কেবল ইতিহাসের গবেষণায় ডুবে আছ। দেখ, একটা বংশের অতীত গৌরবের কাহিনী এবং তা বলতে যা যা বোঝায় তার প্রতি শ্রদ্ধা আমার খুবই আছে, তবে, কি জানো, ও সব কাজে হাত দেবার সময় এ নয় এই যা দুঃখ। আজ সমস্ত দেশের উপর দিয়ে যে প্রবল ঘটনা-স্রোত বয়ে চলেচে তুমি তার ধারণাই ক'রতে পারবে না। দেশে যত রকমের মত প্রচলিত ছিল তার সবই আগাগোড়া ওলটপালট হয়ে যাচ্চে, অথবা গতিক প্রায় সেই রকম। আবার যে এই সব ভুল গোড়া থেকে সংশোধন করা সে এক কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে নিশ্চয় জেনো।

রোসমার। তোমার এ কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। কিন্তু আমার ত এ পথ নয় ভাই, এই সংগ্রামের পথ।

রেবেকা। তা ছাড়া আমার মনে হয় মিঃ রোসমার আজকাল জীবনের সমস্ত ব্যাপারকে আগের চেয়ে আরো বেশি খোলা চোখে দেখতে আরম্ভ করেচেন।

ক্রোল। আরো বেশি খোলা চোখে?

রেবেকা। হাঁ। আরো খোলা মনে। কুসংস্কার নেই বললেও চলে।

ক্রোল। তার অর্থ? জন্, তোমার মন কি এতই দুর্বল যে বিদ্রোহী জননায়কদের দুদিনের জন্যে দৈবাৎ একটা প্রতিষ্ঠা হয়েছে দেখে অমনি তাতেই ভুলে গলে' যাবে?

রোসমার। তুমি ত জানো ভাই, আমি রাজনীতির কিছুই বুঝিনে। কিন্তু তবু আমার কেমন নিশ্চয় বিশ্বাস হয় কিছুদিন থেকে মানুষের চিন্তার ধারা ব্যক্তিগতভাবেই যেন অনেক বেশি প্রবল হয়ে উঠেছে।

ক্রোল। ঠিক তাই। কিন্তু তা হয়েছে বলেই কি তাকে ভালো বলতে হবে এই তোমার মত? তুমি ঠিক জেনো ভাই তোমার ভয়ানক ভুল হয়েছে। পল্লীতে অথবা শহরে যে সব সাম্যতন্ত্রী সংস্কারপন্থী রয়েছেন তাঁদের মধ্যে প্রচলিত মতবাদের একটু খবর নাও, দেখবে সে আর কিছুই নয়, "সন্ধানী আলো"তে যে সব তথ্যপূর্ণ কথা বেরয় কেবল তারি প্রতিধ্বনি!

রেবেকা। হাঁ। এখানকার জনসাধারণের ওপর মর্টেন্স-গার্ডের খুবই বেশি প্রভাব।

ক্রোল। হাঁ, ঠিক এই কথাটাই একবার বেশ করে ভেবে দেখা দরকার।—এমন কলঙ্কিত জীবন যার!—কলুষিত চরিত্রের জন্যে যাকে স্কুলমাস্টারের পদ ত্যাগ করে বিতাড়িত হতে হয়েছিল,

এবংনিধারা একটি লোক আজ জনসাধারণের নেতা হতে দাঁড়িয়েচে। আর হয়েওচে, সত্যিই হয়েচে। তার কাগজের আকার নাকি আবার বাড়াবে শুনলুম। বিশ্বস্তসূত্রে এও খবর পেলুম, সে নাকি এইবার একজন যোগ্য সহকারীর সন্ধান করচে।

রেবেকা। আমার আশ্চর্য বোধ হয়, আপনি আর আপনার বন্ধুরা আর একটা কাগজ বের করে কেন ওদের প্রতিবাদ করচেন না।

ক্রোল। আমাদের ইচ্ছাও ঠিক তাই। আজকেই আমরা "দেশবার্ত্তা" কাগজখানা কিনে নিয়েচি। টাকাপয়সার জন্যে কোনো বেগ পেতে হয়নি। কিন্তু—। (রোসমারের দিকে ঘুরিয়া বসিয়া) এইবার আমার দেখা করার আসল উদ্দেশ্য তোমাদের বলি। দেখ, ঐ কাগজখানা চালানো—অর্থাৎ ওর সম্পাদকের কাজটা—ঐটেই যা কঠিন। আচ্ছা রোসমার, এমন একটা মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এ কাজের ভার নিজের হাতে তুলে নিতে তোমার কি একটুও আগ্রহ হয় না?

রোসমার। (ভীত কণ্ঠে) আমার?

রেবেকা। এমন কথা ভাবলেন কি করে?

ক্রোল। দেখ রোসমার, জন-সভায় যোগ দিতে তোমার যা ভয় তা আমি জানি, আর যে-সব ইতর লোক সেখানে যায় তাদের আলোচনার স্থল হয়ে সুমুখে দাঁড়াতেও তোমার যে

অনিচ্ছা সে-ও বেশ বুঝি; কিন্তু এ হল গিয়ে সম্পাদকের কাজ, এ ত খুব নিভৃতেই চলতে পারবে! অথবা বরং—

রোসমার। না না আমাকে সে অনুরোধ কোরোই না।

ক্রোল। আমি নিজে যদি এ কাজে হাত দিতে পারতুম, কী আনন্দই যে হত! কিন্তু আমার পক্ষে সে কোনমতেই সম্ভব হয়ে উঠচে না। অসংখ্য কাজ এসে আগেই আমার ঘাড়ে চেপেচে। কিন্তু তোমার ত আফিসের কাজের কোনো বালাই নেই, তুমি ত বেশ—। অবিশ্যি আমরা আর-সবাই যতটুকু পারি তোমায় সাহায্য করব।

রোসমার। আমি পারব না ক্রোল, আমার সে যোগ্যতাই নেই।

ক্রোল। যোগ্যতা নেই? তোমার বাবা যখন তোমার চাকরি জুটিয়ে দিয়েছিলেন তখনো তুমি ঠিক ঐ কথাই বলেছিলে।

রোসমার। ঠিকই বলেছিলুম। সে কাজ ছেড়েও দিয়েচি সেই জন্যে।

ক্রোল। আচ্ছা বেশ, তুমি যাজকের কাজ যে-ভাবে চালিয়েচ, অন্তত সেই ভাবেই না-হয় আমাদের সম্পাদকের কাজটাও চালিয়ে দাও,—আমরা তাতেই মহাসুখী।

রোসমার। ক্রোল, এই শেষবার তোমায় বলচি ভাই, সে আমি কিছুতেই পারব না।

ক্রোল। আচ্ছা, তা'হলে তোমার নামটাই অন্ততঃ আমাদের ব্যবহার করতে দাও।

রোস্মার। আমার নাম?

ক্রোল। হাঁ। জন্ রোস্মারের নামটি মাত্র যদি আমাদের কাগজের সঙ্গে যুক্ত থাকে তাতেই ঢের লাভ। আমাদের আর-সবাইকে লোকে কোন-না-কোন দলের লোক বলে' জানে। ধর্মের দিকে একটু অতি মাত্রায় ঝোঁক আছে বলে' আমার নিজেরও একটা দুর্নাম আছে শুনি। তাই এই বিপথগামী জনসাধারণের সঙ্গে আমাদের কাগজখানার পরিচয় করিয়ে দিতে আমাদের নিজেদের কারো নাম কোনো বিশেষ কাজে আসবে এমন আশা করতে পারিনে। কিন্তু তুমি ত বলতে গেলে চিরকালই এই সব দ্বন্দ্ব কলহ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছ। তোমার কোমল ও সরল স্বভাব, তোমার নির্মল মন আর তোমার অকলঙ্ক চরিত্রবল এ অঞ্চলে কারো জানতে বাকি নেই, এবং তার মর্যাদাও এরা প্রত্যেকেই বোঝে। তারপর, পূর্বে ধর্ম-যাজক ছিলে বলে' সেই উচ্চপদের যোগ্য সম্মান ও শ্রদ্ধাও তুমি নিশ্চয় পাবে। তা ছাড়া তোমার বংশমর্যাদাও সামান্য নয়!

রোস্মার। আমার বংশমর্যাদা—

ক্রোল। (দেয়ালের ছবির দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করিয়া) মানসম্মানিরের ঐ সব রোসমারগণ কেউ বা ধর্মযাজক ছিলেন,

কেউ বা যোদ্ধা ছিলেন, কেউ বা উচ্চ রাজনীতিক ছিলেন। এদের প্রত্যেকেরি আত্মমর্যাদা অক্ষুণ্ণ ছিল। প্রায় দু'শ বছর এ পরিবারের এইখানে বাস, প্রতিপত্তিও চিরকাল সবার চেয়ে বেশি। (রোসমারের স্কন্ধে হাত রাখিয়া) জন, আমরা এতকাল আমাদের সমাজে যা-কিছু পবিত্র বলে জেনে আসচি তার রক্ষার জন্যে আমাদের সঙ্গে যোগ দেওয়া তুমি কি তোমার নিজের প্রতি নিজের কর্তব্য এবং তোমার বংশমর্যাদার কাছে তোমার দায়িত্ব বলে' মনে কর না? (রেবেকার দিকে ফিরিয়া) আপনার কি মত, মিস্ ওয়েষ্ট?

রেবেকা। (মৃদু হাসিয়া) এমন সব অদ্ভুত কথা শুনলে আমার হাসি পায় মি ক্রোল।

ক্রোল। কি! হাসি পায়?

রেবেকা। হাঁ। কারণ আপনাকে দেখচি এখন সোজা বলে দেওয়াই দরকার—

রোস্মার। (তাড়াতাড়ি) না না কখখনো না, এখন নয়।

ক্রোল। (একবার রোসমারের দিকে, একবার রেবেকার দিকে চাহিয়া) সে কি বন্ধু, এমন কী—? (হঠাৎ থামিয়া গেলেন,—ডানদিকের দরজা দিয়া মিসেস হেলসেথ প্রবেশ করলেন।)

মিসেস্ হেল্সেথ। রান্নাঘরের কাছে একটি লোক এসে দাঁড়িয়েছে,—আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

রোসমার। (একটু আরাম বোধ করিয়া) তা বেশ ত, তাকে নিয়ে এস না !

মিসেস হেল্সেথ। এখানেই নিয়ে আসব ?

রোসমার। তা বৈ কি ?

মিসেস হেল্সেথ। কিন্তু তাকে দেখে ত এমন লোক বলে মনে হয় না যাকে ভিতরে আসতে দেওয়া চলে।

রেবেকা। সে কি-রকম দেখতে মিসেস হেল্সেথ ?

মিসেস হেল্সেথ। চেয়ে দেখবার মত মোটেই নয়।

রোসমার। কী নাম তার বললে না ?

মিসেস হেল্সেথ। হেকম্যান কি ঐ রকম কি একটা নাম বললে যেন মনে পড়চে।

রোসমার। আমি ত ও নামের কাউকে জানিনে !

মিসেস হেল্সেথ। সে আরো বললে তার ডাক-নাম আল্‌রিক্।

রোসমার। (বিস্ময়ে চমকিয়া) আল্‌রিক হেটম্যান ! —নয় ?

মিসেস হেল্সেথ। হাঁ, হেটম্যানই বটে।

ক্রোল। আমার বেশ মনে পড়চে আমিও যেন এ নাম কোথায় শুনেচি—

রেবেকা ; এই সেই নাম যে-নাম লিখত সেই অদ্ভুত কৌবদি -

রোসমার (ক্রোলকে) এটি হচ্ছে আলরিক ব্রেণ্ডেলের ছদ্মনাম।

ক্রোল। সেই জোচ্চোর!—হাঁ তাই বটে।

রেবেকা। এখনো তিনি বেঁচে আছেন দেখচি।

রোসমার। আমি ঠাউরে রেখেছিলুম হয়ত-বা কোনো থিয়েটারের দলে ঘুরচেন।

ক্রোল। আমি ওর শেষ খবর পাই, যখন ও নিকর্মা বদমাইসদের কারাগারে বন্দী।

রোসমার। (মিসেস হেলসেথকে) তাকে ভিতরে আসতে বল।

মিসেস হেলসেথ। যে আজ্ঞে। (প্রস্থান)

ক্রোল। এমন লোককেও তুমি বাড়িতে উঠতে দেবে?

রোসমার। উনি যে এক সময় আমার শিক্ষক ছিলেন।

ক্রোল। তা জানি। তোমার মাথায় যত সব বিপ্লবের ভাব ঢুকিয়ে দিত বলে তোমার বাবা না ওকে বেতিয়ে বাড়ি-ছাড়া করেছিলেন?

রোসমার। (একটু কঠিন কণ্ঠে) হাঁ। আমার বাবা যে ছিলেন সেনাপতি—ঘরে বাইরে সর্বত্র!

ক্রোল। তাই বলে তাঁর স্মৃতির অসম্মান কোরো না, জন্।

আঃ! (মিসেস হেলসেথ আনন্দিক ব্রেণ্ডেলকে ঘরে আনিয়া দিয়া দরজা বন্ধ করিয়া বাহির হইয়া গেলেন। ব্রেণ্ডেল দেখিতে সুশ্রী। চুল দাড়ি পাকা। কিছু কাহিল, কিন্তু সতেজ ও সতর্ক। ভবঘুরের মত চেহারা। গায়ে ঢোলা জামা, একেবারে জীর্ণ। জুতায় শত ছিদ্র। ঘাড়ে কি হাতের কব্জিতে কোথাও একটুকু গরম কাপড় নাই। হাতে এক জোড়া পুরোনো দস্তানা, বগলে নরম ময়লা একটা টুপি। প্রথমটা একটু অপ্রতিভ হইয়া, পরে দ্রুতপদে ক্রোলের নিকট গিয়া তাঁহার দিকে হস্ত প্রসারণ করিলেন।)

ব্রেণ্ডেল। জন্!

ক্রোল। মাফ করবেন। আমি নয়—

ব্রেণ্ডেল। তুমি কি কোনদিন ভাবতে পেরেছিলে আবার আমার সঙ্গে দেখা হবে?—বিশেষ, এই ঘৃণিত বাড়িতে?

ক্রোল। আঃ আমি নয়। (রোসমারকে দেখাইয়া) ঐ।

ব্রেণ্ডেল। (পিছন ফিরিয়া) তাইত। ঐ সে!—জন, বৎস, তুমি যে আমার প্রিয় ছাত্র!—

রোসমার। (তাঁহার কর-মর্দন করিয়া) আপনিও ত আমার শিক্ষা-গুরু!

ব্রেণ্ডেল। মনে কত কথাই জেগে উঠেছিল। কিন্তু তবু মানস-মন্দিরের পথ দিয়ে যেতে যেতে একবার তোমায় না দেখে যেতে পারলুম না।

রোসমার। এখন এ বাড়িতে আপনার সাদর অভ্যর্থনার কিছু-মাত্র ত্রুটি হবে না আপনি বিশ্বাস করুন।

ব্রেণ্ডেল। এই অপূর্ব্বসুন্দরী মেয়েটি?— (রেবেকাকে অভিবাদন করিয়া) নিশ্চয় তোমার স্ত্রী?

রোসমার। ইনি মিস ওয়েষ্ট্।

ব্রেণ্ডেল। বুঝেচি। কোনো নিকটাত্মীয়া। আর এই অপরিচিত বন্ধুটি—? তোমার কোনো সহকর্ম্মী তাও বুঝতে পেরেচি।

রোসমার। ইনি মিঃ ক্রোল। এখানকার গ্রামার স্কুলের মাষ্টার।

ব্রেণ্ডেল। ক্রোল? ক্রোল? আচ্ছা বোসো একটু। দেখুন, ছাত্রজীবনে এক সময় আপনি ভাষা-তত্ত্ব পড়তেন না?

ক্রোল। পড়তুম বৈ কি?

ব্রেণ্ডেল। তখন আপনাকে আমি জানতুম।

ক্রোল। আমাকে নয়—

ব্রেণ্ডেল। আপনি কি—

ক্রোল। আমি নই—

ব্রেণ্ডেল। —সেই ধর্ম্ম-রক্ষকদের দলে ছিলেন না, যাদের জন্যে আলোচনা-সভা থেকে আমাকে বিতাড়িত হতে হয়েছিল?

ক্রোল। খুব সম্ভব। কিন্তু আপনার সঙ্গে আর কোনো পরিচয় আমার নেই।

ব্রেণ্ডেল। তা বেশ, বেশ। তাতেও আমার ক্ষতি নেই। আপনার সঙ্গে পরিচয় থাক আর না-ই থাক, আল্‌রিক ব্রেণ্ডেল চিরদিন যা ছিল আজও তাই থাকবে।

রেবেকা। আপনি কি শহরের দিকে চলেছেন মিঃ ব্রেণ্ডেল ?

ব্রেণ্ডেল। ঠিক ধরেছেন। মাঝে মাঝে আমাকে বাধ্য হয়ে একটু আধটু কাজকর্মও করতে হয়—প্রাণটা বাঁচানো চাই ত। সাধে কি আর কাজ করি ? নিতান্ত অভাবে পড়েই—

রোসমার। মিঃ ব্রেণ্ডেল, আমাকে দিয়ে আপনার কি কোনো সাহায্য হতে পারে না ? -কোন-না-কোন বিষয়ে,—অর্থাৎ-

ব্রেণ্ডেল। ছি জন্, তোমার মুখে আজ এ কি কথা শুনচি ? তুমি আর আমি যে পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ তার মর্যাদা কি তুমি নষ্ট করতে চাও ? না না জন, তা কখ্‌খনো হবে না।

রোসমার। কিন্তু শহরে গিয়ে কী করবেন ভাবচেন ? আপনি নিশ্চয় জানবেন সে বড় সোজা হবে না—

ব্রেণ্ডেল। সে যা হয় হবে। আর ফেরবার উপায় নেই। এই যে অপদার্থটা তোমার সুমুখে দাঁড়িয়ে রয়েচে দেখচ, এ আজ এক সুদীর্ঘ যাত্রা-পথের পথিক হয়ে বেরিয়ে পড়েচে! সারাজীবন যত পথ হেঁটেচি সে সব একত্র করলেও এর সমান হবে না। (ক্রোলকে) আচ্ছা অধ্যাপক মশাই, একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে

পারি কি? আপনাদের ঐ গণ্যমান্য শহরটায় সভা-সমিতি করবার মত বেশ বড় আর ভদ্রগোছের ঘর-টর আছে ত?

ক্রোল। সব চেয়ে বড় যে হলটা সেটা শ্রমজীবি-সমিতির।

ব্রেণ্ডেল। সে সমিতিটা যে খুবই দরকারী তাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু তাদের মধ্যে আপনার বিশেষ কোনো প্রতিপত্তি আছে কিনা সেইটে জানতে চাই।

ক্রোল। না। ওদের সঙ্গে আমার কিছুমাত্র সম্পর্ক নেই।

রেবেকা। (ব্রেণ্ডেলকে) আপনাকে এর জন্যে আবেদন করতে হবে পীটার মর্টেন্সগার্ডের কাছে।

ব্রেণ্ডেল। কিছু মনে করবেন না—সে আহাম্মকটা আবার কে?

রোসমার। কি করে জানলেন সে একটা আহাম্মক?

ব্রেণ্ডেল। তোমরা কি মনে কর নামটা শুনেও আমি টের পাই নি এ নিশ্চয় কোনো ছোটলোকের নাম?

ক্রোল। আমি এমন জবাব প্রত্যাশা করি নি।

ব্রেণ্ডেল। কিন্তু আমার এ সব কুসংস্কার আমি ঝেড়ে ফেলব। এ সব থাকা ঠিক নয়। কোনো লোকের জীবনে যখন একটা পরিবর্ত্তনের স্রোত আসে—যেমন আমার—। যাক্, তাহলে ঐ ঠিক। ঐ লোকটিকেই আমি লিখব। কথাবার্ত্তা বরাবর তাঁর সঙ্গেই হবে।

রোসমার। আপনি যে বললেন আপনার জীবনে একটা পরিবর্তনের স্রোত এসেছে, এ কি আপনার অন্তরের কথা ?

ব্রেণ্ডেল। আমার ছাত্র তুমি, তুমিও কি জানো না, আলরিক ব্রেণ্ডেল মুখে যা বলবে কাজেও ঠিক তাই ? কোনো বিষয়ে হাত দিলে সে অন্তরের সঙ্গেই স্থায়। শোনো বলি। এখন থেকে আমি একটা নতুন মানুষ বনে' যেতে চাই। যে গোপনতার অন্তরালে এতকাল আপনাকে লুকিয়ে রেখেছিলুম তার থেকে বেরিয়ে পড়ব এই আমার মৎলব।

রোসমার। সে কেমন করে' ?

ব্রেণ্ডেল। নবীন উৎসাহে জীবনের কাজ আরম্ভ করব—উচ্চ-তর আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সমুখপানে এগিয়ে চলব। একটা ঝড়ের সূচনায় আমাদের নিশ্বাসের বাতাস পর্য্যন্ত ভারী হয়ে উঠেছে ! আজকের এই স্বাধীনতার যজ্ঞে নিজের ক্ষুদ্র শক্তি অর্ঘ্যদান করব এই আমার কামনা।

ক্রোল। শেষে, আপনিও ?

ব্রেণ্ডেল। (সকলকেই উদ্দেশ করিয়া) আমার লেখা নানা জায়গায় যা সব ছড়িয়ে আছে সে গুলোর সঙ্গে এখানকার লোকের বেশ পরিচয় আছে ত ?

ক্রোল। না। আমি অকপটে স্বীকার করচি—

রেবেকা। আমি কিন্তু কতক কতক পড়েচি। আমার পালক-পিতার কাছে যা ছিল।

ব্রেণ্ডেল। আপনি তাহলে মিছিমিছি সময় নষ্ট করেচেন। সেই কি আবার লেখা? অরে রামো রামঃ!

রেবেকা। তাই নাকি?

ব্রেণ্ডেল। যেগুলো আপনি পড়েচেন, ঠিক তাই। যা আমার সত্যিকার মূল্যবান লেখা তার খবর কোনো পুরুষ বা স্ত্রীলোক কিছু জানে না। কেউ না—কেবল আমি ছাড়া।

রেবেকা। সে আবার কি?

ব্রেণ্ডেল। তার মানে, আজ পর্যন্ত তা লেখাই হয়নি।

রোসমার। মিঃ ব্রেণ্ডেল, তবে যে বললেন—

ব্রেণ্ডেল। জন, তুমি ত জানো আমি একটু ভোগবিলাসী—কিছু ভোজনবিলাসীও। বরাবরই। কোনো কিছু নিভৃতে একাকী উপভোগ করবার দিকেই আমার ঝোঁক, কেননা তাতে করে' আনন্দটা ভোগ করা যায় দ্বিগুণ—দশগুণ—বেশি। কি করে, শুনবে? যখন সোনার স্বপ্ন আমার অন্তরে নেমে আসে আর আমি তার মায়াজালে আচ্ছন্ন হয়ে যাই, যখন নব নব গভীর ভাব হৃদয়ে জন্মলাভ করে আমাকে নেশায় মাতিয়ে তোলে, আর আমাকে উধাও করে শূন্যে উড়িয়ে নিয়ে যেতে যেতে যখন তাদের পাখার বাতাস এসে আমার গায়ে লাগে, তখন ঠিক

সেই অবস্থাতেই আমি মনে মনে তাদের সৃষ্টি দিতে থাকি—কবিতায়, কল্পনায়, চিত্রে! তাতে অবিশ্যি মোটামুটি কেবল কাঠামোটাই দাঁড়ায়।

বোসমার। তা ত বটেই।

ব্রেওল। তোমরা ধারণাই করতে পারবে না কী নিবিড় আনন্দটাই আমি পাই! মোটামুটি—ঐ যা বললুম—সৃষ্টির সেই এক অপূর্ব রহস্যময় আত্মবিস্মৃত আনন্দ। উচ্চপ্রশংসা, কৃতজ্ঞতা-নিবেদন, স্তবস্তুতি, বিজয়মুকুট,—এ সমস্তই আমি আনন্দে কম্পিত হস্তে গ্রহণ করি। অব্যক্ত উল্লাসে সুখের মদিরায় একেবারে আকণ্ঠ নিমগ্ন হয়ে যাই—

বোসমার। কিন্তু এর কিছুই ত আপনি লিখে রাখেন নি?

ব্রেওল। না, এক বর্ণও না। তার জন্যে যে কেরাণীগিরির দরকার সে কথা ভাবতেই মন এক বিষম বিতৃষ্ণায় ভরে' ওঠে। তা ছাড়া, কেনই বা আমার অন্তরের উচ্চ আদর্শগুলোর পবিত্রতা নষ্ট করতে যাই, যদি সম্পূর্ণ নির্মল অবস্থায় একাকী তা উপভোগ করতে পারি? কিন্তু আজ আমাকে তাদের মমতা কাটাতেই হচ্চে। আদরের ছোট মেয়েটিকে তার স্বামীর হাতে তুলে দিতে গিয়ে মায়ের মনের অবস্থা যা হয় আমারো যেন ঠিক তাই হয়েচে। কিন্তু তবু এদের মায়া ত্যাগ করব—স্বাধীনতার পুণ্যযজ্ঞে এদের উৎসর্গ করব। সমস্ত দেশময় গুটিকতক অত্যন্ত সুচিন্তিত বক্তৃতা ক্রমশঃ দিয়ে বেড়াব।

রেবেকা। (অত্যন্ত আবেগের সহিত) এই ত যথার্থ বীরের কাজ মিঃ ব্রেণ্ডল! আপনার কাছে সব চেয়ে যা মূল্যবান জিনিস, আপনি ত তাই দিচ্ছেন!

রোসমার। আর ঐ একই মাত্র জিনিস!

রেবেকা। (রোসমারের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া) আমি অবাক্ হয়ে যাই, এমন ক'জন লোক আছেন যাঁরা এতটাও করতে পারেন বা করবার সাহস রাখেন!

রোসমার। (দৃষ্টি-বিনিময় করিয়া) কি জানি!

ব্রেণ্ডল। আমার কথা শুনে তোমরা সবাই বিচলিত হচ্চে—এতে আমার মনে নব বলের সঞ্চার হল, সঙ্কল্প দৃঢ় হল। এইবার অচিরেই আমি কাজে অগ্রসর হব। হাঁ, আর একটা কথা। (ক্রোলকে) আচ্ছা মশাই, একটা খবর আপনার কাছে পেতে পারি কি?—শহরে কোনো মদ্যপান-নিবারিণী সমিতি আছে, সম্পূর্ণ মদ্যপান-নিবারিণী? আমার ত বিশ্বাস, নিশ্চয় আছে।

ক্রোল। আছে বৈ কি! আমিই তার সভাপতি।

ব্রেণ্ডল। সে আমি আপনাকে দেখেই বুঝেচি। তা দেখুন, হয়ত আমিও গিয়ে হপ্তাখানেকের জন্যে আপনাদের সমিতির সভ্য হতে পারি এও মোটেই অসম্ভব নয়।

ক্রোল। মাফ করবেন—মাত্র সাত দিনের জন্যে কাকেও সভ্য করা আমাদের রীতি নয়।

ব্রেণ্ডেল। তা, বেশ মশাই, বেশ। আপনাদের ঐ সব সমিতিতে গিয়ে জোর করে' ভিড় বাড়ানো অলৌকিক ব্রেণ্ডেলের কোনোকালেই অভ্যাস নেই। (সহসা উপলব্ধি করে) ও কি, আর আমার এ বাড়িতে বেশিক্ষণ থাকা ঠিক হবে না—অনেক দিনের অনেক স্মৃতি এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে। শহরে গিয়ে চটপট একটা বাসা খুঁজে নিতে হবে। উপযুক্ত হোটেল টোটেল সেখানে মিলবে ত?

রেবেকা। যাবার আগে একটু গরম কিছু খেয়ে যান না।

ব্রেণ্ডেল। কি?

রেবেকা। এই এক পেয়ালা চা টা—

ব্রেণ্ডেল। অতিথির প্রতি অসীম অনুগ্রহ আপনার—আপনাকে সহস্র ধন্যবাদ। কিন্তু কি জানেন, পরের বাড়িতে আতিথ্য স্বীকার করতে আমি বড় নারাজ। (হাত নাড়া) আসি তবে, নমস্কার। (দুয়ার পর্যন্ত গিয়ে ফিরে) হাঁ, আর একটা কথা। শুন, মিঃ রোসমার, আমি এক সময় তোমার শিক্ষক ছিলুম, সেই পুরোনো আমলের খাতিরে একটা উপকার করবে আমার?

রোসমার। খুবই আনন্দের সঙ্গে।

ব্রেণ্ডল। বেশ। তবে দু'একদিনের জন্যে একটা ইভিরি-কশান কোট আমায় ধার দাও।

রোসমার। শুধু এই, আর কিছু নয়?

ব্রেণ্ডল। দেখছই ত, এবার আমি পায়ে হেঁটে পথ চলেছি। আমার ট্রাঙ্ক পিছনে আসছে।

রোসমার। তা ত বুঝলুম, কিন্তু তাই বলে' আর কিছুরি দরকার নেই কি?

ব্রেণ্ডল। আছে। বলছি। তোমার পুরানো ছেঁড়া গরমের কোট টোট আছে?

রোসমার। আছে বৈ কি?

ব্রেণ্ডল। আর ঐ কোটের সঙ্গে মানায় এমন চলনসই গোছের একজোড়া জুতো-টুতো —

রোসমার। আচ্ছা, তারও ব্যবস্থা করব এখন। আপনি গিয়ে ঠিকানাটা জানালেই আপনাকে সব পাঠিয়ে দেব।

ব্রেণ্ডল। না না, অমন কথা মনেই কোরো না। আমার জন্যে কারো কোনো কষ্ট হতে পাবে না কিছুতেই। আমি ওসব সঙ্গেই নিয়ে যাব — ঐ ত সামান্য ক'টা জিনিস।

রোসমার। তা বেশ। আমার সঙ্গে তাহলে একবার আপনাকে ওপরে যেতে হচ্ছে।

রেবেকা। আমি যাই। আমি আর মিসেস্ হেল্‌সেথ দুজনে জিনিস কটা দেখে-শুনে দিই গে।

ব্রেণ্ডেল। আমি যে এ কথা কল্পনাই করতে পারিনে যে এমন এক সুন্দরী মহিলাকে দিয়ে—

রেবেকা। যান্, কী যে বলেন! আসুন ত আপনি আমার সঙ্গে। (ডান দিকের দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেলেন।)

রোসমার। (ব্রেণ্ডেলকে ফিরাইয়া) আচ্ছা, বলুন ত, আপনার আর কোনো উপকার কি আমাকে দিয়ে হতে পারে না?

ব্রেণ্ডেল। কই, এমন কিছুই ত মনে পড়চে না। হাঁ, হাঁ, এই এতক্ষণে মনে পড়ল! শুন্, গোটা পাঁচ ছয় টাকা হবে তোমার সঙ্গে?

রোসমার। আচ্ছা দেখচি। (দেখিয়া) দুখানা নোট আছে—একটা দশ টাকার, একটা পাঁচ টাকার!

ব্রেণ্ডেল। তা বেশ,—ক্ষতি কি? ওই নোট দুখানাই আমাকে দাও—শহরে যখন-তখন ভাঙিয়ে নিতে পারব। ধন্যবাদ! মনে থাকে যেন, দুখানা নোট আমি নিচ্চি—একখানা দশ টাকার, একখানা পাঁচ টাকার।—নমস্কার শুন্,—নমস্কার মশাই! (ডান দিকের দরজা দিয়া বাহির হইলেন। তথায় রোসমার তাঁহাকে বিদায় দিয়া দুয়ার বন্ধ করিয়া ফিরিয়া আসিলেন।)

ক্রেল। এই ত সেই আল্‌রিক ব্রেণ্ডেল। এক সময় সবাই ভাবত একে দিয়ে কত বড় বড় কাজই না হতে পারবে।

রোসমার। যাহোক তবু ঐ যে উনি বরাবর ঐ এক নিজের ত বেঁচে আছেন এতে ওঁর সাহসের পরিচয় পাওয়া যায়। যাই বল, সেও বড় সহজ কথা নয়।

ক্রোল। বল কি! এই জীবন নিয়ে বেঁচে থাকা? আমার বিশ্বাস, ঐ লোকটার এখনো এমন শক্তি আছে তোমার মনের সমস্ত ভাব ওলটপালট করে দেয়।

রোসমার। না, কখখনো না। আপনার থেকেই সব বিষয়ে এখন আমার বেশ পরিষ্কার ধারণা জন্মেছে।

ক্রোল। তোমার এ কথা বিশ্বাস করতেই ত চাই রোসমার। কিন্তু বাহিরের ঘটনা এত সহজে তোমার মনে ছাপ দিয়ে যায় যে ভয় হয়।

রোসমার। এস বসা যাক। কথা আছে।

ক্রোল। বেশ ত, তাতে আর আপত্তি কি? (দুই জনে কৌচে বসিলেন।)

রোসমার। (ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া) আচ্ছা ক্রোল, তোমার কি মনে হচ্ছে না ভাই, এখানে যা-কিছু দেখচ সবই সুন্দর সবই মনোরম?

ক্রোল। হাঁ, এখন সবই মনে হচ্ছে অত্যন্ত সুন্দর, অত্যন্ত

[illegible] আর [illegible] 'সুন্দর'। বোসদার, প্রকৃত সুন্দর [illegible] রচনা করেছ তাই, আমার নীড় [illegible]।

বোসদার। অমন কথা বোলো না বন্ধু। এখন ঐ যা একটু [illegible] মনে হচ্ছে ওটুকু আমার [illegible] কতক্ষণ?

কেকা। না, না, [illegible] ঠিক তেমনটি [illegible] হচ্ছে না [illegible]

বোসদার। একটি কথা [illegible] 'কল্পনা' করব [illegible] অনেক [illegible] বন্ধু [illegible] কি এ কথা [illegible] আমাদের [illegible] বন্ধুত্ব [illegible]

কেকা। না [illegible] 'বন্ধু' [illegible] করতে [illegible] হাতে [illegible] এমন আশঙ্কা [illegible] করে হল?

বোসদার। কেন? এই [illegible] এত বেশি [illegible] মনে হয়।

কেকা। তা [illegible] 'বন্ধু' আমার [illegible] উত্তর নই ও ঠিক একই—[illegible] 'কিছু [illegible]'

বোসদার। [illegible] না [illegible] নয়।

ক্রোল। (লাফাইয়া উঠিবার উপক্রম করিয়া) সে কি?

রোসমার। (তাহাকে ধরিয়া) অত ব্যস্ত হয়ো না ক্রোল, একটু স্থির হয়ে বোসো।

ক্রোল। এ সব কথার অর্থ কি? আমি ত কিছুই বুঝতে পারছি নে। স্পষ্ট করে বল।

রোসমার। আমার অন্তরে আজ এক নব বসন্তের উন্মেষ হয়েছে। দৃষ্টি চেয়ে যৌবনের অমলিন দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছি। তাই এখন আমি ঠিক এমন এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছি যেখানে

ক্রোল। কোনখানে? কোথায় এসে দাঁড়িয়েছ তুমি?

রোসমার। তোমার ছেলে আর মেয়ে এসে যেখানে দাঁড়িয়েছে সেইখানে।

ক্রোল। তুমি? তুমি! অসম্ভব!—তুমি কোনখানে এসে দাঁড়িয়েছ বলছ?

রোসমার। তোমার লরীৎস আর হাল্দা যে পথ নিয়েছে সেই পথে।

ক্রোল। (হঠাৎ মাথা নিচু করিয়া) ধর্মত্যাগী! জন্ রোসমার ধর্ম-ত্যাগী!

রোসমার। তুমি যাকে ধর্ম ত্যাগ করা বলছ তার জন্যে আমার নিজেকে সত্যি সত্যই পরম সুখী ও ভাগ্যবান মনে করা

উঠিছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাধা আমি খুবই পেয়েছি, কারণ আমি জানতুম তোমাকে বড় লাগবে।

ক্রোল। রোস্মার, রোস্মার, এ যে আমি কোনোকালেও ভুলতে পারব না! (ব্যথিতভাবে তাঁহার দিকে চাহিয়া) যাদের উচ্ছৃঙ্খল রাজনীতির ফলে আমাদের এই হতভাগ্য দেশটা প্রায় উৎসন্ন যেতে বসেছে তাদের কাছে তোমার সহানুভূতি রয়েছে, তুমি স্বয়ং তাতে যোগ দিয়েছ—এ যে আমি কল্পনাই করতে পারিনে!

রোস্মার। দাসত্ব-মোচনের যে প্রয়াস, আমার সহানুভূতি কেবল তারই সঙ্গে।

ক্রোল। হাঁ, সে আমি সব জানি। মানুষকে যারা বিপথে নিয়ে চলে তারা ঠিক ঐ কথাই বলে, আর যে হতভাগারা সে পথে যায়, তারাও। কিন্তু নিশ্চয় জেনো, আমাদের সামাজিক জীবনটাকে সম্পূর্ণ কলুষিত বিষাক্ত করে তুলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে বলে যারা বিশ্বাস রাখে তাদের চেষ্টায় দেশের দাসত্ব ঘুচবে এমন আশা করাই ভুল।

রোস্মার। এই বিদ্রোহের দলের নেতা তাঁদের কাছে বা যে শক্তি এর মূলে থেকে এই আন্দোলন চালাচ্ছে তার কাছে আমি যে দাসখৎ লিখে দিয়েছি তাও নয়। যতদূর পারি এই বিভিন্নমতাবলম্বী জনগণকে একত্র করব এবং সাধ্যমত তাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধনে মিলিত করতে চেষ্টা করব এই

আমার কামনা। দেশে একটা সত্যিকার লোক-মত গঠন করে তোলবার একমাত্র লক্ষ্যটিকে সুমুখে রেখে আমি বাঁচতে চাই এবং আমার যা-কিছু শক্তি শুধু তাতেই উৎসর্গ করতে চাই।

ক্রেগ। লোক-মত জিনিসটা আমাদের যে যথেষ্টই রয়েছে সেটা তাহলে তোমার মতে ধর্তব্যই নয়? আমি ত মনে করি আমরা দল-কে-দল সেই পাপের পঙ্কেই ডুবতে চলেচি যাতে হয়ত কেবল সাধারণ লোকেরাই হাবুডুবু খেয়ে মরত।

রোসমার। ঠিক সেই জন্যেই, লোক-মতের প্রকৃত লক্ষ্য কি হওয়া উচিত আমি ভেবে স্থির করে ফেলেচি।

ক্রোল। কি?

রোসমার। আমাদের সমস্ত দেশবাসীকে চরিত্র-সম্পদে সমৃদ্ধ করে তোলা।

ক্রোল। সমস্ত দেশবাসীকে?

রোসমার। যতদূর সম্ভব।

ক্রোল। তার উপায়?

রোসমার। তাদের যা মত তাকে সংস্কার-মুক্ত করতে হবে, তাদের যা আশা-আকাঙ্ক্ষা তাকে নির্মল করে তুলতে হবে,—এইত আমার মনে হয়।

ক্রোল। এ তুমি স্বপ্ন দেখচ! তুমি, তুমি রোসমার তাদের সংস্কার-মুক্ত করবে? তুমি তাদের নির্মল করে তুলবে?

রোসমার। না ভাই, আমি শুধু চেষ্টা করে দেখতে পারি তাদের অন্তরে সেই আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে দিতে। বাকি যা-কিছু, তারা নিজেরাই করবে।

ক্রোল। তুমি কি মনে কর তোমার সে যোগ্যতা আছে?

রোসমার। আছে।

ক্রোল। ওদের নিজেদের শক্তিতে?

রোসমার। নিশ্চয়। বাইরের অবলম্বনকে আঁকড়ে থাকলে এ কাজ কখনো সম্ভব হবে না।

ক্রোল। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) এই কি একজন ধর্ম-যাজকের যোগ্য কথা?

রোসমার। আমি তো এখন আর যাজক নই।

ক্রোল। সত্য। কিন্তু যে বিশ্বাসের মধ্যে তুমি মানুষ হয়ে উঠেচ তার কি?

রোসমার। সে সব বিশ্বাস আর আমার নেই।

ক্রোল। (মনের আবেগ সংযত করিয়া) বুঝেচি। হুঁ, তাই বটে। ও একটা থেকেই আরেকটা বুঝা যায়। আচ্ছা, তা'হলে এই জন্যেই কি তুমি গির্জার কাজ ছেড়ে দিয়েচ?

রোসমার। হাঁ। যখন সমস্ত সংশয় ঘুচে গিয়ে সঙ্কল্প দৃঢ় হল—যখন নিশ্চয় বুঝলুম এ শুধু একটা ক্ষণিকের প্রলোভন নয়, বরং এমন-একটা-কিছু যা মন থেকে সরাবার

শক্তিও আমার নেই, সে ইচ্ছাও নেই—তখনি আমি এ পথে পা দিয়েছি।

ক্রোল। তবে তখন থেকেই তোমার মনে এ আগুন জ্বলছে! অথচ আমরা—তোমার বন্ধুরা—এর বিন্দু-বিসর্গও জানিনে। বোসমার, বোসমার, কি করে তুমি এই নিদারুণ সত্য এতকাল আমাদের কাছে গোপন রেখেছিলে?

বোসমার। আমার মনে হয়েছিল এ শুধু আমার একলার জিনিস, তাই তোমার এবং আমার আর-আর বন্ধুদের মনে অকারণে ব্যথা দিতে আমার ইচ্ছা হত না। ভেবেছিলুম এতকাল যেমন সুখে ও শান্তিতে জীবন কাটিয়ে এসেচ ঠিক তেমনি ভাবেই বাকি দিন কটা এখানে কাটিয়ে যেতে পারব। ইচ্ছা হয়েছিল যে সব গ্রন্থ কোনদিন খুলেও দেখিনি সেইগুলো সব পড়ি তার তাতেই ডুবে থাকি এবং সত্য ও স্বাধীনতার যে বিপুল জগৎ আজ আমার সুমুখে খুলে গেছে তার সঙ্গে নিজের পরিচয় ঘনিষ্ঠ করে তুলি।

ক্রোল। তুমি ধর্ম্মদ্রোহী! তোমার প্রত্যেক কথাই তার প্রমাণ। কিন্তু, জিজ্ঞাসা করি, তোমার ধর্ম্মত্যাগের এই গোপন রহস্য তাহলে প্রকাশ করলে কেন? আর, করলেই যদি, তবে বিশেষ করে আজ এই মুহূর্ত্তেই তা স্বীকার করবার কী প্রয়োজন ছিল?

গোলমার। তোমার জন্যেই। শুধু তোমারি জন্যে বাধ্য হয়ে আজ আমাকে একথা স্বীকার করতে হল, ক্রোল।

ক্রোল। আমার জন্যে? আমারি জন্যে বাধ্য হয়ে?

গোলমার। হাঁ। সংবাদের স্তম্ভ-সন্নিহিতে তোমার উদ্ধত আচরণের কথা যখন কানে এল,—অনলময়ী ভাষায় যে-সব প্রচণ্ড বক্তৃতা তুমি দিয়ে বেড়াচ্ছ, বিপক্ষ সদস্যদের যে তীব্র আক্রমণ করেচ, প্রতিদ্বন্দীদের উদ্দেশে যে-সব শ্লেষপূর্ণ কটাক্ষ করেচ, তার বিবরণ যখন পড়লুম, তখন—ক্রোল, তুমি, তুমি এমন কাজ করবে এ যে আমি ভাবতেও পারিনি ভাই।—তারপর—তখন তখন আমার চোখ ফুটল, বুঝলুম আমার কর্তব্য কি। দেশে যে বিদ্বেষের বহ্নি জ্বলে উঠেচে তাতে মনুষ্যের সুখ স্বচ্ছন্দতার একশেষ হচ্ছে, তাই আমাদের কর্তব্য দেশবাসীর অন্তরে আবার সুখ ও শান্তি ফিরিয়ে আনা এবং পরস্পরের মঙ্গল হবার ইচ্ছা তাদের হৃদয়ে জাগিয়ে দেওয়া। এই জন্যেই আজ আমি এতটা পথ অগ্রসর হয়েচি এবং আমার উদ্দেশ্য প্রকাশ্যভাবেই স্বীকার করচি। আর তা ছাড়া অন্যের মত আমিও আজ আমার শক্তির একটা পরীক্ষা করতে চাই। নিজের পক্ষ ত্যাগ করে তুমিও কি আমার সঙ্গে যোগ দেবে না ক্রোল?

ক্রোল। কখ্খনো না। যে-সব শক্তি আমাদের জাতীয়

জীবনে একটা উচ্ছৃঙ্খলতার স্রোত বইয়ে দিচ্চে তাদের সঙ্গে সন্ধি করা এ জীবনে আর হয়ে উঠবে না কোনমতেই।

রোসমার। আচ্ছা, তা'হলে যুদ্ধ যখন অনিবার্য্য বলেই মনে হচ্চে, তখন, বেশ ত, ন্যায়যুদ্ধই করি এস।

ক্রোল। এমন পরম মূলবান সব বিষয়ে আমার সঙ্গে যে একমত হতে পারচে না তার সঙ্গে তার আমার কোন সম্পর্ক নেই, তার সম্বন্ধে ভাববারও আর আমার কিছু নেই।

রোসমার। আমার বেলাতেও কি ঐ একই নিয়ম?

ক্রোল। তোমার-আমার সম্বন্ধ তুমিই ত ছিন্ন করচ রোসমার।

রোসমার। এতে কি সত্যি সত্যিই তোমাতে আমাতে বিচ্ছেদ হয়ে যাবে?

ক্রোল। শুধু তোমাতে-আমাতে কি বলচ? কর্মক্ষেত্রে এতকাল যাদের সঙ্গে একত্র পাশাপাশি হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলে, তোমার এই বিচ্ছেদ তাদের সকলেরি সঙ্গে। এইবার তোমায় তার ফল ভোগ করতে হবে।

(দক্ষিণের কক্ষ হইতে রেবেকা আসিয়া প্রবেশ করিলেন, দরজা সম্পূর্ণ উন্মুক্ত রাখিয়া।)

রেবেকা। যাক্ বাঁচলুম। অতি কষ্টে তাঁকে পাথ ভুলে দিয়ে এলুম। এইবার চলুন গিয়ে খেতে বসা যাক্। আসুন মিঃ ক্রোল।

ক্রোল। (টুপী তুলিয়া মাথায় দিয়া) মাফ্ করবেন মিস ওয়েষ্ট, এ বাড়িতে আমি আর এক দণ্ডও না।

রেবেকা। (উদ্বিগ্ন কণ্ঠে) সে কি? (দরজা বন্ধ করিয়া তাঁহাদের দু'জনের সন্নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন) তবে কি সে কথা—

রোসমার। হাঁ শুনেছে। ওঁকে বলেছি।

ক্রোল। শোনো রোসমার, তোমাকে আমরা কিছুতেই হাত-ছাড়া করছিনে। আবার আমরা তোমাকে দলে টেনে আনবই যেমন করে পারি।

রোসমার। কোন দিন নয়।

ক্রোল। আচ্ছা, দেখা যাবে। একা থাকা তোমার কর্ম্ম নয়।

রোসমার। সম্পূর্ণ একা আমি এখনো নই। নিঃসঙ্গ জীবন বহন করতে আমরা এখনো এখানে অন্ততঃ দুজন রয়েছি।

ক্রোল। (মনে যেন একটা সন্দেহের বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল) ওঃ, তবে সত্যিই তাই!—বাটার মুখের সেই কথা!

রোসমার। বীটার—?

ক্রোল। (মন হইতে সে সন্দেহ দূর করিয়া দিয়া) না না, ছি ছি, ভাবি অন্যায় হয়ে গেছে—মাফ্ কর।

রোসমার। বল না কি বলছিলে!

ক্রোল। না, না ও কথা আর তুলো না। আমি খুবই

লজ্জিত। আমাকে মাফ কোরো। আসি তবে, নমস্কার! (দরজা দিয়া হলে বাহির হইয়া গেলেন।)

রোসমার। (ক্রোলকে অনুসরণ করিয়া) ক্রোল! এমন করে আমাদের যা কিছু সম্বন্ধ সব চুকিয়ে ফেলা, সে কিছুতেই হতে পারে না ভাই! কাল আমি গিয়ে আবার তোমার সঙ্গে দেখা করব।

ক্রোল। (ফিরিয়া) সাবধান! কখ্খনো আর তুমি আমার বাড়িতে পা দিয়ো না বলে দিচ্চি। (হল হইতে ছড়ি তুলিয়া লইয়া চলিয়া গেলেন। রোসমার খোলা দরজার কাছে ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া রহিলেন, তারপর দরজা বন্ধ করিয়া কক্ষে ফিরিয়া আসিলেন।)

রোসমার। কিচ্ছু ভেবো না রেবেকা, এ কিছুই নয়। এ সবই আমরা সইতে পারব—আমরা দুটি অকপট বন্ধু—তুমি আর আমি।

রেবেকা। আচ্ছা, ঐ যে উনি খুবই লজ্জিত হয়েচেন বলে গেলেন ও কথার মানে কিছু বুঝেচ?

রোসমার। কেন মিছিমিছি ভেবে মরচ রেবেকা? ও যা বল্‌লে সে ত ও নিজেই বিশ্বাস করে না। যাক্, কাল আবার গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করব। এখন যাই তবে শুইগে।

রেবেকা। আজ যে বড় সকাল সকাল ওপরে চল্‌লে? এমন একটা ব্যাপার এইমাত্র ঘটে গেল!

রোসমার। রোজ যেমন সকাল সকাল ঘুমতে যাই, আজও ঠিক তাই যাচ্ছি। সব কথা বলে ফেলেচি কি না, মনটা ভারি হাল্কা ঠেক্‌চে! দেখ্‌চ রেবেকা, আমি কেমন সম্পূর্ণ স্থির আছি! লক্ষীটি, তুমিও এম্‌নি স্থির ভাবেই সব সহ্য কোরো। এখন আসি তবে?

রেবেকা। এস। (রোসমার দরজা দিয়া হলে বাহির হইলেন, তারপর সিঁড়ি-ওঠার পথে তাঁর পায়ের শব্দ শোনা গেল। রেবেকা তখন দেয়ালের নিকট গিয়া ঘণ্টা নাড়িতেই মিসেস্ হেলসেথ সাড়া দিলেন।) মিসেস্ হেলসেথ, টেবিল সাফ করে ফ্যালো। মি. রোসমারের আর কিছু চাই না। মি: ক্রোল চলে গেছেন।

মিসেস্ হেলসেথ। চলে গেছেন! সে কি? কী হল তাঁর?

রেবেকা। (সেলাইয়ের কাজ হাতে লইয়া) বলে গেলেন, একটা ভয়ানক ঝড় উঠবে।

মিসেস্ হেলসেথ। শোন কথা! আকাশে ত এক টুক্‌রো মেঘও দেখ্‌চিনে।

রেবেকা। এখন সেই "শাদা ঘোড়া" তাঁর পথে না পড়লেই রক্ষে! আমার ত মনে হচ্চে এ বাড়ির কোন-না-কোন প্রেতাত্মার কথা শীগ্‌গি কিছু-না-কিছু শুনতে পাব।

মিসেস্ হেলসেথ। ওমা, সে কি গো! অমন অলক্ষুণে কথা মুখে আন্‌তে আছে গা?

রেবেকা। কেন, তাতে কি?

মিসেস্ হেলসেথ। (চাপা গলায়, সরু সুরে) আচ্ছা, মিস্ ওয়েষ্ট, তোমার কি সত্যি বিশ্বাস, এ বাড়ির কেউ-না-কেউ শীগ্রি মরবেই?

রেবেকা। মোটেই না। তবে কি জানো মিসেস্ হেলসেথ, সংসারে শাদা ঘোড়া আছে নানান্ রকম। যাক্, এখন তুমি এস। আমিও ঘরে চললুম।

মিসেস্ হেলসেথ। এস। (রেবেকা সেলাইয়ের কাজ হাতে লইয়া ডান দিকে নিষ্ক্রান্ত। মিসেস্ হেলসেথ আলো কমাইয়া দিতে দিতে মাথা নাড়িয়া বিড বিড় করিয়া বলিলেন) মাগো মা, এক এক সময় কী সব আজগুবি কথাই বলে এই মেয়েটা!

দ্বিতীয় অঙ্ক

[দৃশ্য।—রোসমারের পাঠাগার। বাঁ দিকের দেয়ালে প্রবেশের দরজা। পিছনের দরজাটির পর্দা গুটানো। এই দরজা দিয়া শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিতে হয়। ডান্ দিকে একটি জানালা। তার সাম্‌নে একটি লিখিবার টেবিল—বই আর কাগজপত্রে বোঝাই। দেয়ালের গায়ে কয়েকটি তাক্—কোনোটিতে বই আছে, কোনোটিতে বাসন-কোসন। সাদাসিধা আস্‌বাব। বাঁ দিকে প্রাচীনকালের ধরণে তৈরি একখানি সোফা, তার সুমুখে একটি টেবিল। ধূমপান-কালে ব্যবহারের একটি আঁট জামা গায়ে রোসমার লিখিবার টেবিলের পার্শ্বে একখানি পিঠ-উঁচু চৌকিতে বসিয়া আছেন। একখানি সাময়িক কাগজের পাতা কাটিয়া উল্টাইয়া যাইতে যাইতে স্থানে স্থানে চোখ বুলাইয়া লইতেছেন। বাঁ দিকের দরজায় কে করাঘাত করিল।]

রোসমার। (না ফিরিয়া) এস।

(ভোরবেলাকার গায়ের কাপড় গায়ে রেবেকার প্রবেশ।)

রেবেকা। সুপ্রভাত!

রোসমার। (বইয়ের পাতা উল্টাইতে উল্টাইতেই) সুপ্রভাত! কি মনে করে? কিছু চাই নাকি?

রেবেকা। না। কেমন ঘুমিয়েচ তাই জানতে এলুম।

রোসমার। ভারি নিশ্চিন্তমনে মহাসুখে ঘুমিয়েচি। এমন কি, স্বপ্নও দেখিনি। (ফিরিয়া) আর তুমি?

রেবেকা। আমি এই শেষরাত্রে একটু যা ঘুমিয়েচি।

রোসমার। আজ আমার মনটা এমন হালকা ঠেক্‌চে, বোধ করি অনেকদিন এমন হয়নি। কথাটা বল্‌বার একটা সুযোগ পেয়েছিলুম বলে ভারি আনন্দ হচ্চে।

রেবেকা। এতদিন চুপ করে থাকাটা সত্যি তোমার ভালো হয়নি জন্‌!

রোসমার। আমি বুঝতে পারিনে এত ভয় আমার কোত্থেকে এল!

রেবেকা। না, ও ঠিক ভয়ের জন্যে নয়——

রোসমার। ভয় বৈ কি? আল্‌বাৎ ভয়। আমি দেখতে পাচ্চি মনের তলায় কোথাও-না-কোথাও একটু-না-একটু ভয় ছিলই এর সঙ্গে জড়িয়ে।

রেবেকা। তাই যদি, তবে সে ভয়কে অমন অনায়াসে তুচ্ছ করেচ বলে তোমার সাহসকে আরো বলিহারি! (টেবিলের নিকটে রোসমারের পার্শ্বে একখানি চৌকিতে বসিয়া) এখন একটা অপরাধ তোমার কাছে স্বীকার করব, তুমি শুনে রাগ করবে না ত?

রোসমার। রাগ করব? লক্ষ্মীটি, ছি, কি করে তুমি এমন কথা ভাবলে!

রেবেকা। একটু দুঃসাহসের কাজ করে ফেলেচি কিনা, তাই। তবে——

রোসমার। আচ্ছা, কি করেচ শুনি!

রেবেকা। কাল রাত্রে আলরিক ব্রেণ্ডেল যখন যান তখন গোটা দুই কথা লিখে একটা চিঠি তাঁর সঙ্গে দিয়েচি মর্টেন্সগার্ডের কাছে নিয়ে যাবার জন্যে।

রোসমার। (একটু অবিশ্বাসের ভাবে) রেবেকা, তাহলে—। আচ্ছা বেশ, কি লিখেচ?

রেবেকা। লিখেচি, তিনি যদি সে বেচারার জন্যে একটু যত্ন নেন এবং যে-ভাবে হোক্ তার একটা উপায় করে দ্যান তাহলে সে তোমারি উপকার করা হবে।

রোসমার। কাজটা সঙ্গত হয়নি রেবেকা। এতে বরং ব্রেণ্ডেলের পক্ষে ক্ষতিই হয়েচে। আর তা ছাড়া মর্টেন্সগার্ডের মতন লোকের সঙ্গেই বিশেষ করে আমি কোনো সম্পর্ক রাখতে চাইনে। জান ত, এক সময় তার সঙ্গে আমার কী তুমুল ঝগড়াটাই হয়ে গেছে!

রেবেকা। কিন্তু, তোমার কি মনে হয় না তাঁর সঙ্গে আবার যদি এখন তোমার সদ্ভাব হয় তাহলে খুবই ভালো হয়?

রোসমার। মর্টেন্সগার্ডের সঙ্গে?—আমার? কেন? কিসের জন্যে?

রেবেকা। এখন আর তুমি সম্পূর্ণ নিরাপদ নও, তাই। তোমার এবং তোমার বন্ধুদের মধ্যে এমন একটা ব্যাপার ঘটে গেল!

রোসমার। (রেবেকার দিকে তাকাইয়া, মাথা নাড়িয়া) এও কি কখনো সম্ভব তুমি মনে কর যে ক্রোল কিম্বা অন্য আর-কেউ আমার ওপর প্রতিশোধ নেবে? — ওরা কি কখনো এমন হতে পারে যে——

রেবেকা। রাগের প্রথম ঝোঁকে কী ওরা করবে কে জানে? মিঃ ক্রোলের ভাবখানা যা দেখলুম তাতে আমার ত মনে হয়——

রোসমার। তুমি তবে ক্রোলকে জান না রেবেকা। সে একজন দস্তুরমত মানী লোক। যাক্, আজ বিকেলেই আমি একবার শহরের দিকে যাব, গিয়ে তার সঙ্গে আলাপ করে আসব। তাদের সকলের সঙ্গেই কথা হবে। তারপর তুমি দেখবে আবার সবই কেমন আগেকার মত সহজ হয়ে উঠেচে! (মিসেস্ হেলসেথ বাঁ দিকের দরজা দিয়া প্রবেশ করিলেন)

রেবেকা। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) খবর কি মিসেস্ হেলসেথ?

মিসেস্ হেলসেথ। মিঃ ক্রোল এসে নিচে হল-ঘরে দাঁড়িয়ে আছেন।

রোসমার। (তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া) ক্রোল?

রেবেকা। মিঃ ক্রোল?—কি আশ্চর্য্য!

মিসেস্ হেলসেথ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ওপরে এসে মিঃ রোসমারের সঙ্গে তাঁর আলাপ করা চলতে পারে কিনা।

রোসমার। (রেবেকাকে) কেমন? কী বলছিলুম? (মিসেস্ হেলসেথকে) হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়! (দরজার নিকট গিয়া সিঁড়ির পথে দাঁড়াইয়া ডাকিলেন) উঠে এস ভাই! ভারি খুসি হলুম, তুমি এসেচ। (দুয়ার উন্মুক্ত করিয়া দাঁড়াইতেই মিসেস্ হেলসেথ বাহির হইয়া গেলেন। পিছনের দরজার পর্দ্দা টানিয়া দিয়া রেবেকা ঘরের জিনিষপত্র গুছাইতে লাগিলেন। হাট্ হাতে লইয়া ক্রোল ঘরে ঢুকিলেন।)

রোসমার। (ধীরে অথচ একটু আবেগের সহিত) আমি নিশ্চয় জান্‌তুম সেই আমাদের শেষ নয়——

ক্রোল। বিষয়টা কাল আমি যে-ভাবে দেখেছিলুম আজ তার চেয়ে সম্পূর্ণ অন্য চোখে দেখ্‌চি।

রোস্‌মার। সে ত দেখবেই ক্রোল, নিশ্চয় দেখবে। পরে সবটা মনে মনে আগাগোড়া আলোচনা করে'—

ক্রোল। না, না, তুমি সম্পূর্ণ ভুল বুঝ্‌চ। (হ্যাটটি টেবিলে রাখিয়া দিয়া) তোমার সঙ্গে আমার একটু নিরালা আলাপ করা দরকার।

রোসমার। মিস্ ওয়েষ্ট থাকলে কি—?

রেবেকা। না, না, মিঃ রোসমার, আমি যাই।

ক্রোল। (রেবেকার প্রতি অর্থপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া) মিস্ ওয়েষ্ট, এত ভোরে আমি এখানে এসে পড়েচি বলে দেখ্‌চি আপনার কাছে

আমার ক্ষমা চাওয়া উচিত। বোধ করি আমি একটু আচম্‌কাই এসে পড়েছি, তাই আপনি এমন সময় পান নি যে——

রেবেকা। (একটু চমকিয়া) আপনি কিসের কথা বলচেন? বাড়ির ভিতরে এই যে আমি ভোরবেলাকার গায়ের কাপড় গায়ে দিয়ে রয়েচি এতেও কি দোষের কিছু আছে?

ক্রোল। কিচ্ছু না। তা ছাড়া, এ বাড়ির আজকালকার রীতিনীতি আমার ত জানা নেই!

রোসমার। ক্রোল, তোমাকে আজ মোটেই প্রকৃতিস্থ মনে হচ্চে না।

রেবেকা। আমি চল্লুম মিঃ ক্রোল,—নমস্কার! (বাঁ দিক দিয়া নিষ্ক্রান্ত।)

ক্রোল। এইবার বসা যাক্ তাহলে? (কৌচে বসিলেন।)

রোসমার। হাঁ, বেশ ভাল হয়ে বসে নিরালা আলাপ করি এস। (মুখোমুখি হইয়া আর একখানি চৌকিতে বসিলেন।)

ক্রোল। কাল রাত্রে আমি চোখের পাতা এক করতে পারিনি। সমস্ত রাত শুয়ে শুয়ে কেবল ভেবেচি আর ভেবেচি।

রোসমার। ভেবে কী বুঝলে?

ক্রোল। বলতে কিছু সময় লাগবে। একটু ভূমিকা দিয়ে আরম্ভ করা যাক্। আলরিক ব্রেণ্ডেলের একটু খবর তোমায় দিতে পারি।

রোসমার। তিনি গিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করেছিলেন বুঝি।

ক্রোল। না। ছোটলোকদের একটা শরাইয়ে গিয়ে সে প্রথম আশ্রয় নেয়। বলা বাহুল্য, যত-সব ইতর লোকের সঙ্গেই। সেখানে হাতে যতক্ষণ টাকা ছিল ততক্ষণ নিজেও মদ খেয়েচে এবং আর সবাইকেও খাইয়েচে। তারপর তাদের সবাইকে ঘৃণিত বর্ব্বর বলে গাল দিতে আরম্ভ করে। একথাটা অবিশ্যি সে ঠিকই বলেছিল তাতে ভুল নেই, কিন্তু তার ফল হল এই যে তারপর তারা সবাই ওকে একচোট্ উত্তম-মধ্যম দিয়ে শেষে একটা নর্দ্দমায় ফেলে দ্যায়।

রোসমার। নাঃ, ওঁর আর শোধ্রাবার কোনো উপায় নেই দেখ্‌চি।

ক্রোল। তোমার-দেওয়া সেই কোটটিও সে বন্ধক রেখেছিল। তবে সেটা খালাস করে আনা হবে। কে আনবে বলতে পার?

রোসমার। তুমি, আবার কে?

ক্রোল। না। বন্ধুবর মিঃ মর্টেন্সগার্ড।

রোসমার। তাই নাকি?

ক্রোল। শুনলুম মিঃ ব্রেণ্ডেল গিয়ে সর্ব্বপ্রথম সাক্ষাৎ করেন সেই "আহাম্মক" "ছোটলোক" টার সঙ্গেই!

রোসমার। দেখ্‌চি তাতে তাঁর ভালই হয়েছিল—

ক্রোল। তা আর বলতে! (টেবিলের উপরে রোসমারের দিকে ঝুঁকিয়া) এইবার এমন একটা বিষয় তুলব যার সম্বন্ধে

আমাদের সেই অনেকদিনের — সেই আগেকার — বন্ধুত্বের খাতিরে তোমাকে সতর্ক করে দেওয়া আমার কর্তব্য।

রোসমার। কি ভাই?

ক্রোল। কথাটা এই যে তোমার অগোচরে তোমার এই বাড়িতেই নানা রকম ষড়যন্ত্র চল্‌চে।

রোসমার। এ ধারণা তোমার কিসে হল? তুমি কি রেব্‌‌কা — মিস্‌ ওয়েষ্টের কথা বল্‌চ?

ক্রোল। হাঁ। তবে তাঁর দিক থেকে ব্যাপারটার অর্থ আমি কতকটা বুঝে নিয়েচি। এ বাড়িতে যা খুসি তাই করা অনেক দিন থেকেই তাঁর অভ্যাস হয়ে গেছে। কিন্তু তাহলেও—

রোসমার। ভাই ক্রোল, তোমার সম্পূর্ণ ভুল হয়েচে। তাঁর এবং আমার মধ্যে কোনো বিষয়ে কিছুমাত্র লুকোচুরি নেই।

ক্রোল। তাহলে তিনি কি তোমার কাছে স্বীকার করেচেন যে "সন্ধানী আলো"র সম্পাদকের সঙ্গে তাঁর চিঠি লেখালিখি চলচে?

রোসমার। ও, আলবিক ব্রেণ্ডেলের জন্যে তাঁর কাছে সেই যে দুছত্রের এক চিঠি তিনি লিখেছিলেন তুমি কি তারি কথা বলচ?

ক্রোল। তুমি সে কথা জেনে ফেলেচ দেখচি। আচ্ছা, বলত, যে অসভ্য জানোয়ারটা আমার স্কুলের ও বাহিরের চাল চলনকে লক্ষ্য করে' প্রায় হপ্তায় হপ্তায় কদর্য্য ইতর ভাষায় আমার কথা কাগজে আলোচনা করে' ক্রমেই আমাকে লোকের চক্ষে ঘৃণিত করে' তুলচে

তার সঙ্গে মিস ওয়েষ্ট এই যে একটা সম্বন্ধ স্থাপন করেচেন এটা কি তুমি ভাল মনে কর ?

রোসমার। দেখ, আমার ত বিশ্বাস, এ বিষয়ের ঐদিকটা কোনদিন তাঁর মনেও আসে নি। আর তা ছাড়া আমার যেমন। সব কাজেই সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েচে তাঁরও ঠিক তেম্‌নি।

ক্রোল। বটে ? তোমার মতের ধারা আজকাল যা বদ্‌লেচ তার সঙ্গে বোধ করি এর রীতিমতই মিল রয়েচে ? তুমি আজ বিশ্বকে যে-চোখে দেখচ তিনিও বোধ করি ঠিক সেই চোখেই দেখচেন ?

রোসমার। হাঁ। আমরা দুজনে একই সঙ্গে আমাদের জীবনের পথ কেটে সুমুখে অগ্রসর হচ্চি !

ক্রোল। (তাঁহার দিকে চাহিয়া এবং ধীরে মাথা নাড়িয়া) হারে অন্ধ, হারে প্রবঞ্চিত !

রোসমার। কে ? আমি ? —একথা কেন বল্‌চ ভাই ?

ক্রোল। এর চেয়েও যা মর্ম্মান্তিক তা মনে আনতে সাহস করিনে—মনেও করবও না কিছুতেই,—তাই ! না, না, রোসো, আমার যা বল্‌বার বল্‌তে দাও। রোসমার, আমি কি একথা বিশ্বাস করতে পারি যে তোমার কাছে আমার বন্ধুত্বের কিছুমাত্র মূল্য আছে ? আর, আমার শ্রদ্ধারও ? আছে ?

রোস্‌মার। এ প্রশ্নের উত্তর নিষ্প্রয়োজন।

ক্রোল। আচ্ছা বেশ। কিন্তু আরো এমন সব প্রশ্ন রয়েছে যার উত্তর পাওয়া দরকার; যার সম্পূর্ণ মীমাংসা করে দিতেই হবে তোমাকে। রাজী আছ? যদি একে একে খোঁজ নিতে থাকি—?

রোসমার। খোঁজ? কিসের খোঁজ?

ক্রোল। এই, যদি তোমাকে দুটো একটা এমন কথা জিজ্ঞাসা করি যা মনে হলে তোমার মনে ব্যথা লাগতে পারে! ধর, এই তোমার ধর্মত্যাগের ব্যাপারটা-এ'কে যদি তুমি তোমার দাসত্ব-মোচন বলতে চাও, বল—এ জিনিষটার সঙ্গে আরো এমন অনেক বিষয় জড়িয়ে রয়েছে যার জন্যে আমারা কাছে তোমার জবাবদিহি করা উচিত—তোমারি মঙ্গলের জন্যে!

রোসমার। বেশ, তোমার যা খুসি আমাকে জিজ্ঞাসা কর গোপন করবার আমার কিছুই নেই।

ক্রোল। আচ্ছা তাহলে বল, বীটা ঠিক কিসের জন্যে আত্মহত্যা করেছিল বলে' তোমার নিজের বিশ্বাস?

রোসমার। কেন, তোমার কোনো সন্দেহ হচ্চে নাকি? আর এ কথাও বোধ করি বলা চলে যে এক দুঃখিনী চিররুগ্না রমণী—যার কোনো কাজের কোনো অর্থই কোনদিন পাওয়া যেত না—সে যা-ই কেন করুক না তার কারণ খোঁজ করে লাভ নেই।

ক্রোল। তোমার কি সত্যি বিশ্বাস, বীটা যখন যা করত যে সবই একেবারে অর্থশূন্য, দুর্বোধ? ডাক্তাররা ত সে বিষয়ে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হতে পারেন নি!

রোসমার। আমি তাকে প্রায়ই যে অবস্থায় দেখেছি—কি দিনে, কি রাত্রে—ঠিক সেই অবস্থায় ডাক্তাররা যদি কখনো তাকে দেখতেন তাহলে তাঁদের মনে আর কিছুমাত্র সংশয় থাকত না।

ক্রোল। আমার মনেও তখন কোন সন্দেহই হয়নি!

রোসমার। কেনই বা হবে? অবস্থা যা দাঁড়িয়েছিল তাতে সন্দেহ হওয়া অসম্ভব। তোমার হয়ত মনে আছে আমি বলেছি কী একটা নিদারুণ মানসিক উত্তেজনায় সে মাঝে মাঝে এমন ভয়ানক ছট্‌ফট্‌ করত যে তখন তাকে ঠেকিয়ে রাখা দায় হত। আমিও তখন ঠিক তার মতই হাব-ভাব দেখাই এই যেন ছিল তার ইচ্ছা। আমি ত ভয়ই পেয়েছিলুম! তারপর ভেবে দেখ আপনাকে অকারণে ধিক্কার দিয়ে দিয়ে তার জীবনের শেষের কয়েকটা বছর কী দারুণ কষ্টটাই সে পেয়ে গেছে!

ক্রোল। হাঁ, যখন সে বুঝতে পেরেছিল সন্তানের মুখ দেখা আর তার অদৃষ্টে নেই।

রোসমার। তার পরিণামটা ভেবে দেখ দিকি!—যার জন্যে সে নিজে কিছুমাত্র দায়ী নয় ঠিক সেই কথাটাই ভেবে ভেবে সারাটা

জীবন অকারণে এই নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণায় ডুবে থাকা! এর পরেও কি তুমি বল্‌তে চাও তার কোনো কাজের কোনো সঙ্গত কারণ ছিল?

ক্রোল। হুঁ।—আচ্ছা, তোমার কি মনে পড়ে সে সময় তোমাদের এখানে এমন কোনো বই ছিল যাতে বিবাহের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে উন্নত আধুনিক মতে কোনো আলোচনা আছে?

রোসমার। মিস্ ওয়েষ্ট আমাকে ঐ রকম একখানি বই পড়তে দিয়েছিলেন মনে পড়ে। ডাঃ ওয়েষ্টের মৃত্যুর পর তাঁর লাইব্রেরীটি উত্তরাধিকারসূত্রে তাঁরই হাতে আসে। কিন্তু ক্রোল, তুমি কি মনে কর তাই আমরা এমনি কাণ্ডজ্ঞানশূন্য যে সেই সব মত সেই চির-রুগ্না অভাগিনীকে ঘৃণাক্ষরেও জান্‌তে দিয়েচি? আমি শপথ করে বল্‌তে পারি আমাদের কারোই কিছুমাত্র দোষ নেই। শুধু অতিরিক্ত মানসিক উত্তেজনার ফলে তার যে স্নায়ু-বিকার ঘটেছিল তারই ফলে সে পাগলের মত যখন যা খুসি বল্‌ত আর কর্‌ত।

ক্রোল। তবে শোনো রোসমার, একটা কথা আজ তোমায় বলি। বড় দুঃখে বড় বেদনায় ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে তোমার অভাগিনী বীটা যে শেষে নিজের জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়েছিল, সে শুধু তোমাকেই সুখী করবার জন্যে—তুমি যাতে নির্ব্বিঘ্নে নিজের ইচ্ছামত পথে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করবার সুযোগ পাও, শুধু সেই জন্যেই!

রোসমার। (চৌকি ছাড়িয়া হঠাৎ খানিকটা উঠিয়া-পড়িয়া) সে কি ?

ক্রোল। স্থির হয়ে শোনো, এখন আমি সব কথাই বল্‌তে পারব। যে-বছর তার মৃত্যু হয় সে-বছর সে দুবার গিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করে, বলে, কী আশঙ্কায় তার মন আকুল হয়ে উঠেচে, কেনই বা সে আশা ভরসা সব ছেড়ে দিয়েচে !

রোসমার। সেকি তার নিজের জীবন সম্বন্ধে ?

ক্রোল। না। প্রথমবার দেখা হলে সে আমাকে বলে, তুমি ধর্ম্ম-ত্যাগ করবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে উঠেচ—তোমার পিতার কাছে যে ধর্ম্ম-শিক্ষা পেয়েছিলে তা বিসর্জ্জন দিতে বসেচ।

রোসমার। (আগ্রহের সহিত) এ অসম্ভব, সম্পূর্ণ অসম্ভব ! তোমার ভুল হয়েচে ক্রোল।

ক্রোল। কেন ?

রোসমার। কারণ বীটা যতদিন বেঁচে ছিল ততদিন আমার মনে একটা দ্বিধা, একটা সংগ্রাম চল্‌ছিলই। আর সে সংগ্রামে জয়লাভ করেচি আমি একাকী, এবং সে সকলেরই সম্পূর্ণ অগোচরে। এমন কি, বোধ করি রেবেকাও——

ক্রোল। রেবেকা ?

রোসমার। ও, হাঁ— মিস্ ওয়েষ্ট। একটু সুবিধে হয় বলেই রেবেকা বললুম।—

ক্রোল। হাঁ, সে আমি লক্ষ্য করেচি।

রোসমার। —তাই একথা কিছুতেই আমার ধারণাতে আসে না, কি করে বীটার এ বিষয়ে সন্দেহ হবে। আমাকেই বা কেন সে কোনদিন একথা বলে-নি? না, কখ্খনো নয়, একটি কথাও না।

ক্রোল। তোমাকে বলবার জন্যে সে অভাগিনী শুধু আমাকেই অনুরোধ কর্‌ত, তার যত কিছু মিনতি শুধু আমাকেই জানাত।

রোসমার। তবে তুমিই বা আমায় বলনি কেন?

ক্রোল। তার যে মাথার ঠিক নেই সে বিষয়ে তখন কি আমার কোনো সন্দেহ ছিল তুমি মনে কর? এমন একটা ভয়ানক অভিযোগ, আর সে তোমার মত লোকের নামে!—যাক্। তার মাস খানেক পরে আবার সে আমার সঙ্গে দেখা করতে যায়। তখন তাকে কতকটা শান্ত, প্রকৃতিস্থ মনে হয়েছিল, কিন্তু, তার মৃত্যুর আর বিলম্ব নেই বলেই, আমাকে বল্‌লে "এইবার মানস-মন্দিরে শাদা ঘোড়া দেখ্‌তে পাওয়া যাবে।"

রোসমার। হাঁ, মনে পড়চে—শাদা ঘোড়া। প্রায়ই সে ও কথা বল্‌ত।

ক্রোল। আর তারপর যখন আমি এই সব দুঃখের চিন্তা থেকে তার মন অন্য দিকে ফেরাবার চেষ্টা করলুম, সে শুধু বল্‌লে "আমার দিন ফুরিয়ে এসেচে; জন ত এখন শীগ্রি রেবেকাকে বিয়ে করবে!"

রোসমার। (বিস্ময়ে নির্ব্বাকপ্রায়) য়্যাঁ, সে কি! আমি বিয়ে করব—!

ক্রোল। বৃহস্পতিবার বিকেল বেলা এই কথা হয়। তারপর শনিবার সন্ধ্যেবেলা সাঁকোর পরে দাঁড়িয়ে ঐ জল-স্রোতের মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়ে' সে প্রাণ হারায়।

রোসমার। আর তবু তুমি সময় থাক্‌তে আমায় সাবধান করে' দাও-নি!

ক্রোল। তুমি ত নিজেই জান সে প্রায়ই বল্‌ত সে স্থির জানে তার মৃত্যুর দিন ঘনিয়ে এসেচে।

রোসমার। হাঁ, তা সে বল্‌ত, কিন্তু তবু কি তোমার উচিত ছিল না আমাকে সতর্ক করে দেওয়া?

ক্রোল। ভেবেছিলুম তোমাকে বল্‌ব, কিন্তু তখন আর সময় ছিল না।

রোসমার। কিন্তু তার পরেই বা কেন বল্‌লে না? কেনই বা গোপন করলে?

ক্রোল। এখানে এসে তোমার দুঃখ আর যাতনা বাড়িয়ে তুলে আমার লাভ কি হত বল দেখি? তা ছাড়া কাল সন্ধ্যা পর্য্যন্তও সমস্ত ব্যাপারটাকে আমি শুধু তার অশান্ত মনের একটা অমূলক কল্পনা বলেই ভেবে রেখেছিলুম।

রোসমার। তা'হলে এখন আর তোমার সে ধারণা নেই, না?

ক্রোল। বাঁটা যখন বুঝ্তে পার্লে তুমি তোমার আশৈশবের ধর্ম্ম-বিশ্বাস ত্যাগ করতে বসেচ, তখন সে কি দিব্য চক্ষেই সব দেখ্তে পায়নি ?

রোসমার। (একদৃষ্টে সম্মুখে চাহিয়া) নাঃ, বুঝলুম না, পৃথিবীতে এর চেয়েও দুর্ব্বোধ আর যে কিছু আছে তা আমার মনে হয় না।

ক্রোল। দুর্ব্বোধ্যই বল আর যা-ই বল, কথাটা সত্য। এই-বর বল দেখি তার অন্য অভিযোগটাই বা কতদূর সত্য ? অর্থাৎ শেষেরটা !

রোসমার। অভিযোগ ? এটা কি একটা অভিযোগ তুমি বল্তে চাও ?

ক্রোল। বোধ করি তুমি লক্ষ্য কর-নি সে ঠিক কোন্ ভাষায় কথাটা বলেচে। সে বলেচে, তোমার পথের থেকে সে সরে দাঁড়াতে চায়—। আচ্ছা বলত, কেন, কিসের জন্যে ?

রোসমার। আমি যাতে নির্ব্বিঘ্নে রেবেকাকে বিয়ে করতে পারি— এই ত ?

ক্রোল। ঠিক ও-ভাবে কথাটা সে বলে-নি। বলেচে একটু অন্যভাবে। সে বলেচে "আমার দিন ফুরিয়ে এসেচে ; জন ত এখন রেবেকাকে শীগ্গির বিয়ে করবে!"

রোসমার। (ক্ষণকাল তাঁহার দিকে তাকাইয়া থাকিয়া, তার-

পর উঠিয়া দাঁড়াইলেন।) এইবার তোমার কথা বুঝেচি ক্রোল।

ক্রোল। বুঝেচ? তবে এখন তোমার জবাব?

রোসমার। (আপনাকে সংযত করিয়া, সহজ কণ্ঠে) যে কথা কেউ কোনদিন শোনে-নি—! হাঁ, এর একটিমাত্র উপযুক্ত জবাব আমি জানি,—তোমাকে ঐ দরজা দেখিয়ে দেওয়া!

ক্রোল। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) উত্তম!

রোসমার। (তাঁহার মুখোমুখি দাঁড়াইয়া) শোনো। প্রায় এক বছরের উপর—অর্থাৎ বীটার মৃত্যুর পর—রেবেকা ওয়েষ্ট আর আমি, শুধু এই দুজনেই আমরা একত্র এই বাড়িতে বাস করচি। আর বীটা যে আমার নামে কী অভিযোগ করে গেছে সে-কথাও তুমি বরাবরই জানতে, কিন্তু তবু কোনদিন মুহূর্ত্তের জন্যেও আমি লক্ষ্য করি-নি, আমরা দুজনে এখানে একসঙ্গে বাস করচি বলে এতে কলঙ্কের কিছু আছে বলে তুমি মনে কর।

ক্রোল। আমি কাল সন্ধ্যার পূর্ব্বেও জানতুম না যে তোমাদের একজন ধর্ম্ম-দ্রোহী পুরুষ ও একজন "স্বাধীনা" রমণী,—এখানে এক-সঙ্গে বাস করচ!

রোসমার। ও, তাহলে তোমার কি বিশ্বাস হয় না যে যারা নিজের ধর্ম্ম ত্যাগ করে অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করে, অথবা যারা সংস্কারের বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করে স্বাধীন হয়, তারাও নিষ্পাপ জীবন যাপন করতে পারে? তুমি কি বিশ্বাস করনা যে সৎপথে চলবার একটা

সহজ প্রবৃত্তি তাদের রক্ত-মাংসের সঙ্গে স্বভাবতই জড়িয়ে থাক্‌তে পারে ?

ক্রোল। না। যে ধর্ম্ম-নীতি আমাদের চার্চ্চের ধর্ম্ম-বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত নয় তার উপর আমার কিছুমাত্র আস্থা নেই।

রোসমার। আর সে কথা বোধ করি রেবেকা ও আমার সম্বন্ধে-ও খাটে, এবং আমার সঙ্গে তার যা সম্বন্ধ, তা'তেও? কেমন, এইত তোমার মত ?

ক্রোল। শুধু তোমাদের দু'জনের বেলাতেই আমি আমার এ মত ত্যাগ করতে পারিনে যে যে-দুটি জিনিষের মধ্যে বড় বেশি তফাৎ আছে বলে' আমার মনে হয় না, তার একটি হচ্চে স্বাধীন চিন্তা অপরটি— যাক্।

রোসমার। অপরটি কি ?

ক্রোল। স্বাধীন প্রেম। তুমি ত না শুনে কিছুতেই ছাড়্‌বে না।

রোসমার। (শান্ত কণ্ঠে) আমার কাছে একথা বল্‌তে তোমার লজ্জা হ'ল না ? সেই ছেলেবেলা থেকেই না তুমি আমাকে জেনে আস্‌চ !

ক্রোল। হাঁ, তোমাকে জানি বলেই বল্‌চি। আমার জানা আছে যাদের সঙ্গে তুমি একত্র বাস কর তাদের প্রভাব কত সহজে তোমার মনে কাজ করতে থাকে ! কিন্তু তোমার রেবেকা—অর্থাৎ

তোমার মিস্ ওয়েষ্ট—তাঁর সম্বন্ধে, সত্যি বলতে কি, আমরা খুব কমই জানি। কথাটা সংক্ষেপে বল্‌চি। রোসমার, আমি যে তোমায় ত্যাগ করচি তা নয়, তবে তোমার নিজেরও চেষ্টা করা উচিত, যাতে সময় থাকতে আপনাকে বাঁচাতে পার।

রোসমার। আপনাকে বাঁচাব? কি-করে—? (বাঁ দিকের দরজা দিয়া মিসেস্ হেলসেথ ভিতরে দৃষ্টিপাত করিলেন।) কি চাই?

মিসেস্ হেলসেথ। মিস্ ওয়েষ্টকে একবারটি নিচে যেতে হচ্চে।

রোসমার। মিস্ ওয়েষ্ট এখানে নেই।

মিসেস্ হেলসেথ। নেই? (কক্ষের চারিধারে দৃষ্টিপাত করিয়া) তাইত, কি আশ্চর্য্য! (প্রস্থান)

রোসমার। হ্যাঁ, কি বল্‌ছিলে——?

ক্রোল। মন দিয়ে শোনো। বীটা যদ্দিন বেঁচে ছিল তদ্দিন এবং তার মৃত্যুর পর থেকে আজ পর্য্যন্ত কোন্ কোন্ ঘটনা এখানে গোপনে ঘটেচে আর ঘট্‌চে সে খবর খুঁটিয়ে জেনে নেবার ইচ্ছা আমার নেই। বিয়ে করে তোমার যে দুঃখের একশেষ হয়েচে তা ঠিক—এবং সেও তোমার মস্ত একটা কৈফিয়ৎ—

রোসমার। বাস্তবিক তুমি আমাকে কত কম জানো।

ক্রোল। বাধা দিয়ো না, বলতে দাও। আমি যা বলতে চাই তা এই। যদি একান্তই তুমি মিস্ ওয়েষ্টের সঙ্গে একত্র বাস করবে স্থির করে' থাক তাহ'লে অন্তত তোমার মতের এই পরিবর্ত্তনের

কথা—অর্থাৎ তাঁরি ছলনাতে ভুলে তুমি যে নিজের ধর্ম্ম পর্যান্ত ত্যাগ করেচ সেই মর্ম্মান্তিক দুঃখের কথা তোমায় গোপন রাখা খুবই দরকার,—আঃ রোসো, আমার যা বল্‌বার বলতে দাও,—এই ভুল পথে চলাই যদি তোমার সঙ্কল্প, তবে, আমি বলি,তোমার ধর্ম্মমত বা ধর্ম্ম-বিশ্বাস যা-ই কেন হোক্‌ না সে সব যেন কেবলা তোমাতেই আবদ্ধ থাকে। এ হচ্চে একটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বিষয়, সমস্ত দেশময় এর প্রচার করে' বেড়াবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই।

রোসমার। প্রয়োজন আছে। এমন করে' দু'কূল বজায় রেখে লোককে ছলনা করা আমি ছাড়ব।

ক্রোল। কিন্তু রোস্‌মার, মনে রেখ, তোমাদের বংশের এতকালের এই যে একটা সুনাম, এর কাছেও তোমার একট কর্ত্তব্য আছে,—নেই কি? স্মরণাতীত কাল থেকে এই মানস-মন্দিরে একটা সুনিয়ম ও শান্তি বিরাজ করচে, আর আমাদের সমাজের যাঁরা মাথা তাঁরা যা-কিছু সমর্থন করচেন অনুমোদন করচেন তার প্রতি একটা সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধার ভাব বরাবরই রক্ষিত হয়ে এসেচে। আশে পাশে সর্ব্বত্র মানসমন্দিরের প্রভাব ছড়িয়ে পড়েচে—মানসমন্দিরের সুরেই সবাই যেন সুর বেঁধে নিয়েচে! আজ যদি হঠাৎ এমন খবর রাষ্ট্র হয়ে পড়ে যে স্বয়ং তুমি রোসমার-বংশের সেই চিরন্তন পথ থেকে বিচ্যুত হয়েচ তাহ'লে দেশে চির-কালের মতন একটা ঘোরতর অশান্তির সৃষ্টি হবে!

রোসমার। ক্রোল, আমি ও-ভাবে বিষয়টি দেখ্‌তে পারচিনে ভাই। আমার মনে হয়, রোসমার-বংশীয়েরা এতকাল যে দেশটাকে শুধু কেবল অন্ধকারে অত্যাচারে আচ্ছন্ন করে রেখে গেছেন সেখানে একটু আলো, একটু আনন্দ এনে দেওয়া আমার নিতান্ত কর্ত্তব্য।

ক্রোল। হাঁ, তাই বটে। যার সঙ্গে সঙ্গে একটা বংশের নাম চিরদিনের মত লুপ্ত হয়ে যাবে, এ কাজ তারই যোগ্য। বন্ধু, ওসব কল্পনা ছেড়ে দাও—ও তোমাকে সাজে না। তোমার কাজ শান্তিময় ছাত্রজীবন যাপন করে' যাওয়া।

রোসমার। তা হবে। কিন্তু তবু আমার ইচ্ছা আজকের এই জীবন-সংগ্রামে আমার যতটুকু কাজ, আমি সাধ্যমত তা কর্‌তে চেষ্টা করব।

ক্রোল। জীবন-সংগ্রাম? তোমার পক্ষে এর পরিণাম কি, জান? পরিণাম, মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সমস্ত বন্ধুদের সঙ্গে তোমার চির-বিদ্বেষ।

রোসমার। (শান্ত কণ্ঠে) তা'রা সকলেই যে তোমার মতন এমন উৎকট ধর্ম্মপ্রেমিক এ ধারণা আমার নেই।

ক্রোল। রোসমার, তুমি সোজা মানুষ, তোমার সরল মন। সংসারের অভিজ্ঞতাই বা কতটুকু? তোমার মনে একটুও আশঙ্কা লাগেনি কী ভীষণ ঝড় তোমার মাথার ওপর (মিসেস্ হেলসেথ বাম পার্শ্বের দরজা ঈষৎ উন্মুক্ত করিলেন)।

মিসেস্ হেলসেথ। মিস্ ওয়েষ্ট আমাকে জান্তে পাঠালেন—

রোসমার। কি ?

মিসেস্ হেলসেথ। একজন লোক নিচে দাঁড়িয়ে। আপনার সঙ্গে এক মিনিট আলাপ করবেন।

রোসমার। কাল বিকেলে যিনি এসেছিলেন তিনিই নাকি ?

মিসেস্ হেলসেথ। না। ইনি সেই মিঃ মর্টেন্সগার্ড।

রোসমার। মর্টেন্সগার্ড ?

ক্রোল। বটে ? এরি মধ্যে ব্যাপার তলে তলে এতদূর গড়িয়েচে ? রোসমার। আমার কাছে তাঁর কি দরকার ? তাঁকে বিদেয় করে' দিলে না কেন ?

মিসেস্ হেলসেথ। মিস্ ওয়েষ্ট আমাকে জেনে যেতে বললেন উনি ওপরে আসতে পারবেন কিনা।

রোসমার। তাঁকে বল-গে আমি ব্যস্ত আছি, আর—

ক্রোল। (মিসেস্ হেলসেথকে) না। তাঁকে নিয়ে এস। (মিসেস্ হেলসেথ চলিয়া গেলেন। ক্রোল হ্যাট তুলিয়া লইলেন।) চললুম কিছুক্ষণের জন্যে। কিন্তু মনে রেখ আমাদের এ তর্কের শেষ-মীমাংসা এখনো কিছুই হয়নি !

রোসমার। ক্রোল, এই যে আমি তোমার সুমুখে দাঁড়িয়ে রয়েচি এ যেমন সত্য, মর্টেন্সগার্ডের কাছে আমার যে কিছুমাত্র দরকার নেই সে-কথাও ঠিক তেমনি সত্য।

ক্রোল। আর আমি তোমায় এতটুকু বিশ্বাস করিনে—কিছুতে না। এর পর আর কোনো অবস্থাতেই তোমার ওপর কোনো আস্থা আমি রাখ্‌ব না। এবার যুদ্ধ হবে অস্ত্রে অস্ত্রে! আমাদের কোনো ক্ষতি তোমাকে দিয়ে না হয়, এইবার তার ব্যবস্থা দেখ্‌চি!

রোসমার। ক্রোল, তোমার এমন অধঃপতন হয়েচে?—এতদূর?

ক্রোল। আমার? তুমি এ কথা ন্‌ মুখে বল্‌চ? বীটার কা কথা কি মনে নেই?

রোসমার। আবার ঐ কথা?

ক্রোল। না। বিবেক বলে' কোনো জিনিষ এখনো যদি তোমাতে কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকে তবে তারি সাহায্যে জল-স্রোতের ঐ রহস্যটির একটা কিনারা তোমাকে করে' দিতেই হবে। (বাঁ দিকের দরজা দিয়া নীরবে ধীরে ধীরে পীটার মর্টেন্সগার্ড প্রবেশ করিলেন। লোকটি খর্ব্ব ও ক্ষীণকায়। চুল ও দাড়ি অল্প,—রঙ কিছু লাল। ক্রোল তাঁর দিকে ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিলেন।) "সন্ধানী আলো" যে মানসমন্দিরেও জ্বলে উঠেচেন দেখচি! (জামার বোতাম লাগাইতে লাগাইতে) অতএব এইবার আমাকে নিজের পথ দেখে নিতে হচ্চে!

মর্টেন্সগার্ড। মিঃ ক্রোলের বাড়ি ফেরার পথখানি আলোয় আলোময় করে' দিতে "সন্ধানী আলো" যেখানে-সেখানে যখন-তখন জ্বলে' উঠতে রাজী!

ক্রোল। তা বটে। আমি অনেক দিন থেকেই আপনার নেক নজরে পড়েচি। আমাদের ধর্ম্মের একটা অনুশাসন আছে, প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে নাকি মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে নেই—

মর্টেন্সগার্ড। মিঃ ক্রোলের কাছে ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুশাসন শিখে নেবার আমার কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই।

ক্রোল। ষষ্ঠ অনুশাসনটিও নয়?

রোসমার। ক্রোল—।

মর্টেন্সগার্ড। ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমাকে উপদেশ বা শিক্ষা দেবার একমাত্র যোগ্য পাত্র মিঃ রোসমার।

ক্রোল। (তাচ্ছিল্য ও ঘৃণার ভাব মুখে ফুটিয়া উঠিল) মিঃ রোসমার? তা বটে, তা বটে! রেভারেণ্ড মিঃ রোসমারই যে এ কাজের সব চেয়ে যোগ্য লোক তাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নেই! আশা করি এইবার আপনাদের আলাপের আনন্দ জমে উঠবে। (সশব্দে দরজা বন্ধ করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।)

রোসমার। (দরজার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, তারপর মনে মনে বলিলেন) ঠিক, ঠিক। এ ত হ'তেই হবে! (ফিরিয়া) মিঃ মর্টেন্সগার্ড, এইবার বলুন ত কেন আপনি আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেচেন?

মর্টেন্সগার্ড। আমি দেখা করতে এসেছিলুম মিস্ ওয়েষ্টের সঙ্গে। ভাবলুম কা'ল তিনি দয়া করে যে চিঠিখানি আমায়

লিখেছিলেন তার জন্যে তাঁকে আমার ধন্যবাদ জানিয়ে যাওয়া উচিত

রোসমার। তিনি যে আপনাকে চিঠি দিয়েচেন সে আমি জানি। তা, তাঁর সঙ্গে আপনার আলাপ হয়েচে ত ?

মর্টেন্সগার্ড। হাঁা, সামান্য ! (মৃদু হাসিয়া) শুনলুম কোনো কোনো বিষয়ে মানসমন্দিরে মতের একটা পরিবর্ত্তন এসেচে ?

রোসমার। আমার মতের খুবই পরিবর্ত্তন হয়েচে, বোধ করি বা আগাগোড়াই !

মর্টেন্সগার্ড। মিস্ ওয়েষ্ট সেই কথাই বল্‌ছিলেন। আর সেই জন্যেই আপনার সঙ্গে এ বিষয়ে আমার একটু কথাবার্ত্তা হলে ভাল হয় এই তিনি বললেন।

রোসমার। কোন্ বিষয়ে ?

মর্টেন্সগার্ড। আপনার যে মতের পরিবর্ত্তন হয়েচে, এবং দেশে স্বাধীন-চিন্তা ও উন্নতির বিস্তার-কার্য্যে আপনি যে আত্ম-নিয়োগ করতে অগ্রসর হয়েচেন, এ সংবাদ "সন্ধানী আলো"তে প্রকাশ করবার অনুমতি আপনার কাছে পেতে পারি কি ?

রোসমার। নিশ্চয় ! আমি বরং নিজেই আপনাকে অনুরোধ করচি এ কথা প্রচার করে দেবার জন্যে।

মর্টেন্সগার্ড। তাহ'লে কাল এ খবর কাগজে বেরবে। মানস মন্দিরের রেভারেণ্ড মিঃ রোসমার যে এ পথেও আলো হাতে অগ্রসর হবেন সঙ্কল্প করেচেন এটা খুবই একটা গুরুতর সংবাদ !

রোসমার। আপনার কথা আমি ঠিক বুঝলুম না।

মর্টেন্সগার্ড। আমি বলছিলুম কি, খৃষ্টীয় ধর্মে প্রকৃত আস্থাবান কোনো লোককে যদি আমরা দলে পাই তাতে আমাদের নৈতিক বল অনেকটা বেড়ে যায়, এটা আমাদের মস্ত লাভ।

রোসমার। (ঈষৎ বিস্মিত হইয়া) ও, তাহ'লে আপনি শোনেন-নি -? মিস্ ওয়েষ্ট তবে কি সে-কথা আপনাকে বলেন নি?

মর্টেন্সগার্ড। কোন্ কথা, মিঃ রোসমার? মিস ওয়েষ্ট তখন ভারি ব্যস্ত। আমায় বললেন ওপরে আসতে। বাকী সব কথা নাকি আপনার কাছেই শুনতে পাব।

রোসমার। বেশ, তবে শুনুন। যেখানে যা-কিছু বন্ধন, সব ছিন্ন করে আজ আমি সম্পূর্ণ মুক্ত হয়েচি। চার্চের সঙ্গে এখন আর আমার কোন সম্পর্ক নেই। ভবিষ্যতেও এসব জিনিষ আমার কাছে সম্পূর্ণ নিরর্থক মনে হবে।

মর্টেন্সগার্ড। (অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ভাবে তাঁহার দিকে চাহিয়া) হ্যাঁ, সে কি? আকাশ থেকে চাঁদকে যদি আজ মাটিতে খসে পড়তে দেখতুম তা হ'লেও বোধ ক'রি আমি এর চেয়ে—! এমন কথাও আজ আমাকে শুনতে হচ্চে, শেষে স্বয়ং আপনি—।

রোসমার। হঁা, সত্যই আমি আজ এমন এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়েচি যেখানে আপনি অনেক কাল আগে থেকেই আছেন।

এ কথাও আপনি কাল "সন্ধানী আলো"তে প্রকাশ করতে চাইবেন।

মর্টেন্সগার্ড। এ কথাও না—না, মিঃ রোসমার—আমাকে মাফ করবেন—এ কথা প্রকাশ করা ঠিক হবে না।

রোসমার। কেন না প্রকাশ?

মর্টেন্সগার্ড। না, এখন না। আমি ত এই বুঝি।

রোসমার। বস্তুতঃ বুঝতে পারছিনে—

মর্টেন্সগার্ড। আমি আপনাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। দেখুন, এ বিষয়টার নাড়ী-নক্ষত্র আমি যতটা জানি, বোধ করি আপনি ততটা না। 'ধরুন সত্যি' যদি আজ আপনি মুক্তিমন্ত্র গ্রহণ করে থাকেন, আর যদি রেক্টরের মুখে যা শুনলাম,—এই আন্দোলনে যোগদান করাই যদি আপনার সঙ্কল্প, তবে আমার ত মনে হয়, কথায় ও কাজে যে-ভাবে হোক্ সম্ভব এই আন্দোলনের সহায়তাই আপনি করবেন। কেমন, তাই নয়?

রোসমার। হাঁ। আমার অন্তরের একান্ত কামনাই তাই।

মর্টেন্সগার্ড। বেশ। কিন্তু আপনি যে চার্চের সম্পর্ক ত্যাগ করেছেন একথা জানাজানি হ'তে না হ'তেই আপনার হাত দুটি বাঁধা পড়বে, আপনি স্থির জানবেন।

রোসমার। আপনার কি তাই বিশ্বাস?

মর্টেন্সগার্ড। হঁা। আপনি নিশ্চয় জানবেন, তারপর

এখানে কাছেপিঠে আপনি আর বেশি কিছু করে উঠতে পারবেন না। তা ছাড়া, আমাদের মধ্যে স্বাধীন ভাবুক ঢের আছেন, আমাদের যা দরকার, বোধ করি তার চেয়েও বেশি। এখন শুধু একটি জিনিস আমাদের প্রয়োজন—ধর্মপ্রাণ কোনো লোক—যাঁকে প্রত্যেকেই শ্রদ্ধার চোখে দেখবে। এইটিই আমাদের প্রধান অভাব। তাই, আমার মতে, আপনার একথা এখন গোপন রাখাই ভাল, কেন না সাধারণের এ সব কথা জানবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই।

রোসমার। ও বুঝেছি। আমার ধর্মত্যাগের কথা আমি যদি মুক্তকণ্ঠে প্রচার করি তাহ'লে আমাকে দলে নিয়ে আপনারা ঝঞ্ঝাটে পড়বেন। এই আপনার আশঙ্কা।

মর্টেন্সগার্ড। (মাথা নাড়িয়া) হা। কিছুদিন থেকে আমি একটা নিয়ম করে ফেলেছি খৃষ্টীয় ধর্মতত্ত্বের বিরোধী কোনো লোক বা কোনো বিষয়কে আমরা আর সমর্থন করব না।

রোসমার। তবে কি আপনি আবার খৃষ্টান ধর্মের নাগ-পাশে বাঁধা পড়েছেন?

মর্টেন্সগার্ড। সে কথা স্বতন্ত্র।

রোসমার। হাঁ, তাই বটে। এইবার আপনাকে বুঝেছি।

মর্টেন্সগার্ড। মিঃ রোসমার, আপনি ত জানেন, কাজ করবার স্বাধীনতা অন্যের চেয়ে আমার কত কম!

রোসমার। কেন, আপনার বাধা কী?

মর্টেন্সগার্ড। বাধা এই—আমি এক জন দাগী লোক।

রোসমার। ও!—তা বটে।

মর্টেন্সগার্ড। আর সে কথা আপনারি সব চেয়ে বেশি স্মরণ থাকা উচিত, কেন না আমার মাথায় কলঙ্কের বোঝা চাপিয়ে দিতে আপনিই সব চেয়ে বেশি চেষ্টা করেছিলেন।

রোসমার। তখনকার আমি যদি এখনকার আমি হতুম তাহ'লে অবিশ্যি আরো ভেবে-চিন্তে কাজ করতুম।

মর্টেন্সগার্ড। আমারো তাই মনে হয়। কিন্তু এখন আর উপায় নেই। চিরদিনের মত, সারা জীবনের মত লোকের কাছে আমাকে কলঙ্কিত হয়েই থাক্‌তে হবে। আর সে যে কী, তার সম্পূর্ণ ধারণা আপনার নেই। কিন্তু সেই তীব্র বেদনা হয়ত আপনি এবার স্বয়ং অনুভব করবেন।

রোসমার। আমি?

মর্টেন্সগার্ড। হাঁ। আপনি কি কিছুতে এ কথা মনে করতে পারেন যে মিঃ ক্রোল এবং তার দলের আর সবাই আপনার এই ব্যবহার সহজে মার্জ্জনা করতে চাইবে? "দেশবার্ত্তা" কাগজখানা একেবারে রীতিমত রক্তপিপাসু হয়ে উঠ্‌চে শুনলুম। আপনিও যে একজন দাগী লোক হয়ে উঠবেন না তার বিশ্বাস কি?

রোসমার। নিজের সম্বন্ধে আমি এই বলতে পারি ওদের

কোনো আঘাত আমাকে স্পর্শ করবে না। আমার জীবনে বা চরিত্রে আক্রমণ করবার মতন কিছুই ওরা খুঁজে পাবে না।

মর্টেন্সগার্ড। (শান্ত মৃদু হাস্যে) এ আপনি বড় বাড়িয়ে বলচেন, মিঃ রোসমার।

রোসমার। তা হবে, কিন্তু এ কথা বলবার অধিকার আমার আছে।

মর্টেন্সগার্ড। আপনি একবার যেমন আমার চরিত্রের সমস্ত খুঁটি-নাটি তন্ন তন্ন করে যাচাই করে দেখেছিলেন ঠিক তেমনি ভাবে একবার যদি নিজের চরিত্রও আগাগোড়া আলোচনা করে দেখেন, তাহ'লেও কি আপনার একথা বলবার অধিকার থাকে?

রোসমার। এ কি অদ্ভুত কথা বলচেন আপনি? আপনার উদ্দেশ্য কী? সত্যিই কোনো বিশেষ কথা আছে নাকি?

মর্টেন্সগার্ড। আছে। শুধু একটি কথা—তার বেশী নয়। কিন্তু আপনার হিংস্র প্রতিদ্বন্দ্বীরা তার আভাষমাত্র টের পেলেও ব্যাপারটা অত্যন্ত কদাকার হয়ে দাঁড়াবে।

রোসমার। আপনি কি বলবেন দয়া করে কথাটা কী?

মর্টেন্সগার্ড। আপনি কি আঁচ করতে পারচেন না?

রোসমার। না। কিছু না।

মর্টেন্সগার্ড। আচ্ছা, তবে আমিই বলচি। আপনাদের এই

মানসমন্দিরে বসে লেখা একখানি আশ্চর্য্য রকমের চিঠি আমার কাছে আছে।

রোসমার। মিস ওয়েষ্টের সেই চিঠিখানির কথা বলচেন? সেখানা কি এম্‌নি অদ্ভুত?

মর্টেন্সগার্ড। না। সে চিঠিখানি তেমন অদ্ভুত নয়। কিন্তু আর একবার এই বাড়ি থেকে আর একখানি চিঠি আমি পাই।

রোসমার। মিস্ ওয়েষ্টের চিঠি?

মর্টেন্সগার্ড। না।

রোসমার। তবে কা'র? কা'র সে চিঠি?

মর্টেন্সগার্ড। আপনার স্ত্রীর—যিনি এখন পরলোকে!

রোসমার। আমার স্ত্রীর? আমার স্ত্রী আপনাকে চিঠি লিখেছিল?

মর্টেন্সগার্ড। হাঁ। লিখেছিলেন।

রোসমার। কবে?

মর্টেন্সগার্ড। প্রায় দেড় বছরের কথা—তখন তাঁর শেষ সময়। তাঁর লেখা সেই চিঠিখানিই কিছু আশ্চর্য্য রকমের।

রোসমার। আপনি ত জানেন, তখন আমার স্ত্রীর মাথার কিছু ঠিক ছিল না?

মর্টেন্সগার্ড। হাঁ, অনেকে তাই ভাব্‌ত আমি জানি। কিন্তু আমার বিশ্বাস, তাঁর সে চিঠিখানি পড়ে' কেউ আর সেকথা

ভাবতে পারবে না। চিঠিখানি ঐ যে একটু আশ্চর্য্য রকমের বললুম তার অন্য কারণ আছে।

রোসমার। এমন কী কথাই বা সে পেলে যা আপনাকে লিখে জানাতে হয়েছিল?

মর্টেন্সগার্ড। চিঠিখানি রয়েছে বাড়িতে। তার গোড়াতেই যেসব কথা রয়েছে তার থেকে বোঝা যায় তাঁর মনে সব সময় একটা দারুণ শঙ্কা ও ভয় জাগছে আপনার জন্যে। নানা কুমৎলব নিয়ে এমন সব লোক নাকি তাঁর আশে-পাশে ফিরছে, যাদের একমাত্র উদ্দেশ্য আপনার সর্ব্বনাশ করা।

রোসমার। আমার?

মর্টেন্সগার্ড। হাঁ, চিঠিতে তাই রয়েছে। তার পরে যা লেখা আছে সেইটেই সবচেয়ে অদ্ভুত।—বলব?

রোসমার। নিশ্চয়, সমস্ত বলুন, বেখে-ঢেকে কিছু বলবেন না।

মর্টেন্সগার্ড। তিনি এই বলে' আমার কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন যে আমি যেন মহানুভবতার পরিচয় দিই। লিখেছেন, তিনি জানেন আপনার জন্যেই আমার স্কুল-মাষ্টারির চাক্‌রিটি গেছে। তাই অনেক কাকুতি-মিনতি করে' আমাকে অনুরোধ করেছেন আমি যেন আপনার উপর প্রতিশোধ না নিই।

রোসমার। কি-ভাবে আপনি আমার উপর প্রতিশোধ নিতে পারেন বলে' তার ধারণা?

মর্টেন্সগার্ড। চিঠিতে আরো রয়েচে যে যদি আমি শুনি পাপের কোনো কাজ মানসমন্দিরে অনুষ্ঠিত হচ্চে তাহলে আমি যেন তার একবর্ণও বিশ্বাস না করি, কেননা, যত সব মন্দ লোক মিলেই নাকি এ কাজ করবে--আপনার ক্ষতি করবার মৎলবে নাকি আপনার নানা বদনাম রটিয়ে দেবে।

রোসমার। চিঠিতে একথা আছে ?

মর্টেন্সগার্ড। আপনার যখন সুবিধে হবে পড়ে' দেখবেন !

রোসমার। নাঃ, বুঝলুম না—! আচ্ছা, কিসে আমার বদনাম ঘটতে পারে বলে' সে অনুমান করেচে ?

মর্টেন্সগার্ড। প্রথমতঃ, আপনি আপনার আশৈশবের ধর্ম্ম-বিশ্বাস ত্যাগ করেচেন। তখন অবিশ্যি মিসেস্ রোসমার একথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করে গেছেন। তারপর—না, থাক সেকথা—

রোসমার। তারপর কি ?

মর্টেন্সগার্ড। তারপর তিনি লিখচেন, মানসমন্দিরে কারো সঙ্গে কারো কোনোরকম অবৈধ সম্বন্ধ আছে বলে' তাঁর জানা নেই। তাঁর ওপর কেউ কোনদিন অবিচার করে-নি। তাই, কখনো যদি তেমন কোনো গুজব রটে তবে তাঁর অনুরোধ আমি যেন "সন্ধানী আলো"তে সে কথার উল্লেখ না করি।

রোসমার। চিঠিতে কারো নাম কি সে উল্লেখ করেচে ?

মর্টেন্সগার্ড। না।

রোসমার। চিঠিখানি কে আপনাকে এনে দিলে?

মর্টেন্সগার্ড। সে কথা বলব না প্রতিশ্রুত আছি। চিঠিখানি পেয়েছিলুম একদিন সন্ধ্যেবেলা, অন্ধকার হবার পর।

রোসমার। ঠিক তক্ষুণি যদি একবার সন্ধান নিতেন তা-হলেই জানতেন আমার অভাগিনী স্ত্রীর তখনকার কোনো কাজের কোনো অর্থই প্রায় খুঁজে পাওয়া যেত না।

মর্টেন্সগার্ড। সন্ধান আমি নিয়েছিলুম, তবে তাতে আমার ঠিক সে ধারণা হয়নি কিন্তু।

রোসমার। হয়নি?—তবে আজ কী উদ্দেশ্যে আপনি ঐ পুরোনো চিঠিটার কথা আমায় জানাচ্চেন?

মর্টেন্সগার্ড। ভবিষ্যতে আপনি খুবই সতর্ক থাকবেন, আপ-নাকে এই পরামর্শ দেব বলে'।

রোসমার। আমার চাল-চলন সম্বন্ধে?

মর্টেন্সগার্ড। হাঁ, মনে রাখবেন ভবিষ্যতে আপনার একটা বিপদ হওয় কিছু বিচিত্র নয়।

রোসমার। আপনি তবে সত্যিই ভাবচেন আমি কোনো কথা লুকোচ্চি, কেমন?

মর্টেন্সগার্ড। দেখুন, যাঁর চিন্তার ধারা সম্পূর্ণ সংস্কারমুক্ত স্বাধীন, তিনি যে কেন নিজের জীবনটাকে যতদূর সম্ভব পুরোপুরি উপভোগ করবেন না, আমি ত তার কারণ কিছু ভেবে পাইনে।

তবে ঐ যা বল্লুম—আপনাকে এর পর থেকে একটু সতর্ক থাকতে হবে। যদি আপনার সম্বন্ধে এমন-কোন কথা রটে যাতে লোকের সংস্কারে আঘাত লাগে, তা হলে আপনি নিশ্চয় জানবেন, যে উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা স্বাধীন চিন্তার বিস্তারে মন দিয়েছি তা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে।—এখন তবে আসি. নমস্কার।

রোসমার। নমস্কার।

মর্টেন্সগার্ড। আমি এখন সোজা ছাপাখানায় চল্লুম। এত বড় জরুরি খবরটা এক্ষুণি "সন্ধানী আলোতে" দিয়ে আসতে হবে।

রোসমার। সবটাই দেবেন ত?

মর্টেন্সগার্ড। না। সাধারণের যতটুকু জানা দরকার, ততটুকু। (নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া গেলেন। রোসমার দরজায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। মর্টেন্সগার্ড সিঁড়ি নামিয়া নিচে গেলেন। বাহিরের দরজা বন্ধ করিবার শব্দ আসিল।)

রোসমার। (তখনো দরজায় দাঁড়াইয়া। ধীরে ডাকিলেন) রেবেকা। রেব্—! (উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া বলিলেন) মিসেস হেলসেথ,—মিস ওয়েস্ট নিচে আছেন?

মিসেস হেলসেথ। কই, না, তিনি ত এখানে নেই। (কক্ষের পশ্চাৎ দিকের পর্দা সরিয়া গেল, রেবেকা দরজায় দাঁড়াইয়া।)

রেবেকা। জন।

রোসমার। (ফিরিয়া) এ কি? তুমি এখানে, আমার শোবার ঘরে? লক্ষ্মীটি, কি করছিলে শুনি?

রেবেকা। (তাঁর নিকটে আসিয়া) আড়ি পেতে শুনছিলুম।

রোসমার। রেবেকা! তুমিও এমন কাজ করতে পারলে?

রেবেকা। পারলুম বৈ কি? আমার গায়ে ভোরবেলাকার চাদর দেখে উনি যেভাবে ও কথা বললেন, আমার এমন ভয় হতে লাগল—!

রোসমার। ও, তখনো তুমি ঐখানে ছিলে, ক্রোল যখন—

রেবেকা। হ্যাঁ, তখনো। তাঁর মনের তলায় কী আছে জানবার জন্যে আমি আকুল হয়ে উঠেছিলুম।

রোসমার। তুমিত জান আমিই তোমায় সব বলতুম।

রেবেকা। সব কথাই যে তুমি আমায় বলতে—আর ঠিক তাঁর নিজেরি ভাষাতে—এ আমি মনে করতে পারিনে।

রোসমার। যাক্, তাহলে সবই শুনেচ ত?

রেবেকা। হ্যাঁ, প্রায় সবটাই। শুধু মর্টেন্সগার্ড এলে একবার মিনিটখানেকের জন্যে নিচে গিয়েছিলুম এই যা।

রোসমার। তারপর আবার উঠে এলে, কেমন?

রেবেকা। তুমি কিছু মনে করো না, লক্ষ্মীটি।

রোসমার। না। যা তুমি নিজে ভাল বুঝবে তাই করবে। সব কাজেই তোমার পূরো স্বাধীনতা রয়েচে।—কিন্তু রেবেকা

বল দিকি আমি এখন কী করব? শুনলে ত সব!—তোমায় আজ আমার বড় প্রয়োজন—বোধ করি এমন আর কখখনো হয়নি।

রেবেকা। দেখ, এমনটা যে হবে এর জন্যে তুমি আর আমি ত অনেক দিন থেকেই প্রস্তুত হয়ে আছি!

রোসমার। না, না, সে এর জন্যে নয়।

রেবেকা। এর জন্যে নয় তুমি বলচ?

রোসমার। এ কথা সত্য আমি ভাবতুম একদিন-না-একদিন আমাদের দুজনের এই পবিত্র সুন্দর বন্ধুত্বকে লোকে নিন্দার চক্ষে দেখবে, সন্দেহ করবে। তবে ক্রোল সম্বন্ধে এ ধারণা আমার কখখনো হয়নি। আমি শুধু ভেবেচি তাদেরি কথা, যাদের ছোট মন, ছোট নজর।—হাঁ, ঠিকই করেছিলুম। আমরা দুজনে মিলে যে-কাজে হাত দিয়েছিলুম, সাধারণের দৃষ্টিপথ থেকে তাকে আড়াল করে রাখবার আমাদের যথেষ্ট কারণ ছিল।—আমাদের সেই ভীষণ গোপন-কথাটি! প্রকাশ হলে তখন কি আর রক্ষে ছিল?

রেবেকা। দেখ, এরা সব কে কি মনে করবে তা আমরা ভাবতে যাই কেন? আমরা দুজনেই জানি এমন কিছুই আমরা করিনি যার জন্যে নিজেকে দোষী মনে করব,—না তুমি, না আমি।

রোসমার। আমি? দোষ কি আমার কিছুই হয়নি? হাঁ,

এতদিন আমিও তাই ভাবতুম বটে। এমন কি কিছুকাল আগেও বোধ করি আমার সে ধারণা ছিল। কিন্তু এখন, এখন রেবেকা—

রেবেকা। এখন কী? বল, বল এখন কী?

রোসমার। এখন বল দিকি কি-করে আমি আমার মনকে বোঝাব কেন, কেন বীটা আমার নামে অমন ভয়ানক অভিযোগ করে গেছে?

রেবেকা। (আবেগের সহিত) ওগো, আর তুমি বীটার কথা তুলো না, তার কথা আর মনে এনো না, দোহাই তোমার। সে ত আর বেঁচে নেই। তার ভাবনাও তুমি ত প্রায় কাটিয়েই উঠেছিলে।

রোসমার। কিন্তু একথা শোনবার পর থেকে আমার মনে হচ্ছে না জানি কোন এক অলৌকিক মায়ায় আবার সে বেঁচে উঠেচে।

রেবেকা। না গো না, তুমি অমন করে' বোলো না, তোমার দুটি পায়ে পড়ি!

রোসমার। সত্যি বলচি, ঠিক তাই। এ কথাটা আজ আমাদের তলিয়ে বুঝতেই হবে কেন, কেন সে আমার সম্বন্ধে এমন একটা নিদারুণ ভুল ধারণা করে বসল! কী করেচি আমি?

রেবেকা। তখন যে তার রীতিমত উন্মাদের লক্ষণ। শেষে তোমারো তাতে সন্দেহ হচ্চে নাকি?

রোসমার। দেখ, একথা না মেনে উপায় নেই যে ঠিক ঐ কথাটাই নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করা আজ আমার পক্ষে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েচে। আর তা ছাড়া, কথাটা যদি সত্যও হয়

রেবেকা। যদি সত্যই হয় তবে আর কি ?

রোসমার। রোগশয্যায় সেই অভাগিনীর মনের সমস্ত কল্পনায় কেন যে ধীরে ধীরে উন্মাদের লক্ষণ দেখা দিয়েছিল তার আসল কারণটা কী হতে পারে বল দিকি ?

রেবেকা। আচ্ছা তুমিই বল ত মিছিমিছি এসব কথা ভেবে ভেবে ফল কি ?

রোসমার। আর যে না ভেবে পারচিনে রেবেকা! বুকের মাঝখানে এই সন্দেহটা কাঁটার মত বিঁধচে, যতই কেন এ'কে এড়াতে চাই না।

রেবেকা। কিন্তু এমনি করে দিনরাত ঐ দুঃখের কথা ভেবে ভেবে শেষে কি একটা শক্ত অসুখে পড়বে ?

রোসমার। (চিন্তামগ্ন চিত্তে অস্থিরভাবে পা-চারি করিতে করিতে) যেমন করেই হোক আমার কোনো দুর্ব্বলতা তার কাছে নিশ্চয় ধরা পড়েছিল। সে নিশ্চয় লক্ষ্য করেচে তুমি এখানে আসার পর থেকেই আমার মনটা কেমন খুসি হয়ে উঠেছিল!

রেবেকা। তা হবে। কিন্তু তাতেই বা কি ?

রোসমার। তুমি ঠিক জেনো সে এও লক্ষ্য করেচে আমরা

দুজনে একই বই পড়তুম, সব সময় একসঙ্গে থাকতে ভালোবাসতুম, যত-কিছু নূতন কথা একত্র বসে আলোচনা করতুম।—কিন্তু তবু আমি বুঝতে পারিনে—আমি যে তাকে যথাসম্ভব এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করতুম। যখন অতীতের পানে ফিরে তাকাই, দেখতে পাই, তাকে আমাদের কাছ থেকে দূরে রাখবার জন্যে আমি কত ছুঁতো কত ছল খুঁজে বেড়াতুম।—তাই নয়, রেবেকা ?

রেবেকা। হাঁ, তা করতে বই কি ?

রোসমার। তুমিও তাই করতে। আর সে—? উঃ সে কথা ভাবতেও যে ভয় হয়। রোগের যন্ত্রনায় যখন তার ভালো-বাসা বিকৃত হয়ে উঠেচে তখন সে চেয়ে চেয়ে কেবল আমাদের কাজকর্ম হাব-ভাব চলা-ফেরা সব লক্ষ্য করেচে—পদে পদে আমা-দের কেবলি ভুল বুঝেচে, কিন্তু, কিন্তু কখনো মুখ-ফুটে একটি কথাও বলেনি, কোনোদিন না।

রেবেকা। (অসহ্য বেদনায়, হাত মোচড়াইতে মোচ-ড়াইতে) হায়, কেন আমি পোড়ারমুখী মরতে এবাড়িতে এসেছিলুম !

রোসমার। একবার ভেবে দেখ দিকি কী কষ্টটাই সে নীরবে সহ্য করেচে। রোগের জ্বালায় অভাগিনীর মাথার কিছু ঠিক ছিল না, তাই আমাদের সম্বন্ধে কত কি ভয়ানক কথাই সে কল্পনা করে' নিয়েচে আর একে একে সে সব নিজের মনে গেঁথে

রেখেচে!—আচ্ছা রেবেকা, তার মুখের কথা থেকে তুমি কি কোনদিন এর আভাষমাত্রও টের পাওনি?

রেবেকা। (চমকিতভাবে) আমি? হায়, ঘুণাক্ষরেও কোনদিন জানলে আমি কি আর একটি দিনও এখানে থাকতুম তুমি মনে কর?

রোসমার। হাঁ তা বটে। কিন্তু রেবেকা, কী ভীষণ সংগ্রাম তার মনে চলছিল একবার ভেবে দেখ দিকি। কোথাও এতটুকু আশা নেই যা নিয়ে সে বেঁচে থাকতে পারে, এমন একজন ব্যথার ব্যথী তার কেউ ছিল না যাকে দুটো মনের কথা জানাতে পারে! তার পর, তার পর সেই মর্মান্তিক বেদনায় অবশেষে সে-ই জয়লাভ করলে—স্রোতের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে'। অভাগিনীর সব জ্বালা জুড়ুলো—কিন্তু তার জন্যে চিরদিনের মতন দায়ী হয়ে রইলুম তুমি আর আমি! (চৌকিতে বসিয়া পড়িয়া, টেবিলে কনুই রাখিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিলেন)

রেবেকা। (ধীরে তাঁর পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়া) জন্ একটি কথা আমায় বলবে? বীটাকে যদি কোনোমতে আবার এই মানসমন্দিরে তোমার কাছে ফিরিয়ে আন্‌বার শক্তি তোমার থাকত তাহলে আন্‌তে কি তাকে ফিরিয়ে?

রোসমার। কী যে করতুম্ কেমন করে' বলি? আজ শুধু একটি কথা ছাড়া আর কোনো কথাই আমার মনে জাগ্‌চে

না। —কিন্তু —আর তার কোনো উপায় নেই, কোনো পথ নেই।

রেবেকা। তবু এইবার তুমি বেঁচে থাকার আগে মন কর। তুমি কত চলেছ ? কোনোদিকে পথ আর ফেরা কোনো বন্ধন নেই—তুমি আজ সম্পূর্ণ মুক্ত। রেবেকা যেমন ছিল যে তোমার মন ... —

বোসমান। হ্যাঁ, সে সত্যি সত্যি। কত রাত পর, তার পর এই নিদারুণ দুঃখ।

রেবেকা। (বোসমানের পিছনে এসে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইল) মনে পড়ে কত সুখে কত আনন্দে আমাদের দিন কেটেছে। সন্ধ্যাবেলায় তুমি আর আমি ফিরে এসে দুজনে মিলে নতুন ক'রে পৃথিবীকে গড়ে তুলবার কল্পনা করতাম। তুমি চেয়েছিলে যথার্থ জীবন যাকে বলে তাই—স্বাধীনতার অনুভূতি একটা অবস্থা জীবন, এইত তুমি বলতে? তোমার সাথে ছিল মুক্তির বার্তা নিয়ে তুমি দ্বারে দ্বারে ঘরে ঘরে অতিথির মত ফিরবে—মানুষের চিন্তা আর বাসনাকে জয় করে' আপনার করে নেবে—তোমার কর্মক্ষেত্র ক্রমেই বড় হয়ে উঠবে, আর তোমার আশে পাশে যত মানুষ সবাইকে তুমি মহাপ্রাণ খাঁটি মানুষ করে' গড়ে' তুলবে।

বোসমান। হাঁ, প্রাণটি মহৎ হবে আর তা'তে থাকবে আনন্দ।

রেবেকা। হাঁ, আনন্দও চাই।

রোসমার। আনন্দই মানুষের প্রাণকে মহৎ করে' তুলতে পারে রেবেকা!

রেবেকা। দুঃখ কি পারে না?—গভীরতম, নিবিড়তম দুঃখ?

রোসমার। পারে।—সেই দুঃখকে যদি অতিক্রম করতে পারো—যদি তাকে সম্পূর্ণ জয় করতে পারো—তবেই।

রেবেকা। তোমাকেও তাই করতে হবে।

রোসমার। (কাতর ভাবে মাথা নাড়িয়া) অসম্ভব। এ দুঃখকে সম্পূর্ণ জয় আমি কোন কালেই করতে পারব না। একটা সন্দেহ, একটা প্রশ্ন চিরকালই থাকবে! একটি জিনিস আমি আর কোনদিনই প্রাণ ভরে উপভোগ করতে পারব না, শুধু কেবল যারই জন্যে সমস্ত জীবনটা আশ্চর্য্য সুন্দর হয়ে গড়ে' উঠতে পারে।

রেবেকা। (চৌকির পিছনে দাঁড়াইয়া একটু সুমুখে ঝুঁকিয়া কোমলকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন) সে জিনিসটি কী জন্?

রোসমার। (মুখ তুলিয়া তাঁর পানে চাহিয়া) নিষ্পাপ জীবনের যে শান্তি, যে আনন্দ!

রেবেকা। (এক পা পিছাইয়া গিয়া) নিষ্পাপ জীবন!—হাঁ তাই বটে। (ক্ষণকাল উভয়েই নীরব।)

রোসমার। (টেবিলে কনুই এবং করতলে মাথা রাখিয়া

ঠিক সম্মুখে চাহিয়া রহিলেন) কী তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আর কী চমৎকার শৃঙ্খলার সঙ্গে সে সমস্ত ঘটনা পর পর সাজিয়ে দেখেচে। প্রথমেই তার সন্দেহ হতে লাগল আমার ধর্ম্মবিশ্বাস অটুট আছে কিনা। এ ধারণা কেন সে করলে? যে কারণেই হোক—করলে ত। তারপর সেই ধারণা ক্রমে তার দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত হল। আর তারপর? —তারপর বাকী আর যা কিছু সমস্তই সম্ভব বলে' সহজেই সে বিশ্বাস করলে। (চোখ কচলাইয়া সোজা হইয়া বসিয়া কেশ রাশির ভিতর অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে করিতে) কল্পনায় কত কি বিভীষিকা দেখতে পাচ্চি। এদের হাত থেকে আর আমার নিস্তার নেই! ক্ষণে ক্ষণে এরা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠবে আর অমনি, অমনি আমার কেবল তাকেই মনে পড়বে!

রেবেকা। সেই "শাদা ঘোড়া"র মতন।

রোসমার। হাঁ, ঠিক তাই। অন্ধকারের পর্দ্দা সরিয়ে দিয়ে, নিস্তব্ধতার আড়াল ভেঙে, আমার পানে এরা ছুটে বেরিয়ে আসচে!

রেবেকা। জন, তোমার রোগাতুর মনের এই সব বিকৃত কল্পনাকে আমোল দিয়ে দিয়ে তুমি কি প্রকৃত জীবনের আস্বাদ পেয়েও হারাতে চাও?

রোসমার। ঠিক বলেচ রেবেকা,—সে বড় কঠিন, বড় নিদারুণ। কিন্তু আর আমার ভাল-মন্দ বোঝবার শক্তি নেই, তুমিই

আজ আমায় বলে দাও কি-করে আমি এদের হাত থেকে মুক্তি পাব।

রেবেকা। (চৌকির পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়া) আবার নূতন বন্ধন রচনা কর।

রোসমার। (চমকিয়া চাহিয়া) নূতন বন্ধন?

রেবেকা। হাঁ, নূতন বন্ধন। বাহিরের পৃথিবীর সঙ্গে আবার নূতন বন্ধনে আবদ্ধ হও। বাঁচ, কাজ কর, কর যাহোক্ একটা কিছু। অমন বসে' বসে' বসে' ভেবে ভেবে ফল কি? এসব হেঁয়ালির অর্থ কোনোকালেও খুঁজে পাবে না।

রোসমার। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) নূতন বন্ধন। (পা-চারি করিতে করিতে মেঝে পার হইয়া দরজা পর্য্যন্ত গিয়া আবার ফিরিয়া আসিলেন।) একটা প্রশ্ন আমার মনে উঠেচে। তোমারো কি মনে হয়নি রেবেকা?

রেবেকা। (রুদ্ধশ্বাসে) কি, শুনি।

রোসমার। বল দেখি আজ থেকে তোমাতে আমাতে যে বন্ধন, তার কি হবে?

রেবেকা। আমাদের বন্ধুত্বের এ বন্ধন কোন কালেই ছিন্ন হবে না—অদৃষ্টে যা হয় হোক্।

রোসমার। হাঁ। কিন্তু আমি ঠিক ওকথা ভাবচিনে। আমি শুধু একটি কথা ভাবচি [illegible] করে' সেই গোড়া থেকেই

আমরা পরস্পর পরস্পরের এত কাছাকাছি এসে পড়েছিলুম, পরস্পর পরস্পরের এমন আপনার জন হয়ে উঠতে পেরেছিলুম—আমাদের উভয়ের সেই একই বিশ্বাস যে একজন পুরুষ ও একটি নারী চিরদিন এক সঙ্গে বাস করেও পবিত্র থাকতে পারে—

রেবেকা। হাঁ, তাই কী?

রোসমার। বলছিলুম কি, এই যে সম্বন্ধ, এই যে বন্ধন—তোমার এবং আমার মাঝখানে যা আজ গড়ে উঠেচে—এ কি শুধু তাদেরি জন্যে নয়, যাদের জীবনে কোথাও দুর্ভাবনার লেশমাত্র নেই,—আছে কেবল শান্তি, আছে কেবল আনন্দ?

রেবেকা। হাঁ, মানলুম, তারপর?

রোসমার। কিন্তু আজ আমি দেখচি, আমার সুমুখে যে জীবন পড়ে রয়েচে তাতে আছে কেবল সংগ্রাম, আছে কেবল অশান্তি, আছে কেবল একটা আবেগের উন্মাদনা! বেঁচে থাকতে আমারো সাধ হয় রেবেকা। 'কি জানি, কি হবে', শুধু এই কথা ভেবে ভেবে ভয়ে জীবন্মৃত হয়ে থাকা আমাকে দিয়ে হয়ে উঠবে না কোনমতেই। জীবিত অথবা—অথবা আর-কারো বিধান শিরোধার্য্য করে আমাকে যে জীবনের পথে চলতে হবে সে আমি কিছুতেই সইব না।

রেবেকা। না, না, তা কেন সইতে যাবে? সমস্ত বন্ধন ঘুচিয়ে দিয়ে তুমি সম্পূর্ণ মুক্ত স্বাধীন হও, জন!

রোসমার। তাহলে, তুমি আমার মনের কথা বুঝতে পেরেচ? পারোনি? তুমি কি জানো না, অতীতের সেই জ্বালাময়ী স্মৃতির আলোকলতার ডোর ছিন্ন করে' মুক্তিলাভ করবার আমার একমাত্র শ্রেষ্ঠ উপায় কী?

রেবেকা। বল-না, কী!

রোসমার। এর বিরুদ্ধে নূতন এক জীবন্ত বাস্তবকে দাঁড় করানো।

রেবেকা। (চৌকির পিঠে হাত রাখিতে রাখিতে) এক জীবন্ত—! কী সে?

রোসমার। (তাঁর অতি নিকটে আসিয়া) রেবেকা—মনে কর তোমায় আজ আমি অনুরোধ করচি—তুমি কি আমার দ্বিতীয় স্ত্রী হতে রাজী আছ?

রেবেকা। (বিস্ময়ে নির্ব্বাক্। কিন্তু পলকের জন্য। তারপর আনন্দে প্রায় চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন) তোমার স্ত্রী! তোমারি—! আমি?

রোসমার। হাঁ। দেখা যাক্ তাবই বা পরিণাম কি! দুজনে মিলে আমরা এক হয়ে যাব। সে চলে গেছে বলে এ বাড়িটাকে আর এমন শূন্য পড়ে থাকতে দিতে পারব না।

রেবেকা। আমি—বীটার জায়গায়—!

রোসমার। হাঁ। কিন্তু তারপরই আমার জীবনের সে পরি-

ছেদ বন্ধ করে ফেলব—চিরদিনের মত,—আর কোনদিন তা খুলে দেখব না।

রেবেকা। (কম্পিত নিম্ন কণ্ঠে) জন্, একি সত্য বলচ?

রোসমার। নিশ্চয়, নিশ্চয়। আমি আর পারচিনে যে। একটা শব দেহের ভার বুকে বয়ে আর আমি জীবনের পথে এক পাও চলতে পারব না। এ বোঝা নামিয়ে ফেলতে তুমি আমার সহায় হও রেবেকা। আর তারপর একটা মুক্তির আস্বাদ পেয়ে এস আমরা অন্তরের আনন্দে ভাবের উন্মাদনায় অতীতের সমস্ত স্মৃতি চিরদিনের মত বিস্মৃতির অন্ধকারে ডুবিয়ে দিই। আমার মনে হবে তুমিই যেন আমার একমাত্র স্ত্রী, আর কোনো স্ত্রী যেন আমার কোনো কালেই ছিল না।

রেবেকা। (আপনাকে সম্পূর্ণ সংবরণ করিয়া) আর তুমি ও কথা মুখে এনো না। তোমার স্ত্রী আমি কখনো হব না।

রোসমার। য়্যা, সে কি? কখখনো না? কেন, তুমি কি বলতে চাও আমায় তুমি ভালোবাসতে পারবে না? আমাদের বন্ধুত্ব যে এরি মধ্যেই ভালোবাসার রঙে রাঙা হয়ে উঠেচে রেবেকা, বুঝতে কি পারোনি তুমি?

রেবেকা। (যেন ভয় পাইয়া দুই হাতে কাণ ঢাকিলেন) আমায় অমন করে' বোলো না জন্, বোলো না ওসব কথা।

রোসমার। (রেবেকার একখানি হাত ধরিয়া ফেলিয়া)

এ যে সত্য কথা। আমরা উভয়ে যে বন্ধনে আবদ্ধ তাতে সে সম্ভাবনা ক্রমেই যে প্রবল হয়ে উঠচে! আমি বেশ বুঝতে পারচি আমার মতন তুমিও একথা অন্তরে অন্তরে শিরায় শিরায় অনুভব করচ! নয় কি, রেবেকা?

রেবেকা। (আপনাকে সম্পূর্ণ সংযত করিয়া লইয়া) দেখ, একথা নিয়ে আর যদি তুমি বেশী বাড়াবাড়ি কর, তা হলে আমি মানসমন্বিষ ছেড়ে চলে যাব তোমায় বলে রাখচি।

রোসমার। চলে যাবে? তুমি? তুমি তা পারবে না। অসম্ভব!

রেবেকা। তোমার স্ত্রী হওয়া তার চেয়েও অসম্ভব। না, না কখখনো না, প্রাণ থাকতে সে আমি কিছুতেই পারব না!

রোসমার। (বিস্মিত হইয়া তাঁর পানে চাহিলেন) বলচ, পারবে না—এ কি প্রহেলিকা রেবেকা? কেন পারবে না শুনি!

রেবেকা। (তাঁর হাত দুটি নিজের হাতে তুলিয়া লইয়া) জন্! বন্ধু, শুধু আমার নয়, তোমারো ভালোর জন্যে বলচি,—আমায় কোনদিন জিজ্ঞাসা কোরো না, "কেন"? (হাত ছাড়িয়া দিয়া) এখন তবে আসি? (বাঁ দিকের দরজার পথে অগ্রসর হইলেন)

রোসমার। আজীবন এই একটিমাত্র প্রশ্নই শুধু আমার মনে জাগবে,—"কেন?"। 'এ প্রশ্ন যে অনন্তকাল রইবে দুলে মোর জগতের চোখের পাতায় একটি ফোঁটা চোখের জলের মত!'

রেবেকা। (ফিরিয়া তাঁর পানে চাহিয়া) তাহলেই সব শেষ।

রোসমার। তোমার-আমার ?

রেবেকা। হাঁ।

রোসমার। আমাদের এ সম্বন্ধ কোনো কালেই ছিন্ন হবার নয়। তুমি মানসমন্দির ত্যাগ করে চলে যাবে ? না, না, সে হতেই পারে না।

রেবেকা। (দরজার অর্গলে হাত রাখিয়া) না। যাব না। এ কথা সত্য। কিন্তু তাতেই বা কী ? আবার যদি তোমার মুখে ও কথা শুনি তাহলেই সব শেষ মনে রেখ !

রোসমার। তবু সব শেষ ? সে কি ? কি করে' ?

রেবেকা। তাহ'লে বীটা যে পথে গেছে আমিও সেই পথে যাব। এইবার বুঝেচ ?

রোসমার। রেবেকা— !

রেবেকা। (দরজায় থামিয়া, ধীরে মাথা নাড়িয়া) তোমায় ত সবই বললুম ! (প্রস্থান)

রোসমার। (অবাক্ বিস্ময়ে অপলক দৃষ্টিতে রুদ্ধ দরজার দিকে চাহিয়া রহিলেন. তারপর মনে মনে বলিলেন) এ কথার— অর্থ ?

তৃতীয় অঙ্ক

[দৃশ্য।—বৈঠকখানা। জানালা ও হলের দরজা খোলা। প্রভাত-সূর্য্যের কিরণে বাহিরের আকাশ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। জানালার পাশে দাঁড়াইয়া রেবেকা ফুলের চারাগাছে জল ছিটাইয়া সেগুলি সাজাইয়া রাখিতেছেন। চৌকির উপর তাঁহার সেলাইয়ের কাজ পড়িয়া রহিয়াছে। মিসেস্ হেলসেথ একটা পালকের ব্রাশ দিয়া ঘরময় ঝাড়িবার পর ঝাড়ন পরিষ্কার করিতেছেন।]

রেবেকা। (কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া) মিঃ রোসমারের আজ নীচে নামতে এত দেরি হচ্চে কেন বুঝতে পাচ্চিনে।

মিসেস হেলসেথ। এমন একটু আধটু দেরি তাঁর ত প্রায়ই হয়। এই এক্ষুণি আস্‌বেন বোধ।

রেবেকা। আজ তাঁকে কেমন দেখলে?

মিসেস হেলসেথ। কই আর দেখলুম? তাঁর জন্যে কফি নিয়ে আমি তাঁর পড়বার ঘরে গিয়েছি ডাকতেই তিনি শোবার ঘরে চলে গেলেন সাজগোজ শেষ করে' নেবার জন্যে।

রেবেকা। কালকের দিনটা নাকি তাঁর তেমন ভালো যায়নি, তাই ও-কথা জিজ্ঞেস করলুম।

মিসেস হেলসেথ। হাঁ, তাঁকে দেখে' আমারো যেন একটু

কেমন কেমন ঠেকল। ভাবলুম, কি জানি, মিঃ ক্রোলের সঙ্গে হয়ত বা তাঁর একটা-কিছু হয়ে গিয়ে থাকবে।

রেবেকা। কী হতে পারে বল দিকি?

মিসেস হেলসেথ। তা কি-করে বলব? তবে ঐ মর্টেন্সগার্ড লোকটাই বোধ করি একটা কিছু বাধিয়েচে।

রেবেকা। অসম্ভব নয়। আচ্ছা মিসেস হেলসেথ, এই পীটার মর্টেন্সগার্ডের কথা কিছু জান তুমি?

মিসেস হেলসেথ। ওমা, তা আবার জানিনে! বল কি তুমি? ও কি একটা যে-সে লোক?

রেবেকা। কেন, ঐ ভয়ানক কাগজখানা উনি চালান বলেই বুঝি এ কথা বলচ?

মিসেস হেলসেথ। না গো না, কেবল কি তাই? শোননি বুঝি, এক সধবা মেয়েকে তার স্বামী ছেড়ে যাবার পর তার গর্ভে ওর এক ছেলে হয়।

রেবেকা। হাঁ, তা শুনেচি। সে ত অনেক দিনের কথা। আমি তখনো এখানে আসিনি।

মিসেস হেলসেথ। তা বই কি? তখন ত ওর একেবারে কাঁচা বয়েস। কিন্তু ও হ'ল গিয়ে ব্যাটা ছেলে, ওর কথা আলাদা। আমি ভাবি ঐ ছুঁড়িটার কথা। তুই কেন বাপু মরতে বুদ্ধি-সুদ্ধি সব খুইয়ে বসলি? ও ত বললে মেয়েটাকে বিয়ে করবে। কিন্তু

সে কি আর হবার জো আছে? শেষে লোকের কাছে কী লাঞ্ছনাটাই না ওকে সইতে হ'ল। তবে, তারপর থেকে কিন্তু মর্টেন্সগার্ড দেশে একজন রীতিমত গণ্যমান্য লোক হয়ে উঠেচে। দলে দলে কত লোক এখন ওর পিছনে ছুটচে।

রেবেকা। যেখানে যত গরীব-দুঃখী, শুনেচি, বিপদে আপদে তারা নাকি ওর কাছে গিয়েই হাত পেতে দাঁড়ায়।

মিসেস হেল্‌সেথ। শুধু কি কেবল গরীব-দুঃখীরাই যায়?— না গো না, কেবল তারাই নয়।

রেবেকা। (অলক্ষিতভাবে তাঁর দিকে তাকাইয়া) তারা নয় ত আবার কে?

মিসেস হেল্‌সেথ। (সোফার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ঝাড়িতে ঝাড়িতে) এমন সব লোকও মাঝে মাঝে ওর কাছে যায়, যাদের কথা কখনো তুমি মনেও আনতে পারবে না।

রেবেকা। (ফুলগাছগুলি সাজাইতে সাজাইতে) এ তোমরা মনগড়া কথা। তুমি ত আর সত্যিই কিছু জান না।

মিসেস হেল্‌সেথ। কী, জানিনে? বল্‌ব?—নাঃ, কথাটা আজ আর তোমায় না বলে পারলুম না। দেখ, আমি নিজেই একবার ঐ মর্টেন্সগার্ডের কাছে গিয়েছিলুম খুব জরুরী একখানা চিঠি নিয়ে।

রেবেকা। (ফিরিয়া দাঁড়াইয়া) য়্যাঁ, বল কি! তুমি?

মিসেস হেলসেথ। হ্যাঁ গো হ্যাঁ, আমি। আর, এও তোমায় বলি, সে চিঠিখানা এখানে বসেই লেখা—এই মানস-মন্দিরে!

রেবেকা। সত্যি?

মিসেস হেলসেথ। সত্যি, সত্যি, সত্যি—এই তিন-সত্যি করলুম। খুব চমৎকার দামী চিঠির-কাগজে লেখা, আর টকটকে লাল রঙের গালা দিয়ে আঁটা।

রেবেকা। আর সে চিঠিটা পৌঁছে দেবার ভার পড়ল তোমার ওপর, কেমন?— তা দেখ মিসেস হেলসেথ, চিঠিখানা কে যে লিখেছিল আর আমার তা বুঝতে বাকি নেই।—বলি?

মিসেস হেলসেথ। বল ত?

রেবেকা। মিসেস রোসমার,—আবার কে? যখন তাঁর সেই শক্ত ব্যামো—

মিসেস হেলসেথ। তুমিই কিন্তু তাঁর নাম করলে মিস্ ওয়েষ্ট, আমি নয়, হাঁ!

রেবেকা। আচ্ছা, চিঠিতে কী লেখা ছিল? না, সে আর তুমি জানবে কি করে।

মিসেস হেলসেথ। হুঁ, জানতেও পারি, বিচিত্র কি!

রেবেকা। তবে কি তিনি তোমায় বলেছেন কী লিখেছেন?

মিসেস হেলসেথ। না। তিনি কিছুই বলেন-নি। তবে

মর্টেন্সগার্ড যখন চিঠিটা পড়ে' নিয়ে কাজ করতে করতে আমায় নানান্ কথা জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, তখন তাঁর কথা থেকেই আমি সব বুঝলুম।

রেবেকা। কী বুঝলে, বল-না।—মিসেস হেলসেথ, লক্ষ্মীটি, আমাকে তোমার বলতেই হবে। বলবে না?

মিসেস হেলসেথ। না গো, সে আমি কিছুতেই বলতে পারব না। প্রাণ গেলেও নয়।

রেবেকা। পারবে, খুব পারবে। তোমাতে-আমাতে এত ভাব।

মিসেস হেলসেথ। ভগবান করুন, আমি যেন তার বিন্দু-বিসর্গও তোমায় না বলি। শুধু একটি কথা ছাড়া আর কিছুই তোমায় বলব না। দেখ, আমার সেই কিম্বার যখন শক্ত ব্যামো, তখন সে বেচারীর মাথায় লোকে এক ভয়ানক ধারণা ঢুকিয়ে দ্যায়, সেই কথাই ছিল তাতে লেখা।

রেবেকা। কারা করলে এ কাজ?

মিসেস হেলসেথ। যত সব মন্দ লোকের কাজ আর কি।

রেবেকা। মন্দ লোক—?

মিসেস হেলসেথ। হাঁ, মন্দ বৈ কি। আমি একশোবার বলি, মন্দ!

রেবেকা। আচ্ছা, সে কথাটা কী?

মিসেস হেলসেথ। আমি তা জানি,—কিন্তু, হে ভগবান, সে কথা যেন আমার মুখ দিয়ে কোন দিন না বেরোয়। দেখ মিস্ ওয়েষ্ট, শহরে যে একটি মেয়ে আছেন—হুঁ।

রেবেকা। মিসেস ক্রোল ত?

মিসেস হেলসেথ। হাঁ, সে এক অদ্ভুত মেয়ে বাপু! আমার ওপর তাঁর ত বেজায় রাগ। বরাবরই। আমাকেও তো তিনি কোনদিন বড় সুনজরে দ্যাখেন-নি।

রেবেকা। আচ্ছা, তোমার কি বিশ্বাস, মর্টেন্সগার্ডের কাছে চিঠিখানা লিখ্‌বার সময় মিসেস রোসমারের মাথা বেশ ঠিক ছিল?

মিসেস হেলসেথ। সে কথা বলা বড় শক্ত। তবে আমার ত কিছুতেই বিশ্বাস হয় না তাঁর মাথায় কোন দোষ তখন ছিল।

রেবেকা। কিন্তু তুমি ত জান, সন্তানের মুখ দেখতে পাবেন না জেনে তিনি ত প্রায় পাগল হয়ে উঠেছিলেন। ঠিক তখন থেকেই কিন্তু তাঁর উন্মাদের লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায়।

মিসেস হেলসেথ। হ্যাঁ। বেচারীর মনে ওতে দারুণ আঘাত লাগে।

রেবেকা। (সেলাইয়ের কাজ হাতে লইয়া জানালার কাছে একখানা চৌকিতে বসিয়া-পড়িয়া) মিঃ রোসমারের পক্ষে কিন্তু সে একরকম বেশ ভালই ছিল, কি বল?

মিসেস হেলসেথ। কী ভাল ছিল বলচ?

রেবেকা। এই, ছেলে-পিলে না হওয়া।

মিসেস হেলসেথ। হুঁ,—কিন্তু, কি জানি, আমি তা বলতে পারিনে।

রেবেকা। আমাকে বিশ্বাস কর, সত্যিই তাঁর পক্ষে সেই সবচেয়ে ভাল ছিল। চারিদিকে ছেলেমেয়েরা ঘিরে ঘ্যান্ ঘ্যান্ প্যান প্যান করে কাঁদতে থাকবে এটা মিঃ রোসমারকে একেবারে মানায় না।

মিসেস হেলসেথ। এই মানস-মন্দিরের ছোট ছেলেমেয়েরা কখ্খনো কাঁদে না।

রেবেকা। (তাঁর দিকে চাহিয়া) কাঁদে না?

মিসেস হেলসেথ। না। যদ্দিনের কথা লোকের মনে আছে ততদিন ত এবাড়ির কোনো ছোট ছেলেমেয়েকে কেউ কখনো কাঁদতে শোনেনি।

রেবেকা। ভারি অদ্ভুত ত।

মিসেস হেলসেথ। অদ্ভুত নয়? কিন্তু এ বংশের নাকি ঐ ধারা। আরো একটা কথা যা শুনি সেও এমনি অদ্ভুত। বড় হয়ে তারা নাকি আবার হাসেও না। কখ্খনো না। সারা জীবনেও একটিবার হাসে না।

রেবেকা। এ যে আরো অদ্ভুত।

মিসেস হেলসেথ। আচ্ছা মিস্ ওয়েষ্ট, তুমি কি মিঃ রোস-

মায়ের মুখে কখনো হাসি দেখেচ ?

রেবেকা। না। এইবার মনে পড়চে। তোমার কথা সত্যি বলেই বিশ্বাস হচ্চে। কিন্তু, আমার ত মনে হয়, এ অঞ্চলের বেশীর ভাগ লোকই হাসে কম।

মিসেস হেলসেথ। সে কথা খুব সত্যি। লোকে বলে, এ রোগটা প্রথম দেখা যায় এই মানস-মন্দিরেই। তারপর বোধ করি ক্রমে চারিধারে ছড়িয়ে পড়ে। রোগটা ছোঁয়াচে কিনা।

রেবেকা। উঃ, কী চতুর মেয়ে তুমি !

মিসেস হেলসেথ। কেন আমায় ঠাট্টা করচ, মিস্ ওয়েষ্ট ? (কাণ পাতিয়া শুনিয়া) চুপ, চুপ,—মিঃ রোসমার নিচে নাম্‌চেন। আমায় এখন এখানে ঝাড়া-মোছা করতে দেখলে রাগ করবেন ; আমি চললুম। (ডান দিকের দরজা দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন। হল ঘর হইতে রোসমার ছড়ি ও হ্যাট হাতে প্রবেশ করিলেন।)

রোসমার। সুপ্রভাত, রেবেকা !

রেবেকা। সুপ্রভাত, জন ! (বলিয়া ক্ষণকাল নীরবে সেলাই করিতে লাগিলেন।) বেরুচ্চ ?

রোসমার। হাঁ।

রেবেকা। বেশ খাসা দিনটি !

রোসমার। তুমি ত আজ ভোরবেলা আমায় দেখ্‌তে ওপরে যাওনি ?

রেবেকা। না, আজ আর যাই নি।

রোসমার। আর কি কখনো যাবেও না?

রেবেকা। তা এখন কেমন করে বলব?

রোসমার। ডাকের চিঠিপত্র কিছু আছে আমার নামে?

রেবেকা। হাঁ, "দেশবার্ত্তা" এসেচে!

রোসমার। "দেশবার্ত্তা"!

রেবেকা। ঐ যে রয়েচে টেবিলের ওপর।

রোসমার। (হ্যাট ও ছড়ি রাখিয়া) তেমন কিছু আছে নাকি?

রেবেকা। আছে।

রোসমার তবে ওপরে আমার কাছে পাঠিয়ে দাওনি কেন?

রেবেকা। এখুনি চট্ করে পড়ে' ফেলতে পারবে।

রোসমার। আচ্ছা, দেখ্‌চি। (কাগজখানি তুলিয়া লইয়া টেবিলের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া পাড়তে লাগিলেন) এ কি!—"যাহারা পলাতক, যাহাদের মতের ও মতির স্থিরতা নাই, তাহাদিগকে আমরা পুনঃ পুনঃ সতর্ক করিয়া দিতেছি।"—শুনচ রেবেকা, ওরা বলচে, আমি পলাতক!

রেবেকা। কারো নাম ত ওরা উল্লেখ করে নি।

রোসমার। তা নাই বা করলে। কথা একই। (আবার পড়িতে লাগলেন) "একটা মহৎ উদ্দেশ্যের গুপ্ত শত্রু!"—"গুহ-

ভেদী বিভীষণ!”—“একটা সুযোগ, একটা সুবিধা পাইলেই—একটা লাভের লক্ষণ দেখিলেই—ইহারা আপনা দিগকে স্বধর্মত্যাগী বলিয়া প্রচার করিতে লজ্জা বোধ করে না।”—“যে-পক্ষ একটা ক্ষণিক প্রাধান্য লাভ করিয়াছে তাহাদের হাতে যোগ্য পুরস্কার লাভের প্রত্যাশায় ইহারা আপনাদের লোকমান্য পিতৃপুরুষগণের অকলঙ্ক যশোগরিমায় কলঙ্ককালিমা লেপন করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করে না।” (কাগজখানি টেবিলে রাখিয়া) এ সব কথা আমাকেই লক্ষ্য করে লেখা। এত দীর্ঘকাল, এত ঘনিষ্ঠভাবে যারা আমায় জেনে আসচে, তারাই—তারাই এমন এসব কথা লিখ্‌চে, যা তারা নিজেরাই কখনো বিশ্বাস করবে না। তারা জানে এতে সত্যের লেশমাত্র নেই, তবু তারা লিখ্‌চে!

রেবেকা। আরো অনেক কথা রয়েচে। সবটাই পড়।

রোসমার। (পুনরায় কাগজখানি তুলিয়া লইয়া) “অভিজ্ঞতার অভাব এবং বিবেচনার ত্রুটির দরুণ অপরাধের কিছু লাঘব হইতে পারে।”—“একটা প্রলয়ঙ্করী মোহিনী শক্তির প্রভাব। আর সে শক্তি এমন সব বিষয়ে কাজ করিতেছে যার সম্বন্ধে প্রকাশ্যভাবে কোনো আলোচনা বা নিন্দাবাদ করিতে আমরা আপাততঃ বিরত থাকিলাম!” (রেবেকার প্রতি চাহিয়া) এ কথার অর্থ?

রেবেকা। এ ত স্পষ্ট আমাকেই লক্ষ্য করে লেখা।

বোসমার। (কাগজখানি রাখিয়া দিয়া) উঃ, কী নীচ, কী ইতর এরা।

রেবেকা। তা আর বলতে। আমার মনে হয় মর্টেন্সগার্ড সম্বন্ধেও কোনো আলোচনা করবার অধিকার এদের নেই।

রোসমার। (ঘরময় পায়চারি করিতে করিতে) এদের বাঁচাতেই হবে। সমস্ত মানুষের মধ্যে যেটুকু ভালো আজও অবশিষ্ট আছে তাও আর থাকবে না সব লোপ পাবে। না, তা হতে দেব না, কিছুতে না। রেবেকা, রেবেকা, আজ যদি এদের এই অন্ধকারময় পঙ্কিল পথের মধ্যখানে একটুখানি আলোর রেখা এনে দিতে পারতুম, কী আনন্দই যে হত।

রেবেকা। (উঠিয়া) তা তুমি নিশ্চয় পারবে, আমি স্থির জানি। এই মহৎ, এই অপূর্বসুন্দর উদ্দেশ্য নিয়ে জীবনের পথে অগ্রসর হও জন।

রোসমার। একবার ভেবে দেখ দিকি রেবেকা— যদি আমি এদের প্রকৃত পরিচয় এদের চোখের সামনে তুলে ধরতে পারতুম— যদি এদের মনে একটা আত্মগ্লানি, একটা ধিক্কার এনে দিতে পারতুম— সমস্ত মতবিরোধ উপেক্ষা করে' একটা নিবিড় প্রীতির প্রেরণায় ভাই যদি আজ ভাইকে আলিঙ্গন করত।

রেবেকা। হাঁ, তাই ত চাই! এই কাজেই নিজের জীবন উৎসর্গ কর না জন। দেখবে, তোমার আশা ব্যর্থ হবে না!

রোসমার। হাঁ, আমিও তা সম্ভব বলেই মনে করি। জীবনটা তাহলে কী সুখের হয় বল দিকি। এই সব দ্বন্দ্ব কলহ কোথাও কিছু নেই—আছে কেবল প্রতিযোগিতা! প্রত্যেকের দৃষ্টি শুধু ঐ একই লক্ষ্যের পানে। প্রত্যেকের আকাঙ্ক্ষা, প্রত্যেকের চিন্তার ধারা কেবলি সম্মুখে, কেবলি উর্দ্ধে অগ্রসর হয়ে চলেচে—আপন আপন নির্দ্দিষ্ট অপরিহার্য্য পথে! প্রত্যেকেই আনন্দের অধিকারী—সে আনন্দ প্রত্যেকেরি আপন আপন সাধনার ফল! (বলিতে বলিতে সহসা জানালার বাহিরে চোখ পড়িতেই চমকিয়া উঠিলেন, তার পর বিষাদের সুরে বলিয়া উঠিলেন) কিন্তু সে আনন্দ আমি দিতে পারব না।

রেবেকা। পারবে না? পারবে না তুমি দিতে?

রোসমার। শুধু যে দিতে পারব না তা নয়, আমি নিজেও পাব না।

রেবেকা। মনে এত সন্দেহ রেখ না, জন!

রোসমার। এই আনন্দ লাভ করতে সর্ব্বপ্রথম কোন্ জিনিষটির নিতান্ত প্রয়োজন, জান রেবেকা?—নিষ্পাপ জীবনের শান্তি আর তৃপ্তি!

রেবেকা। (সম্মুখে দৃষ্টি মেলিয়া) নিষ্পাপ জীবন!

রোসমার। তোমার অবিশ্যি এতে ভাববার কিছুই নেই; কিন্তু আমার—

রেবেকা। তোমার! তোমার এমন কী আছে?

রোসমার। (জানালার বাহিরে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া) ঐ জল-স্রোত!

রেবেকা। জন, আবার ঐ কথা!—(বাঁ দিকের দরজায় দাঁড়াইয়া মিসেস হেলসেথ ভিতরে দৃষ্টিপাত করিলেন।)

মিসেস হেলসেথ। মিস্ ওয়েস্ট্।

রেবেকা। এখন নয়। আস্চি।

মিসেস হেলসেথ। কেবল একটি কথা, বেশি নয়। (রেবেকা দরজায় গিয়া দাঁড়াইতেই মিসেস হেলসেথ তাঁহাকে কী বলিলেন। কাণাকাণি দুইজনে ফিস ফিস করিয়া কী কথাবার্ত্তা চলিল। তার পর মিসেস হেলসেথ একবার মাথা নাড়িয়া চলিয়া গেলেন।)

রোসমার। (অস্বচ্ছন্দভাবে) কী, আমায় কিছু বললে নাকি?

রেবেকা। না, একটু গেরস্থালির কথা। জন, এইবার তাহলে তুমি বাইরে খোলা হাওয়ায় খানিকটা বেড়িয়ে এস। খুব অনেকটা ঘুরে আসতে হবে কিন্তু।

রোসমার। (হ্যাট তুলিয়া লইয়া) তা বেশ, তুমিও চল। দুজনে এক সঙ্গেই যাই।

রেবেকা। না, আমি এখন যেতে পারচিনে। তুমি একাই যাও। আর দেখ, তোমার মনের সমস্ত দুঃখ, সমস্ত দুশ্চিন্তা।

একেবারে ঝেড়ে ফেলে দাও।—বল, দেবে?

রোসমার। বোধ করি সে তা'র কোনো কালেই পেরে উঠব না।

রেবেকা। পারবে না? —শুন, কেন তুমি এমন করে' এই সব অমূলক কল্পনা মনে স্থান দিচ্ছ?

রোসমার। তুমি বলচ অমূলক, কিন্তু আসলে তা নয়,—এই আমার দুর্ভাগ্য। সমস্ত রাত শুয়ে শুয়ে কেবলি ঐসব চিন্তা করেচি। যাই বল, বৌটা হয়ত ঠিকই বুঝেছিল।

রেবেকা। কী ঠিক বুঝেছিল?

রোসমার। এই যে তা'র বিশ্বাস হয়েছিল, আমি—আমি তোমায় ভালোবাসি।

রেবেকা। এ-কথা সে ঠিকই বুঝেছিল বলচ?

রোসমার। (হাতটি টেবিলে রাখিয়া মাথা) এই একটি প্রশ্নের মীমাংসার জন্যে আমি প্রাণপণে লড়াই করচি, কিছুতেই করে উঠতে পারচিনে।—তবে কি আমরা একটা মোহের বশবর্ত্তী হয়ে এতকাল নিজের মনকে চোখ ঠেরে এসেচি, যখন ভেবেচি তোমাতে আমাতে এই যে বন্ধন এর নাম বন্ধুত্ব বই আর কিছুই নয়?

রেবেকা। তবে কি তুমি বলতে চাও এরই নাম—

রোসমার।—ভালোবাসা। হাঁ রেবেকা, আমিও তাই বলি। বৌটা যখন বেঁচে ছিল তখনো আমার যা-কিছু চিন্তা সবই

ছিল কেবল তোমাকে নিয়ে। কেবল তোমারি জন্যে আমার সমস্ত মন আকুল হয়ে থাকত। নির্মল আনন্দের যা শান্তি আর তৃপ্তি সে কেবল তোমার কাছেই পেয়েছি। একটু স্থির হয়ে ভেবে দেখলেই আমার মনে হয় রেবেকা, আমাদের দুজনের জীবন শুরু হয়েছিল ঠিক যেন দুটি শিশুর রহস্যময় মধুর ভালোবাসার স্পন্দন—মনে কোনো কামনা নেই, আর কোনো ভাবনাও নেই। তোমারো কি তখন ঠিক তাই মনে হত না রেবেকা? বল, বল!

রেবেকা। (মনে একটা সংগ্রাম চলিতেছিল) কী বলব ভেবে পাইনে যে।

রোসমার। আমাদের উভয়ের এই যে গাঢ় বন্ধন, পরস্পরের প্রতি এই যে আকর্ষণ, একেই আমরা বন্ধুত্ব বলে ভাবতুম। না, রেবেকা এই বন্ধনে ধরা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের সত্যি-কার পরিণয় হয়ে গেছে— হয়তো সেই প্রথম দিনের সাক্ষাতেই! তাই, আমি অপরাধী। এতে যে আমার কোনো অধিকার ছিল না—কিছুমাত্র নয়—কেবল ঐ বীটার জন্যেই।

রেবেকা। জীবনে সুখী হবার অধিকার মানুষের নেই? এই কি তোমার বিশ্বাস, জন্?

রোসমার। আমাদের উভয়ের যা সম্বন্ধ তাকে সে শুধু তার নিজের ভালোবাসার চোখ দিয়েই দেখেছে—তার নিজেরই ভালো-

বাসা দিয়ে তার বিচার করেচে। আর, সে ত খুবই স্বাভাবিক। এ ছাড়া আর কিভাবেই বা সে তার বিচার করবে?

রেবেকা। কিন্তু বীটার সেই ভুল ধারণার জন্মে তুমিই বা কেন এমন করে' আপনাকে অপরাধী করচ?

রোসমার। সে যে আমায় ভালোবাসত, আর সেই ভালোবাসার টানেই স্রোতের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণ দিয়েচে একে আর কিছুমাত্র সংশয় নেই রেবেকা। কোনো কালেই আমি তা ভুলতে পারব না।

রেবেকা। যে বিরাট, যে মহিমময় ব্রতসাধনায় তুমি তোমার নিজের জীবন উৎসর্গ করতে চলেচ, কেবল সেই চিন্তা ভিন্ন অন্য কোনো চিন্তা মনে স্থান দিয়ো না, জন।

রোসমার। (ঘাড় নাড়িয়া) অসম্ভব। আজ আমি যে সত্যের সন্ধান পেয়েচি তাতে আর অ মাকে দিয়ে কোনোকালেই তা সম্ভব হবে না।

রেবেকা। কেন?

রোসমার। যে উদ্দেশ্য সাধনের মূলে রয়েচে পাপ, তার সিদ্ধি লাভ কোনোকালেই সম্ভব নয়।

রেবেকা। (আবেগের সহিত) দেখ, এই যে সংশয়, এই যে ভয়, এই যে দ্বিধা-- এ আর কিছুই নয়, কেবল তোমাদের বংশগত কুসংস্কার। তোমাদের বংশে একটা প্রবাদ আছে মৃত্যুর পরেও

নাকি তোমাদের প্রিয় আত্মীয়-স্বজন শাদা ঘোড়ার রূপ ধরে তোমাদের কাছে আনাগোনা করেন। বোধ করি এও তেম্নি একটা কিছু।

রোসমার। তা হবে, কিন্তু তাতেই বা কী? আমি যে কিছুতেই এ'কে মনের থেকে মুছে ফেলতে পারচিনে। আমায় বিশ্বাস কর রেবেকা, আমি যা বলচি তা সম্পূর্ণ সত্য।—একটা সাধনাকে চিরদিনের মত সিদ্ধির পথে নিয়ে যেতে কেবল তিনিই পারবেন যাঁর নিজের জীবন আনন্দময়, নিষ্পাপ!

রেবেকা। তোমারো কি আনন্দের এত প্রয়োজন?

রোসমার। আনন্দ? হাঁ, তার প্রয়োজন আছে বই কি।

রেবেকা। তোমারো?—যাকে একটি দিন হাসতে দেখলুম না।

রোসমার। হাঁ, তা সত্ত্বেও আনন্দ আমার চাই-ই। আমায় বিশ্বাস কর রেবেকা, আনন্দ উপভোগ করবার শক্তি আমার যথেষ্টই আছে।

রেবেকা। জন, এইবার তুমি বেড়াতে বেরিয়ে পড়। অনেক দূর—খুব অনেকটা দূর ঘুরে আসতে হবে কিন্তু, মনে থাকে যেন। এই নাও তোমার হ্যাট্, এই তোমার ছড়ি।

রোসমার। (হ্যাট ও ছড়ি তাঁর হাত হইতে লইয়া) ধন্যবাদ। তুমি ত যাবেই না, কেমন?

রেবেকা। না গো না, আমি এখন কিছুতেই বেরুতে পারচি নে।

রোসমার। বেশ। তুমি ত এখন সর্ব্বদাই আমার সঙ্গে রয়েচ। (হলের পথ দিয়া বাহির হইয়া গেলেন। ক্ষণকাল পরে সেই উন্মুক্ত দরজার পিছনে দাঁড়াইয়া রেবেকা বাহিরে উঁকি মারিয়া দেখিলেন। তারপর ডান দিকের দরজার কাছে গিয়া উহা উন্মুক্ত করিলেন।)

রেবেকা। (নিম্ন স্বরে) মিসেস হেলসেথ! এইবার ওঁকে আসতে দিতে পার। (বেগে মেঝে পার হইয়া জানালার নিকটে গিয়া দাঁড়াইলেন। মুহূর্ত পরে ক্রোল কক্ষে প্রবেশ করিলেন। মাথার হ্যাট নামাইয়া হাতে লইয়া নীরবে যথাবিধি নমস্কার জানাইলেন।)

ক্রোল। উনি বেরিয়ে গেছে?

রেবেকা। হ্যাঁ, গেছেন।

ক্রোল। সে কি অনেকটা সময় বাইরে থাকে?

রেবেকা। তা, থাকেন, তবে আজ তাঁর মনের অবস্থা যেরকম তাতে নিশ্চয় করে' কিছু বলা কঠিন। তাঁর সঙ্গে দেখা না করাই যদি আপনার—

ক্রোল। হ্যাঁ হ্যাঁ, তা আর বলতে। আজ শুধু আপনার সঙ্গেই আমার একটু আলাপ আছে—নিতান্ত গোপনে।

রেবেকা। তবে আর বৃথা সময় নষ্ট ক'রে কাজ নেই। বসুন। (বলিয়া জানালার ধারে একখানা আরামচৌকিতে বসিয়া পড়িলেন। অন্য একখানা চৌকিতে ক্রোল তাঁর পাশে বসিলেন।)

ক্রোল। দেখুন মিস্ ওয়েষ্ট, জন রোসমারের মতের এই অদ্ভুত পরিবর্ত্তন লক্ষ্য ক'রে আমি যে কতটা দুঃখিত, কতটা, ব্যথিত হয়েছি সে আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না।

রেবেকা। প্রথমে যে আপনার এই রকমটা হবে সে আমরা জানতুম, আর তার জন্যে প্রস্তুত হয়েও ছিলুম।

ক্রোল। শুধু প্রথমে ?

রেবেকা। হাঁ। মিঃ রোসমার স্থির জানতেন আপনি নিশ্চয় তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়াবেন, তবে সে দুদিন আগে আর পাছে।

ক্রোল। আমি ?

রেবেকা। আপনি এবং তাঁর আর আর বন্ধুরা সব্বাই।

ক্রোল। এর থেকেই আপনি পরিষ্কার বুঝতে পারবেন নিজের বন্ধুদের সম্বন্ধে এবং সংসারের অন্যান্য যেকোন বিষয়ে তার বোধশক্তি কত কম।

রেবেকা। তা হোক, কিন্তু যেদিন তিনি নিঃসংশয়ে বুঝতে পেরেছেন চারিদিকের যাকিছু বন্ধন সমস্ত খুচিয়ে ফেলে মুক্ত হওয়া তাঁর একান্ত দরকার—

ক্রোল। হাঁ, কিন্তু দেখুন, ঠিক এই কথাটাই আমি কিছুতে বিশ্বাস করতে পারছিনে।

রেবেকা। আপনার তবে কী বিশ্বাস?

ক্রোল। আমার বিশ্বাস, এ সমস্তের মূলে রয়েচেন—আপনি!

রেবেকা। আপনার স্ত্রী আপনাকে তাই বুঝিয়েচেন, নয়?

ক্রোল। সে যে-ই কেন বোঝাক না, তাতে কিছু যায় আসে না। কথাটা কী জানেন?—এ বাড়িতে আসার পর থেকে আপনার ব্যবহার সমস্ত আগাগোড়া স্মরণ করে' একে একে যতই আলোচনা করে' দেখচি ততই মনে দারুণ সন্দেহ ঘনিয়ে উঠচে!

রেবেকা। (তাঁর পানে চাহিয়া) কিন্তু আমার মনে হয় এমন এক দিন ছিল যখন আপনি আমাকে খুবই বেশি বিশ্বাস করতেন মিঃ ক্রোল! আমি একটুও বাড়িয়ে বলচিনে—সে এক অত্যন্ত গভীর বিশ্বাস!

ক্রোল। (নিম্নস্বরে) আপনি বোধ করি জাদু জানেন—ইচ্ছে করলেই যাকে-তাকে বশ করতে পারেন।

রেবেকা। আর আমি করেওছিলুম তাই, কেমন?

ক্রোল। হাঁ, তা করেছিলেন বই কি! আমি আর এত নির্বোধ নই যে মনে করব বীটার প্রতি একটা মমতা ও প্রীতির প্রেরণাতেই আপনি এ কাজ গ্রহণ করেছিলেন। আপনি শুধু এই মানসমন্দিরে প্রবেশের একটা পথ খুঁজছিলেন—এইখানেই

প্রতিষ্ঠিত হবার জন্যে। আর তাতেই আমার সাহায্য আপনার প্রয়োজন হয়েছিল। এখন সবই বুঝতে পারচি।

রেবেকা। আপনার কি তবে মনে নেই, এখানে এসে বাস করবার জন্যে বীটা আমাকে কত অনুনয়, কত মিনতি জানিয়েছিল?

ক্রোল। তার মানে, আপনি তাকেও 'গুণ' করেছিলেন। আপনি কি বলতে চান আপনার প্রতি তার যে একটা অন্তরের টান ছিল তার নাম বন্ধুত্ব? না, তা নয়। সে হচ্চে, ভক্ত যে-ভাবে দেবতার প্রতি শ্রদ্ধা দ্যাখায়, তাঁর পূজা করে,—ঠিক তাই। ক্রমে তার সেই ভক্তির ভাব একটা প্রবল আসক্তিতে পরিণত হল—সে একেবারে মরীয়া হয়ে আপনাকে ভালোবাসলে দিগ্বিদিগ্-জ্ঞানশূন্য হয়ে।—হাঁ, ঠিক তাই।

রেবেকা। একবার ভেবে দেখুন দিকি আপনার বোনের শরীর ও মনের তখন কী অবস্থা। তার, আমার নিজের সম্বন্ধে যৎটুকু আমি জানি তাতে আমার ত মনে হয় হৃদয়ের আবেগ বা উচ্ছ্বাস যে আমার খুব বেশি একথা কেউ কখনো বলতে পারে না।

ক্রোল। না, নিশ্চয় না। কিন্তু ঠিক এই কারণেই আপনি আরো বেশি ভয়ানক,—বিশেষ করে', যাদের আপনি বশে আনতে চান তাদের পক্ষে। বেশ করে' লাভ লোকসান খতিয়ে দেখে

ভেবে-চিন্তে বাজ করা আপনার সহজেই আসে—আপনার হৃদয়টা পাষাণ কিনা।

রেবেকা। পাষাণ? আপনি স্থির জানেন?

ক্রোল। হাঁ, এখন আমার সে ধারণা দৃঢ় হয়েচে। তাই যদি না হবে তবে কি আপনি ঐ একই উদ্দেশ্য লক্ষ্য করে এমন অবিচলিত ভাবে বছরের পর বছর এই বাড়িতে কাটিয়ে দিতে পারতেন? আপনি যা চেয়েছিলেন তা পেয়েচেন। সে এবং আর যা কিছু সমস্তই এখন আপনার মুঠোর মধ্যে! কিন্তু, হায় নারী, নিজের ক্রূর অভিসন্ধি সিদ্ধ করতে গিয়ে আর একটা জীবনকে চিরদিনের মত বিষময় করে' দিতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করনি।

রেবেকা। মিথ্যা কথা। আমি নয়। তাঁর জীবন বিষময় করে' তুলচেন আপনি স্বয়ং।

ক্রোল। আমি?

রেবেকা। হাঁ। আপনিই তাঁর মনে এ বিশ্বাস জাগিয়ে দিয়েচেন যে বীটার সেই শোচনীয় পরিণামের জন্যে তিনিই দায়ী।

ক্রোল। তবে কি সে কথা তার মনে খুব লেগেচে?

রেবেকা। নিশ্চয়। যে কোমল মন তাঁর—

ক্রোল। আমার কিন্তু ধারণা ছিল আপনাদের এই সব "স্বাধীন" প্রভুদের মনে এ সব কুসংস্কার কখনো স্থান পাবে না।

সন্দেহ-সংশয়ের হাত এড়াবার কৌশল তাঁরা অবিশ্যি জানেন। কিন্তু এখন দেখ্‌চেন ত! যা হবার ঠিক তাই হল। আমি ঠিক এই আশাই করেছিলুম! দেয়ালের ঐ সব ছবি থেকে যাঁরা আমাদের পানে চেয়ে আছেন, তাঁদের বংশীয় হয়ে সে যেন কখনো কল্পনাতেও এ কথা মনে স্থান না দায়, যে, বংশপরম্পরাগত যে পবিত্র সম্পৎ সে উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেচে, ইচ্ছে করলেই তার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে ফেল্‌তে পারা যায়।

রেবেকা। (চিন্তিতভাবে সম্মুখে দৃষ্টি মেলিয়া) জন রোসমারের প্রকৃতিতে তাঁর পূর্ব্বপুরুষদের ধারা খুব আছে, একথা খুব সত্যি।

ক্রোল। হাঁ। তার জন্তে যদি একবিন্দু করুণা আপনার হৃদয়ে থাক্‌ত তবে এ কথা সময় থাক্‌তে আপনার ভেবে দেখা উচিত ছিল। কিন্তু আমি বল্‌তে পারি অতটা ভেবে দেখ্‌বার শক্তিই আপনার ছিল না। গোড়াতেই যে তার সঙ্গে আপনার অনেক তফাৎ!

রেবেকা। গোড়াতেই, তার মানে?

ক্রোল। অর্থাৎ আপনাদের জীবনের—আপনাদের জন্মের মূলে।

রেবেকা। বুঝেচি। হাঁ, এ কথা খুব সত্যি, অত্যন্ত হীন বংশেই আমার জন্ম।

ক্রোল। বংশের মর্য্যাদা বা গৌরবের কথা আমি বল্‌চিনে। আপনার জন্মের নৈতিক দিক্‌টাই শুধু আমি ভাব্‌চি।

রেবেকা। আমার জন্মের! কেন? কোন্ বিষয়ে?

ক্রোল। আপনার জন্ম সম্বন্ধেই!

রেবেকা। এ আপনি কী বলচেন!

ক্রোল। বল্‌চি এই জন্যে যে এতে-করে' আপনার সমস্ত আচরণের একটা মানে পাওয়া যাবে।

রেবেকা। বুঝলুম না। দয়া করে' কথাটা একটু বুঝিয়ে বলুন।

ক্রোল। আপনাকে বুঝিয়ে বল্‌তে হবে আমি এমন মনে করি-নি কথাটা! যদি আপনি না-ই জানতেন, তবে, এই যে ডাঃ ওয়েষ্ট আপনাকে পোষ্য গ্রহণ করেছিলেন, আর আপনি তাতেই রাজী হয়েছিলেন, এটা কিছু অদ্ভুত মনে হ'ত!

রেবেকা। (উঠিয়া) ও, এই কথা। হাঁ, এইবার বুঝেচি।

ক্রোল। তাঁর নামও আপনি গ্রহণ করেচেন। আপনার মায়ের নাম ত ছিল গ্যাম্বিক।

রেবেকা। (কক্ষ অতিক্রম করিয়া) গ্যাম্বিক আমার বাবার নাম, মিঃ ক্রোল!

ক্রোল। আচ্ছা আপনার মায়ের যা কাজ ছিল তাতে তাঁকে হামেশাই ডাঃ ওয়েষ্টের কাছে আনাগোনা কর্‌তে হত, নয়?

রেবেকা। হাঁ, তা সত্যি।

ক্রোল। আর আপনার মায়ের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই ডাক্তার আপনাকে তাঁর নিজের কাছে নিয়ে যান, কেমন? তাঁর স্বভাবটা ছিল কিছু কড়া, তবু আপনি তাঁর কাছেই থেকে গেলেন। আপনি জানতেন মরবার সময় আপনার জন্যে তিনি শি'ক-পয়সাও রেখে যাবেন না—বাস্তবিক আপনি পেয়েও ছিলেন শুধু একবাক্স বই, আর কিছু নয়—তবু আপনি তাঁর কাছেই রইলেন; তাঁর সমস্ত দুর্ব্যবহার সহ্য করে' শেষ সময় পর্য্যন্ত তাঁর সেবা-শুশ্রূষাও করলেন!

রেবেকা। (টেবিলের নিকটে আসিয়া তাঁর পানে অবজ্ঞাসূচক দৃষ্টিপাত করিয়া।) আর, তাই করেছিলুম বলেই আপনি পরিষ্কার বুঝে ফেললেন আমার জন্মের মূলে একটা কলঙ্ক, একটা পাপ কিছু আছেই।

ক্রোল। আপনি তাঁর জন্যে যা করতেন সেটা, পিতার প্রতি সন্তানের যে একটা স্বাভাবিক আর্কষণ, আপনি নিজের অজ্ঞাতসারে তারি বশবর্ত্তী হয়ে করচেন বলেই আমি মনে করতুম। আর তার পরে আপনার আচরণ যতটা লক্ষ্য করলুম তাতে আমার মনে এই দৃঢ় ধারণা জন্মেচে আপনার সমস্ত আচরণের একমাত্র মূল কারণ আপনার জন্মের কলঙ্ক।

রেবেকা। (উষ্মার সহিত) আপনি যা বলচেন এর একটি

কথাও সত্য নয়—আমি প্রমাণ দিতে পারি। ডাঃ ওয়েষ্ট কিন্মার্কে আসার পূর্ব্বেই আমার জন্ম হয়।

ক্রোল। মাফ্ করবেন, মিস ওয়েষ্ট। আপনার জন্মের এক বছর আগে তিনি কিন্মার্কে যান। আমি হিসেব করে দেখেছি।

রেবেকা। সে আপনার ভুল, সম্পূর্ণ ভুল।

ক্রোল। আপনি ঠিক ঐখানে বসেই পর্শু আমার কাছে স্বীকার করেচেন আপনার বয়স উনত্রিশ পার হয়ে এখন ত্রিশের কাছাকাছি।

রেবেকা। আমি কি তাই বলেছিলুম?

ক্রোল। হাঁ, বলেছিলেন। আর তার থেকেই আমি হিসেব করে দেখ্‌চি--

রেবেকা। থামুন। ওতে আপনার হিসেবের কোন সুবিধে হবে না। কেন না, আরো-একটা কথা আমি এখন আপনার কাছে স্বীকার করচি।—আমি লোকের কাছে যে বয়স বলি তার চাইতে আমার বয়েস এক বছর বেশি।

ক্রোল। (অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া) তাই নাকি? এ একটা নতুন কথা বটে।—আচ্ছা, তার কারণটা কি শুনি?

রেবেকা। আমার বয়েস যখন পঁচিশ পার হল তখন ভাবলুম কুমারী মেয়ের পক্ষে বয়েসটা কিছু বেশি হয়ে যাচ্ছে।

তাই স্থির করলুম একটা মিথ্যে কথা বলব—বয়েস এক বছর কমাব।

ক্রোল। আপনি স্বাধীনা রমণী—আপনার মনেও বিবাহের বয়স সম্বন্ধে এত কুসংস্কার!

রেবেকা। জানি, কাজটা নির্ব্বোধের মতই হয়েচে—শুনে সবাই হাসবে। কিন্তু, কি জানেন, মানুষ মাত্রেরই এমন একটা-না-একটা কুসংস্কার আছে যা মন থেকে দূর করা বড় কঠিন। আমারো তাই!

ক্রোল। তা হোক কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার হিসাবটা সম্পূর্ণ নির্ভুল হতে পারে। কেন না, ডাঃ ওয়েষ্ট যেবার চাক্‌রী পেয়ে ফিন্মার্কে আসেন তার আগের বছরেও তিনি একবার সেখানে বেড়াতে যান।

রেবেকা। (উত্তেজিত ভাবে) মিথ্যে কথা!

ক্রোল। মিথ্যে?

রেবেকা। হাঁ। আমার মায়ের মুখে কখনো একথা শুনি-নি।

ক্রোল। শোনেন-নি তাঁর মুখে?

রেবেকা। না, কখ্‌খনো নয়। ডাঃ ওয়েষ্ট্‌ও কোনদিন এ সম্বন্ধে কিছু বলেন-নি।—এক বর্ণও না।

ক্রোল। আচ্ছা দেখুন, তার কারণ এও ত হতে পারে যে একটা বছর পেরিয়ে যাবার হেতু তাঁদের যথেষ্টই ছিল। আর

আপনি নিজেও ত তাই করেচেন মিস ওয়েষ্ট! এটা বোধ করি আপনাদের বংশের ধারা?

রেবেকা। (পা-চারি করিতে করিতে, হাত মোচড়াইতে মোচড়াইতে) এ অসম্ভব। আপনি জোর করে' একথা আমাকে বিশ্বাস করাতে চাইচেন। এ কথনো সত্য হতে পারেনা। আমি কিছুতে বিশ্বাস করতে পারব না, কিছুতে না—।

ক্রোল। (উঠিয়া) আচ্ছা মিস ওয়েষ্ট, কথাটা আপনি এভাবে নিচ্চেন কেন শুনি? আপনার ভাব দেখে আমার যে ভয়ই হচ্চে। এর থেকে আমি কী মনে করতে পারি, কী বিশ্বাস করতে পারি বলুন ত?

রেবেকা। কিছু না। আপনি কিছুই মনে করতে পারেন না, কিছুই বিশ্বাস করতে পারেন না।

ক্রোল। আচ্ছা তাহলে আপনি আমায় বেশ-করে' বুঝিয়ে দিন দিকি, কেন এই বিষয়টা—এবং এটা যে সত্য হলেও হতে পারে এই সম্ভাবনা—আপনার মনে এমন করে' ঘা দিয়েচে!

রেবেকা। (আত্মসংবরণ করিয়া) আমার ত মনে হয় এর কারণটা খুবই স্পষ্ট, মিঃ ক্রোল। লোকে যদি আমায় জারজ বলে' ভাবে তাতে আমার আনন্দ হবার কথা নয়!

ক্রোল। সে ত বটেই।—আচ্ছা, আচ্ছা আপনার এই কথাতেই আমি আপাতত সন্তুষ্ট। কিন্তু এই দেখুন, আরো-

একটা বিষয়ে আপনার একটা—একটা কুসংস্কার রয়েচে।

রেবেকা। হাঁ, সে কথা খুব সত্যি।

ক্রোল। আর, আমার ত মনে হয় আপনারা যাকে আপনাদের "বন্ধন-মোচন" বা "মুক্তিলাভ" বলেন তার প্রায় সব তাতেই এ কথা খাটে অনেক পড়াশুনোর ফলে নানা বিভিন্ন নতুন মত, নানা বিচিত্র চিন্তার ধারা, একসঙ্গে আপনার মাথায় ঢুকেচে; নানা বিষয়ে চারিদিকে যে-সব গবেষণা ও অনুসন্ধান চল্‌চে,—যাতে করে' মানুষের এত কালের এত সব অকাট্য যুক্তি, অখণ্ডনীয় মত যা-কিছু, প্রায় সবই একেবারে ওলট-পালট হয়ে যাবে বলে' আপনার ধারণা,—সে-সবের সঙ্গেও আপনার কিছু কিছু পরিচয় হয়েচে। কিন্তু আপনার সম্বন্ধে এই আমি বল্‌তে পারি এসব বিষয় আপনি শুধু জেনেচেন শুধু বুঝেচেন মাত্র—তার বেশি নয়। আপনার রক্তের সঙ্গে মিশে এসব জিনিস কখনো আপনার অন্তরের জিনিস হয়ে ওঠে-নি।

রেবেকা। (চিন্তিতভাবে) হয়ত সত্যিই তাই।

ক্রোল। হাঁ, একবার নিজেকে একটু নাড়া দিয়ে দেখ্‌লেই টের পাবেন। আর দেখুন আপনার বেলায় যদি কথাটা সত্য হয় তবে জন রোসমারের বেলায় সে যে আরো কত-বেশি সত্য সহজেই বুঝতে পারেন! একেবারে নিছক্ পাগলামি যাকে বলে তাই। যদি সে অমন-করে' প্রকাশ্যভাবে নিজেকে ধর্মদ্রোহী বলে'

প্রচার করে বেড়ায় তাহলে কি আর তার রক্ষে আছে। ভেবে দেখুন কী লাজুক সে, কী ভীরু স্বভাব তার! ভেবে দেখুন, সবাই তাকে ত্যাগ করেচে—শিকারের পশুর মত আশ্রয়চ্যুত দলভ্রষ্ট হয়ে সে প্রাণভয়ে ছুটে ছুট করচে, আর চারিদিক থেকে দুর্নিবার বেগে দেশের যত সব সেরা লোকের আক্রমণ তার ওপর অবিশ্রান্ত বর্ষিত হচ্চে।—কোন্ শক্তিতে শক্তিমান হয়ে সে এসব সইতে পারবে শুনি?

রেবেকা। তাঁকে সইতেই হবে। এখন কি আর তার ফেরবার সময় আছে?

ক্রোল। আছে বই কি, নিশ্চয় আছে। এ পর্যান্ত যা-কিছু ঘটেচে তা চেপে-গেলেই হবে, অথবা না হয় এইভাবে সবাইকে বুঝিয়ে দিলেই চলবে সেটা কেবল তার একটা ক্ষণিকের ভ্রম মাত্র—যদিও তার পক্ষে সেটাও একটা ভয়ানক পরিতাপের বিষয়। কিন্তু তার জন্যে একটা কাজ তার না করলেই চলচে না।

রেবেকা। কি?

ক্রোল। তার অবস্থা, তার আচরণ, যাতে লোকের চোখে অবৈধ বা অশোভন না হয়, আপনাকে তাই করে দিতে হবে।

রেবেকা। আমার সঙ্গে তাঁর যা সম্বন্ধ আপনি কি তারি কথা বলচেন?

ক্রোল। হাঁ। এই ব্যবস্থাটা আপনাকে করে দিতেই হবে।

রেবেকা। আমাতে আর তাঁতে যা সম্বন্ধ সেটা যে ঠিক বৈধ নয় এ বিশ্বাস তাহলে আপনি কিছুতেই ছাড়তে পারচেন না, কেমন ?—আপনার কথা শুনে ত তাই মনে হয়।

ক্রোল। কথাটা এর চেয়ে স্পষ্ট করে' বলা আর আমার ইচ্ছা নয়। কিন্তু দেখুন, একটা জিনিস আমি বিশেষ করে লক্ষ্য করেচি, মানুষ শুধু একটি জায়গায় খুবই সহজে নিজের সমস্ত সংস্কারকে কুসংস্কার বলে' পরিত্যাগ করতে পারে যখন— যাক্!

রেবেকা। যখন কোনো পুরুষ ও কোনো নারীর মধ্যে একটা সম্বন্ধ এসে দাঁড়ায়।—কেমন, এই ত ?

ক্রোল। হাঁ, আমি ঠিক এই কথাই বলতে চেয়েছিলুম।

রেবেকা। (কক্ষ অতিক্রম করিয়া জানালায় গিয়া দাঁড়াইয়া বাহিরে দৃষ্টিপাত করিলেন।) আমি বলি, আপনার এই কথাটি সত্য হলে আমিও সুখী হতুম।

ক্রোল। তার মানে ?—আপনার কথা বোঝা ভার।

রেবেকা। না, ও কিছুই নয়। কাজ নেই আর ও কথায়। —ঐ যে উনি আসচেন!

ক্রোল। কে, রোসমার ? এসেচে ?—আমি তবে উঠি।

রেবেকা। (তাঁর পানে ফিরিয়া) না, বসুন। প্রয়োজন আছে।

ক্রোল। না, আজ আর নয়। ওর সঙ্গে দেখা হওয়াটা বাঞ্ছনীয় মনে করিনে।

রেবেকা। আমার অনুরোধ, একটু থাকুন! এর জন্যে শেষে যেন আপনাকে আফশোষ করতে না হয়। আপনার কাছে আর আমি কোনদিন কোনো অনুরোধ জানাতে আসব না—এই শেষ!

ক্রোল। বিস্মিত হইয়া তাঁর পানে চাহিলেন, তারপর হ্যাট নামাইয়া রাখিলেন আচ্ছা বেশ। বস্‌চি। (উভয়েই নীরব। ক্ষণকাল পরে রোসমারের প্রবেশ)

রোসমার। (ক্রোলকে দেখিবামাত্র দরজায় দাঁড়াইয়া) এ কি! তুমি এখানে?

রেবেকা। তোমার সঙ্গে দেখা না হয় এই ছিল ওঁর মৎলোব, বুঝ্‌লে জন?

ক্রোল। (হঠাৎ বলিয়া ফেলিলেন) "জন্!"

রেবেকা। হ্যাঁ, মিঃ ক্রোল, তাই। জন্ আর আমি উভয়ে উভয়ের নাম ধরেই ডাকি। আমাদের দুজনের যা সম্বন্ধ তাতে সেইটেই ত স্বাভাবিক।

ক্রোল। এই কথা বলবেন বলেই কি আমায় থাকতে বলেছিলেন?

রেবেকা। হ্যাঁ। তবে এ ছাড়াও আরো কথা আছে।

রোসমার। (ঘরে প্রবেশ করিয়া) আজ তোমার এখানে আস্‌বার উদ্দেশ্য?

ক্রোল। ভেবেছিলুম তোমায় তোমার পথ থেকে ফিরিয়ে আনবার জন্তে একবার শেষ চেষ্টা করে' দেখ্‌ব।

রোসমার। (খবরের কাগজখানির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) ওর পরেও?

ক্রোল। আমি ওসব লিখিনি।

রোসমার। যখন লেখাটি বেরোয় তখন বাধা দেবার কোনো চেষ্টা করেছিলে?

ক্রোল। না। আমাদের যা ব্রত তাতে বাধা দিলে অন্যায় হত। আর তা ছাড়া, বাধা দেবার শক্তিও আমার ছিল না।

রেবেকা। (কাগজখানি টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন, তারপর সেগুলি কুড়াইয়া লইয়া ষ্টোভের গায়ে নিক্ষেপ করিলেন; যাক্! ও আপদ আর আমাদের চোখে পড়বে না, ওসব কথা মনে রেখেও কাজ নেই আর। এর পরে আর কখনো অমন কথা বেরোবে না, জন্।

ক্রোল। বটে? আপনি আশা দিচ্চেন?

রেবেকা। আসুন আমরা তিন জনেই বসি। তারপর একে একে সব বল্‌চি।

রোসমার। (অনিচ্ছার সহিত আসন গ্রহণ করিয়া) তোমার কী হয়েচে রেবেকা? আজ যেন তোমায় বড়-বেশি শান্ত মনে হচ্চে! তোমার পক্ষে এ ত একটুও স্বাভাবিক নয়। কেন, বল দিকি?

রেবেকা। একটা স্থির সঙ্কল্প আমার অন্তরে জাগ্‌চে, ডাঃ। (বসিয়া) আপ্‌নিও বসুন, মিঃ ক্রোল। (ক্রোল কৌচে বসিলেন)

রোসমার। কি ওসব স্থির সঙ্কল্প — কিসের সঙ্কল্প?

রেবেকা। একটা সতেজ নির্ভীক হৃদয় নিয়ে বেঁচে থাক্‌তে হলে তোমার যা দরকার, আমি তোমায় তা ফিরিয়ে দেব। আবার তুমি তোমার সেই আনন্দময় নিষ্পাপ জীবন ফিরে পাবে বন্ধু!

রোসমার। তার অর্থ?

রেবেকা। আমি তোমায় সব বল্‌ব—এ পর্য্যন্ত যা-কিছু ঘটেচে—যা কিছু তোমার জানা দরকার—সব।

রোসমার। কি, শুনি?

রেবেকা। দেখ, ডাঃ ওয়েষ্টের সঙ্গে আমি যখন ফিন্মার্ক থেকে এখানে প্রথম এলুম তখন আমার মনে হয়েছিল যেন আমার চোখের সামনে এক বিরাট, বিপুল নূতন জগতের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে গেল! ডাঃ ওয়েষ্টের কাছে আমি একটা ভুল-শিক্ষা পেয়েছিলুম—জীবনের সঙ্গে তখন আমার যতটুকু পরিচয় হয়েছিল তাতে যত-কিছু অবাস্তর বিষয়, যত-কিছু খুঁটি-নাটি, কিছুই তিনি আমায় শেখাতে কসুর করেন-নি। (তাঁর অন্তরে একটা সংগ্রাম চলিতেছে মনে হইল। কণ্ঠস্বর অত্যন্ত মৃদু হইয়া আসিল) আর তার পর—

ক্রোল। তার পর?

রোসমার। কিন্তু এ সমস্তই ত আমি জানি রেবেকা।

রেবেকা। (আত্মসংবরণ করিয়া) হাঁ, তা সত্যি। তুমি বড্ড বেশি জানো।

ক্রোল। (স্থির দৃষ্টিতে রেবেকার পানে চাহিয়া) আমার এখানে না থাকাই বোধ হয় ভালো ছিল।

রেবেকা। না, না, উঠ্‌বেন না, বসুন! (রোসমারকে) তারপর কি হল বলি শোনো। চোখের সুমুখে এক নব যুগের সূচনা দেখতে পেলুম!—নব নব ভাব, নব নব মতের সঙ্গে আমার পরিচয় হতেই মনে হল আমাকেও এতে যোগ দিতে হবে, একটা অংশ আমাকেও গ্রহণ করতে হবে! মিঃ ক্রোল একদিন আমাকে বলেছিলেন তুমি যখন ছেলেমানুষ তখন এক সময় তোমার ওপর আল্‌রিক ব্রেণ্ডেলের খুবই প্রভাব ছিল। শুনে আমার মনে হল তোমার ওপর প্রভুত্ব করবার সেই অধিকার লাভ করা হয়ত আমার পক্ষেও অসম্ভব হবে না।

রোসমার। তবে কি একটা গুপ্ত অভিসন্ধি নিয়ে তুমি এখানে এসেছিলে?

রেবেকা। আমার উদ্দেশ্য ছিল, তুমি আর আমি দুজনে মিলে এক সঙ্গে বিপুল উৎসাহে স্বাধীনতার পথে যাত্রা করব; কেবলি সম্মুখে, কেবলি দূরে—বহু দূরে অগ্রসর হতে থাকব!

কিন্তু সহসা দেখলুম আমাদের সেই মুক্তির পথে অন্তরায় হয়ে তোমার সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে এক অভ্রভেদী বিরাট বাধা!

রোসমার। কিসের বাধা?

রেবেকা। জন, আমি জানতুম, সূর্য্যালোকের পরিপূর্ণ দীপ্তির মাঝখানেই স্বাধীনতালাভ সম্ভব—অন্য কোথাও নয়। কিন্তু তার পরিবর্ত্তে তোমায় আমি দেখতুম তোমার বিবাহিত জীবনের দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে ভেবে দুঃখে বেদনায় তুমি পলে পলে অন্ধকারময় মৃত্যুর পথেই অগ্রসর হচ্চ।

রোসমার। এর পূর্ব্বে তুমি ত আর কোনদিন আমার বিবাহের কথা নিয়ে এভাবে আমার সঙ্গে আলোচনা করনি!

রেবেকা। না। সাহস হয়নি। কি জানি, তুমি যদি ভয় পাও।

ক্রোল। (রোসমারের দিকে ঝুঁকিয়া, মাথা নাড়িয়া) শুনছ?

রেবেকা। (নিজের কথার সূত্র ধরিয়া) কিন্তু তখন তোমার পরিত্রাণের যে একটিমাত্র পথ ছিল, আমি তা চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পেলুম। আর তাই আমাকে একটা অভিনয় করতে হল।

রোসমার। অভিনয়! সে আবার কি?

ক্রোল। সত্য বলচেন ? অভিনয়ই ত ?

রেবেকা। হাঁ, জন, সে একটা অভিনয় বই কি ? (উঠিয়া) না, না, উঠো না তুমি ! আপনিও উঠবেন না মিঃ ক্রোল ! এইবার সব কথা দিনের আলোর মতন স্পষ্ট হয়ে উঠবে। জন, বন্ধু, তোমার কিছুমাত্র দোষ নেই। নিষ্পাপ তুমি, অকলঙ্ক তুমি ! আমিই বা'টাকে ছলনায় ভুলিয়ে সেই কুটিল পথে নিয়ে গিয়েছিলুম !

রোসমার। (লাফাইয়া উঠিয়া) রেবেকা !

ক্রোল। (উঠিয়া) কুটিল পথে !

রেবেকা। হাঁ, যে পথে চলতে চলতে অবশেষে নিরুপায় হয়ে তাকে স্রোতের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়েছিল। আজ আপনাদের দুজনের কাছেই একথা অসঙ্কোচে স্বীকার করচি।

রোসমার: (বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া) নাঃ, কিছু বোঝা গেল না। কী বলচ তুমি ? আমি যে কিছুই বুঝতে পারচিনে !

ক্রোল। আমি বুঝতে পারচি !

রোসমার। কী করেছিলে রেবেকা ? কী বলেছিলে তাকে ? বলবার মতো কই কিছুই ত ছিল না। না, কিছু না !

রেবেকা। তাকে বুঝিয়েছিলুম তুমি তোমার আশৈশবের সমস্ত সংস্কার ত্যাগ করে মুক্ত স্বাধীন হবে সঙ্কল্প করেচ।

রোসমার। হাঁ, কিন্তু তখন পর্য্যন্ত আমি ত কই কোনো স্থির সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছতে পারিনি !

রেবেকা। তার যে আর বড় বেশি দেরি নেই আমি তা জানতুম।

ক্রোল। (রোসমারের দিকে ফিরিয়া মাথা নাড়িয়া) উঃ, কী ভীষণ।

রোসমার। আচ্ছা, তারপর ? তারপর কি হল ? বল ! আজ তোমার সবই বলতে হবে !

রেবেকা। কিছুদিন পরে মানস-মন্দির ছেড়ে চলে-যাবার জন্যে আমি তার অনুমতি চাই। কত অনুনয়, কত মিনতিই যে জানিয়েছিলুম !

রোসমার। চলে যেতে চেয়েছিলে কেন ?

রেবেকা। না, তা আমি চাইনি। এইখানে থেকে-যাবার ইচ্ছাই ছিল আমার ষোল আনা। কিন্তু তা'কে আমি বলেছিলুম আমাদের সকলেরি মঙ্গলের জন্যে সময় থাকতে আমার চলে যাওয়াই ভালো। তাকে বেশ করে বুঝিয়ে দিয়েছিলুম আমি যদি আরো কিছুদিন এখানে থাকি তাহলে কখন কী হয় কে জানে।

রোসমার। কথায় কাজে তাহলে তুমি ঠিক এই ভাবটিই দেখিয়েচ, কেমন ?

রেবেকা। হ্যাঁ।

রোসমার। এ'কেই বুঝি তুমি তোমার "অভিনয়" বলছিলে, নয় ?

রেবেকা। (ভগ্নকণ্ঠে) হ্যাঁ, জন, তাই।

রোসমার। (ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া) রেবেকা, তোমার যা বলবার ছিল, বলা শেষ হয়েচে ত ?

রেবেকা। হ্যাঁ।

ক্রোল। না, এখনো সবটা শেষ হয়নি।

রেবেকা। (সভয়ে তাঁর পানে চাহিয়া) আর কি বল্‌ব, বলুন!

ক্রোল। আপ্‌নি কি শেষে বীটার মনে এই বিশ্বাস জাগিয়ে দ্যান-নি যে যত শীঘ্র সম্ভব আপনার অন্য কোথাও চলে যাওয়া শুধু যে কেবল উচিত তা নয়,—আপনি এবং জন্‌—উভয়ের দিক থেকেই সেটা তখন একান্ত প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েচে ?—কী, চুপ করে' রইলেন যে ?

রেবেকা। (মৃদু অস্ফুট কণ্ঠে) হাঁ, বোধ করি ঐ রকম কি একটা কথা তাকে বলেছিলুম।

রোসমার। (জানালার কাছে একখানা চৌকিতে হঠাৎ বসিয়া পড়িয়া) আর সেই অভাগিনী রুগ্না রমণী এই সব মিথ্যা আর ছলনার জালে জড়িয়ে পড়ে' একে একে সবই বিশ্বাস করলে। সমস্ত ব্যাপারটাকে নিঃসংশয়ে সম্পূর্ণ সত্য বলেই গ্রহণ করলে। (রেবেকার পানে চাহিয়া) অথচ আমায় সে কোন দিন কিছুই বলেনি—একটি কথাও না। রেবেকা, রেবেকা, আজ তোমার মুখের পানে চেয়েই বুঝতে পারচি তুমিই তাকে বলতে দাওনি।

রেবেকা। জন, তুমি ত জানো, তার মাথায় কি একটা ধারণা ঢুকেছিল বন্ধ্যা হয়ে এখানে থাকবার অধিকার তার নেই! তাই সে নিজের মনকে এই ভাবে বোঝাত স্বামীর প্রতি তার কর্ত্তব্য হচ্চে আর-কারো জন্যে নিজের স্থানটি ছেড়ে দেওয়া।

রোসমার। কিন্তু তুমি—তুমি কেন তার মন থেকে এ ধারণা দূর করে দিতে চেষ্টা করনি?

রেবেকা। না, তা করিনি।

ক্রোল। বরং আপনি বোধ করি তার সে বিশ্বাসে আরো ইন্ধন জুগিয়েছেন—কেমন? উত্তর দিন। কী, করেন নি তাই?

রেবেকা। হয়ত আমার কথা শুনে সে তাই বুঝত।

রোসমার। হাঁ, তা আর বলতে। সকল বিষয়ে তোমার ইচ্ছাকেই মেনে চল্‌ত বলে তোমারি কথায় অভাগিনী নিজের স্থানটি ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) রেবেকা, রেবেকা,—কেমন করে, কোন প্রাণে তুমি এই নিষ্ঠুর নাট্যের অভিনয় করেছিলে বল দিকি।

রেবেকা। আমার মনে হত, আমাদের দুজনের এখানে একসঙ্গে বাস করা কিছুতেই চলবে না—নিজের পথ বেছে নিয়ে একজনকে সরে যেতেই হবে—হয় তাকে, নয় আমাকে।

ক্রোল। কঠিন কণ্ঠে, কর্ত্তৃত্বের দাবীতে সে পথ নির্দ্দেশ করে দেবার কী অধিকার ছিল আপনার?

রেবেকা। (উত্তেজিত ভাবে) আপনি কি মনে ভাবচেন মিঃ ক্রোল, বেশ ধীরে সুস্থে ভেবে-চিন্তেই আমি তখন এই পথে পা দিয়েছিলুম ? যার মুখে আজ আপনারা এসব কথা শুনচেন সেই এখনকার 'আমি' আর তখনকার 'আমি'তে অনেক তফাৎ। আর দেখুন, এও আমি বিশ্বাস করি যে একই লোকের মনে, ঠিক একই সময়ে, দুটি বিভিন্ন চিন্তাও পাশাপাশি স্থান পেতে পারে। আমার যখন ইচ্ছা হত বৌটা চলে যাক্, যে-ভাবে হোক্ সরে যাক্, ঠিক তখনি আবার একথাও কিছুতেই মনে আনতে পারতুম না কোনো কালেও তা সম্ভব হতে পারে। সাহসে বুক বেঁধে বিপদের মুখে একটুখানি অগ্রসর হতেই শুনতে পেতুম আমার বুকের মাঝখান থেকে কে যেন চেঁচিয়ে বলচে, সাবধান! আর এক পা-ও অগ্রসর হোস্‌নে!—কিন্তু তবু আমি সে পথ ছাড়তে পারলুম না। আরো একটু এগিয়ে যেতে হল। প্রথম এক পা,—তারপর আরো এক পা,—তারপর এমনি করে এক-পা এক-পা করে অগ্রসর হতে হতে অবশেষে যা হবার তাই হল। এই সব ব্যাপার চিরকাল ঠিক এমনি করেই ঘটে' থাকে। (কিছুকাল সকলেই নীরব)।

রোসমার। (রেবেকাকে) আচ্ছা, এর পর তোমার বাকী জীবনটা কি ভাবে চলবে ভেবে দেখেচ কি ?

রেবেকা। তা যা হবার,হবে। সে কথা ভেবে আর ফল কি।

ক্রোল। অনুতাপের লেশমাত্র নেই! আপনার মনেও কয় [illegible] কিছুমাত্র দুঃখ নেই, নয়?

রেবেকা। (তাঁর কথার কিছুমাত্র আমোল না দিয়া, অবহেলার সুরে) মাফ করবেন মিঃ ক্রোল, এটা সম্পূর্ণ আমার একলার জিনিস—আর কারো সঙ্গে এর কোনো সম্বন্ধ নেই। এ নিয়ে আমার নিজের সঙ্গেই নিজের বোঝাপড়া চলবে।

ক্রোল। (রোসমারকে) চেয়ে ছাখো, এই সেই নারী, এরি সঙ্গে তুমি এতকাল একই গৃহে বাস করচ, একান্ত আপনার জন মনে করে এঁকেই তুমি সকল বিষয়ে সবার চেয়ে বেশি বিশ্বাস করেচ! (দেয়ালের ছবিগুলির দিকে চাহিয়া) হায়, আজ যদি ঐ সব স্বর্গীয় মহাপুরুষ একটিবার এ দৃশ্য দেখতেন!

রোসমার। ক্রোল, তুমি কি এখন শহরে ফিরবে?

ক্রোল। (হাট তুলিয়া লইয়া) হাঁ, এখন যত শীগ্‌গির [illegible] ততই মঙ্গল।

রোসমার। (তিনিও হাট তুলিয়া লইলেন) চল, আমিও যা[illegible]

[illegible] যাবে তুমি? সা[illegible]?—ও, এইজন্যেই বুঝি [illegible] বিশ্বাস কর[illegible]ত পারতুম না তোমাকে আমরা [illegible] হারিয়েচি।

[illegible]মার। তা হলে চল ক্রোল, আমরা যাই। (রেবে-

কার প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়াই উভয়ে বাহির হইয়া গেলেন। মুহূর্ত্তকাল পরে রেবেকা নিঃশব্দে জানালায় গিয়া দাঁড়াইয়া ফুলদলের ভিতর দিয়া বাহিরে চাহিয়া রহিলেন)।

রেবেকা। (অস্ফুট কণ্ঠে আপন মনে বলিতে লাগিলেন) আজও উনি পুলের উপর দিয়ে গেলেন না। ঐ ঘুরে যাচ্ছেন। একটি দিনের তরেও ওঁকে ও পথ দিয়ে যেতে দেখলুম না। কোনোদিন না। (জানালা হইতে ফিরিয়া আসিয়া) যা ভেবেছিলুম তাই। (ঘণ্টার কাছে গিয়া ঘণ্টা নাড়িতেই মিসেস হেলসেথ আসিয়া প্রবেশ করিলেন)।

মিসেস হেলসেথ। কী চাই, মিস ওয়েষ্ট?

রেবেকা। উপর থেকে আমার ট্রাঙ্ক‌টা এনে দাও না মিসেস হেলসেথ!

মিসেস হেলসেথ। ট্রাঙ্ক্?

রেবেকা। হাঁা, সেই বাদামি রঙের যেটা সেইটে।

মিসেস হেলসেথ। তা আনি। কিন্তু, ব্যাপার কি গা? কোথাও যাচ্ছ নাকি?

রেবেকা। হাঁা, যাচ্ছি। একবার দেশ দেখতে বেরিয়ে পড়ব।

মিসেস হেলসেথ। এক্ষুণি?

রেবেকা। এই জিনিস-পত্তর বেঁধে-ছেঁদে নিতে যা দেরি।

মিসেস হেলসেথ। সে কি! আমি যে এর কিছুই জানিনে। তা, শীগগিরই ফিরচ ত?

রেবেকা। না, আর ফিরব না। এবার চিরদিনের মতই চললুম।

মিসেস হেলসেথ। চিরদিনের মতন? ওমা, বল কি গো! তুমি না থাকলে আমাদের কী দশা হবে? মিঃ রোসমার এই যে আবার এতকাল পরে একটুখানি সুখ-শান্তির মুখ দেখতে পেয়েচেন সে কেবল তুমি আছ বলেই ত!

রেবেকা। আমি আজ বড় ভয় পেয়েচি মিসেস হেলসেথ।

মিসেস হেলসেথ। ভয়! কিসের ভয়?

রেবেকা। মনে হল ছায়ার মতো কি-যেন দেখলুম— সেই "শাদা ঘোড়া"ই বুঝি-বা।

মিসেস হেলসেথ। শাদা ঘোড়া! এই দিনের বেলা!

রেবেকা। তা, সে আর তেমন আশ্চর্য্য কি মিসেস হেলসেথ? তোমাদের এই মানস-মন্দিরে দিনে রেতে সব সময়েই শাদা ঘোড়ার আনাগোনা। (ঘরময় পা-চারি করিতে করিতে) যাক, কী বলছিলুম?—হঁ্যা, আমার সেই ট্রাঙ্কটা!

মিসেস হেলসেথ। তা দিচ্চি এনে।

(ডানদিকের দরজা দিয়া উভয়ে নিষ্ক্রান্ত)

চতুর্থ অঙ্ক

[দৃশ্য।—সন্ধ্যার পর সেই কক্ষে টেবিলের উপর শেড্ যুক্ত একটি ল্যাম্প জ্বলিতেছে, আর তার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রেবেকা একটি ব্যাগে তাঁর সামান্য জিনিসপত্র গুছাইয়া তুলিতেছেন। তাঁর জামা, হ্যাট্ আর সেলাইয়ের কাজ করা শালখানি কৌচের গায়ে ঝুলানো রহিয়াছে। ডা'নদিকের দরজা দিয়া মিসেস হেলসেথ প্রবেশ করিলেন।]

মিসেস হেলসেথ। (সংযত মৃদু কণ্ঠে) তোমার জিনিস-পত্তর যা-কিছু সব নিচে নামিয়ে রান্নাঘরের পাশে বেরোবার পথে রেখে এলুম।

রেবেকা। বেশ করেচ। গাড়িটা বলে' দেওয়া হয়েচে?

মিসেস হেলসেথ। হ্যাঁ, দিয়েচি। কোচম্যান্ কখন গাড়ি আন্‌বে জিজ্ঞেস কর্‌লে।

রেবেকা। রাত এগারোটা, কি তার কিছু আগে এলেই চলবে। নৌকো ছাড়ে মাঝ রাতে।

মিসেস হেলসেথ। (একটু ইতস্ততঃ করিয়া) কিন্তু মিঃ রোসমার যদি তার আগে ফিরে না আসেন?

রেবেকা। তা, তিনি না এলেও আমি যাব। যদি তাঁর সঙ্গে আমার দেখা না হয়, তাঁকে বোলো, আমি গিয়ে তাঁকে চিঠি দেব—খুব বড় একখানা চিঠি। তাঁকে বোলো কিন্তু, জানলে?

মিসেস হেলসেথ। হ্যাঁ, সে ভালোই হবে, তাই লিখো। কিন্তু দেখ, আমার মনে হয় আর-একবার তাঁর সঙ্গে তোমার দুটো কথা আলাপ করে' গেলেই যেন ভালো হত।

রেবেকা। কি জানি, হয়ত তাই আমার উচিত।—কিন্তু—না, তাতে ফল ভালো না হয়ে মন্দও হতে পারে।

মিসেস হেলসেথ। হায়, হায় এমন ব্যাপার চোখে দেখতে হবে এ যে আমি কখনো ভাবতেও পারিনি।

রেবেকা। তুমি কী ভেবেছিলে, মিসেস হেলসেথ?

মিসেস হেলসেথ। আমি সত্যি কথা বল্‌ব। মিঃ রোসমারকে আমি এরচেয়ে ঢের ভালো বলেই জানতুম।

রেবেকা। এর চেয়ে ভালো!

মিসেস হেলসেথ। হাঁ, তা বৈ কি!

রেবেকা। এ তুমি কী বলচ মিসেস হেলসেথ?

মিসেস হেলসেথ। কী বল্‌ব আবার—যা সত্যি তাই বল্‌চি। এভাবে এড়িয়ে যাওয়া কি ওঁর ভালো হল?—কখ্‌খনো না।

রেবেকা। (তাঁর পানে চাহিয়া) দেখ, মিসেস হেলসেথ, বেশ সরলভাবে মন খুলে আমার একটা কথার জবাব দাও। বল দিকি আমি চলে যাচ্চি কেন?

মিসেস হেলসেথ। ওমা সে কি আর জানিনে?—দরকার হয়ে দাঁড়িয়েচে, তাই যাচ্চ। তা, যাই চল বাছা, মিঃ রোসমার কাজটা ভালো করলেন না। মর্টেন্সগার্ডের বেলায় না হয় বল্‌বার একটা কথা ছিল। সে মেয়েটার স্বামী তখনো বেঁচে ছিল। তাই—ইচ্ছে ওদের যতই থাক্‌—বিয়ে ত আর কিছুতেই হবার জো ছিল না!—কিন্তু মিঃ রোসমার ত আর—

রেবেকা। (ম্লান হাসিয়া) মিঃ রোসমার আর আমার সম্বন্ধে এমন কথাও তুমি ভাব্‌তে পারলে?

মিসেস হেলসেথ। আজকের আগে একথা এক মিনিটের জন্যেও কোনদিন আমার মনে হয়নি।

রেবেকা। তা আজই বা হল কেন?

মিসেস হেলসেথ। শুনলুম, মিঃ রোসমারের সম্বন্ধে কাগজে নাকি এমন সব সাংঘাতিক কথা বেরিয়েচে—শুন্‌লে গায়ে কাঁটা দেয়।

রেবেকা। ও,—হুঁ।

মিসেস হেলসেথ। দেখ, মর্টেন্সগার্ডের ধর্ম্ম যে গ্রহণ করতে পারে, জানবে, তার অসাধ্য কিছুই নেই, আমার এই বিশ্বাস। আর হয়েচেও নাকি সত্যিই তাই।

রেবেকা। আচ্ছা, মানলুম। কিন্তু আমি? আমার সম্বন্ধে তোমার কী ধারণা?

মিসেস হেলসেথ। তোমায় যে বড় বেশি দোষ দেওয়া যায় তা আমি মনে করিনে। তুমি মেয়েমানুষ তায় একা, তোমার পক্ষে নিজের মনকে ঠেকিয়ে রাখা বড় সোজা কথা নয়। হাজার হোক, আমরাও মানুষ ত!

রেবেকা। একথা খুব সত্যি মিসেস হেলসেথ,—আমরাও ত মানুষ!—ওকি? কী শুনচ?

মিসেস হেলসেথ। (সরু সুরে) সর্ব্বনাশ!—ঐ বুঝি উনি এসে পড়েচেন।

রেবেকা। (চমকিয়া) যাঁ্যা তাই নাকি? এমন একটা ঘটনার পরেও তাহলে ওঁর—! (সঙ্কল্প দৃঢ় করিয়া) আচ্ছা বেশ, তাই হোক্। (রোসমার প্রবেশ করিলেন; রেবেকার জিনিস পত্র চোখে পড়িতেই তাঁর পানে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন)।

রোসমার। এসব কী?

রেবেকা। আমি চলে যাচ্ছি!

রোসমার। এখুনি?

রেবেকা। হ্যাঁ। (মিসেস হেলসেথের দিকে চাহিয়া) রাত এগারোটার সময়,—বুঝলে ত?

মিসেস হেলসেথ। তা বেশ, তাই বলে' দিইগে। (নিষ্ক্রান্ত)

রোসমার। (কিছুকাল নীরব থাকিয়া) কোথা যাচ্ছ রেবেকা?

রেবেকা। উত্তরে। নৌকোয়।

রোসমার। উত্তরে! উত্তরে কেন?

রেবেকা। আমি ত সেই দেশ থেকেই এসেছিলুম।

রোসমার। কিন্তু, এখন ত আর সেখানে তোমার কোনো বাঁধন নেই।

রেবেকা। বাঁধন এখানেই বা কি?

রোসমার। কি করবে?

রেবেকা। তা জানিনে? ভাবচি যেমন করে হোক এ সব চুকিয়ে ফেল্‌ব। আমি আর পারিনে!

রোসমার। চুকিয়ে ফেলবে?

রেবেকা। মানস-মন্দিরে এসে আমি সব হারিয়েছি।

রোসমার। (অধিকতর মনোযোগের সহিত) সে কি?

রেবেকা। মন একেবারে ভেঙে গেচে। প্রথম যখন এখানে আসি তখন যে মনের বল, যে সাহস ছিল, আজ তার

কিছুই নেই। নতুন দেশের নতুন সব আইন-কানুনের চাপে একেবারে মুষ্‌ড়ে গেছি। এর পর নতুন-করে' আবার সংসারে কোনো কাজ আরম্ভ করা আর যে আমার সাহসে কুলোবে এমন মনে হয় না।

রোসমার। কেন? আইনের চাপে মুষড়ে গেছ—এ কথার অর্থ?

রেবেকা। আর সে কথায় কাজ নেই বন্ধু।—মিঃ ক্রোল আর তোমাতে কী কথা হ'ল তাই বল।

রোসমার। আমাদের মনের মেঘ কেটে গেছে।

রেবেকা। শুনে সুখী হলুম।—আমিও এই আশাই কর্‌ছিলুম।

রোসমার। আমাদের পুরোণো বন্ধু-বান্ধব সবাইকে সে তার বাড়িতে এনে হাজির করলে—তা'রাই আমায় বুঝিয়ে দিলে মানুষের মনকে উন্নত করবার শক্তি আমাতে কিছুমাত্র নেই। আর তাছাড়া অমন আশা করাই ভুল। তাই আমি স্থির করেচি এ পথ ছাড়্‌ব।

রেবেকা। হাঁ, সেই ভাল।

রোসমার। তুমিও তাই বলচ? এখন তবে তোমারো সেই মত?

রেবেকা; এই দু-একদিনে আমার মতটা তাই দাঁড়িয়েচে.

রোসমার। মিথ্যে কথা!

রেবেকা। মিথ্যে— ?

রোসমার। হাঁ, মিথ্যে বৈ কি। আমার পরে কোনো আস্থা তোমার কোনকালেই ছিল না। আমাদের সাধনাকে সিদ্ধির পথে অগ্রসর করে দেবার শক্তি আমাতে যে কিছুমাত্র আছে এ বিশ্বাস একদিনের তরেও তোমার মনে স্থান পায়নি।

রেবেকা। আমার বিশ্বাস ছিল আমরা দুজনে মিলে তা নিশ্চয় পারব।

রোসমার। সে কথাও মিথ্যে। তোমার কী বিশ্বাস ছিল, বলব ? তুমি নিজেই জীবনে খুব একটা বড় কাজ করতে পারবে—আমাকে দিয়ে যা-খুসি-তাই করিয়ে নেবে—তোমার উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পথে আমি তোমার কাজে লাগব—এইমাত্র!

রেবেকা। জন, আমার কথা শোনো—

রোসমার। (ক্লান্তভাবে কোচে বসিয়া পড়িয়া) না না আর আমি কিছুই শুনতে চাইনে। সবই বুঝতে পেরেচি! এতকাল তোমার হাতে আমি শুধু একটা খেলার পুতুল হয়ে ছিলুম!

রেবেকা। আমায় সব কথা বলতে দাও জন। এস আজ এর একটা শেষ হিসাব-নিকাস করে ফেলি। (কোচের পার্শ্বে একখানি চৌকিতে বসিলেন) ভেবেছিলুম দেশে ফিরে গিয়ে

সব কথা তোমায় লিখে জানাব। কিন্তু দেখ্‌চি তোমাকে এখুনি তা বলে ফেলাই ভাল।

রোসমার। তবে কি তোমার আরো কিছু আমায় বল্‌বার আছে ?

রেবেকা। হাঁ, সব চেয়ে দরকারী কথাটাই এখনো বলা হয়নি।

রোসমার। সে আবার কি !

রেবেকা। যা তুমি কোনদিন ভাবতেও পারোনি, তাই। আর তার থেকেই বাকী আর যা-কিছু সব পরিষ্কার বুঝ্‌তে পারবে।

রোসমার। (ঘাড় নাড়িয়া) নাঃ, কিছু বুঝলুম না।

রেবেকা। দেখ, এ কথা খুব সত্যি এই মানস-মন্দিরে প্রবেশ করবার জন্যে এক সময় আমাকে ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছিল। ভেবেছিলুম যেমন করে হোক এ বাড়িতে একটা সুবিধা আমি করে নিতে পারবই।

রোসমার। তা তোমার মৎলোব ত সিদ্ধই হয়েচে !

রেবেকা। আমার বিশ্বাস, তখন আমাকে দিয়ে সবই হতে পারত, কেননা, স্বাধীন-ইচ্ছার একটা বল তখন আমার ছিল। আর-কারো সুখ-দুঃখের কথা ভাব্‌বার তখন আমার সময় ছিল না,—কোথাও এমন কিছুই ছিল না, যা আমার পথ

থেকে আমায় ফিরিয়ে আনতে পারে। কিন্তু তার পরে যা সুরু হল তাতেই আমার মনের বল সব হারালুম, আর, সমস্ত জীবনটাও একটা ত্রাস, একটা বেদনার বিষে জর্জ্জরিত হয়ে গেল !

রোসমার। কী সুরু হল, শুনি? হেঁয়ালি রেখে স্পষ্ট করে বল যেন বুঝ্‌তে পারি।

রেবেকা। এক উন্মত্ত, উদ্দাম লালসায় আমার হৃদয়মন আচ্ছন্ন হয়ে গেল—! হায়, জন্—!

রোসমার। লালসা! তোমার! কেন? কিসের জন্যে?

রেবেকা। তোমারি জন্যে!

রোসমার। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) য়্যাঁ, সে কি!

রেবেকা। (বাধা দিয়া) স্থির হও জন্, সবই তোমায় বল্‌চি।

রোসমার। তবে কি বল্‌তে চাও আমায় তুমি ভালো-বেসেছিলে?

রেবেকা। তখন ভাবতুম, হয়ত সত্যিই তোমায় ভালো-বাসি। ভাবতুম, বুঝি এরি নাম ভালোবাসা! কিন্তু তা নয়। সে হচ্চে, ঐ যা বললুম, একটা উদ্দাম উন্মত্ত কামনা, তা ছাড়া আর কিছুই নয়।

রোসমার। (রুদ্ধ কণ্ঠে) রেবেকা, একি সত্যিই তুমি,—তুমি,—তোমারি মুখে আজ একথা শুনচি?

রেবেকা। হাঁ, জন্, সত্যিই তাই।

রোসমার। তবে কি এরি ফলে, এরি প্রভাবে তুমি সেই নিদারুণ অভিনয় করেছিলে—যা তুমি নিজেই স্বীকার করেচ?

রেবেকা। সাগরের ওপর দিয়ে যেমন করে ঝড় বয়ে যায় আমার ওপর দিয়েও তেমনি একটা ঝড় বয়ে গেছে।—আমাদের উত্তর দেশে শীতের দিনে যেমন ঝড় হয়, এও ঠিক তেমনি। সে ঝড়ে মানুষকে তুলে নিয়ে যায়, ঠেলে নিয়ে যায়। যতক্ষণ না তার বেগ তার মাতন একেবারে শেষ হয়ে আসে ততক্ষণ কারো সাধ্য নেই তাকে বাধা দ্যায়।

রোসমার। তবে তাতেই বুঝি অভাগিনী বীটা স্রোতের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে' প্রাণ হারায়, কেমন?

রেবেকা। হাঁ। তখন বীটাতে আর আমাতে একটা জীবন-মরণের সংগ্রাম চল্‌ছিল।

রোসমার। মানসমন্দিরে তুমিই সকলের চেয়ে বেশি শক্তির পরিচয় দিয়েচ,—আমি আর বীটা তুজনে মিলেও তোমার সমান হতে পারিনি।

রেবেকা। তোমাকে আমি তখন যতটুকু জানতুম তাতে এই বুঝেছিলুম যতদিন পর্য্যন্ত তুমি অন্তরে বাহিরে সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন হতে না পারবে ততদিন আমিও কোনমতেই তোমার কাছে এগতে পারব না।

রোসমার। কিন্তু আমি তবু তোমায় বুঝলুম না রেবেকা! তুমি নিজে এবং তোমার চরিত্র—আগাগোড়া সবটাই আমার কাছে এক দুর্ভেদ্য প্রহেলিকা! আজ ত আমি সম্পূর্ণ স্বাধীন—অন্তরে বাহিরে কোথাও ত আর আমার কোনো বন্ধন নেই! সেই প্রথম দিন থেকে তুমি যে-উদ্দেশ্য লক্ষ্য করে অগ্রসর হয়েছিলে সে ত আজ তোমার একেবারে মুঠোর ভেতর! আর তা সত্বেও—

রেবেকা। আমার জীবনের লক্ষ্য হারিয়ে আজ আমি বহুদূরে এসে পড়েচি।

রোসমার। তা সত্বেও, কাল আমি যখন তোমায় জিজ্ঞেস করলুম—রেবেকা, তুমি কি আমার স্ত্রী হবে?—আমার সমস্ত অনুরোধ এড়িয়ে তুমি তখন বলে উঠলে,—না, সে কখ্খনো হতে পারে না, কিছুতেই না।

রেবেকা। তার যে কোনো আশাই নেই। তাই অমন আর্ত্তনাদ করে উঠেছিলুম।

রোসমার। আশা নেই কেন?

রেবেকা। তোমায় ত বললুম, মানস-মন্দির আমার যা কিছু শক্তি সব নিঙ্‌ড়ে নিয়েচে—যতটুকু মনের জোর আমার ছিল সব একেবারে দলে' পিষে' শুষে' নিয়েচে। সাহসে বুক বেঁধে যে-কোন বিপদের মুখে এগিয়ে যাবার দিন আর আমার নেই। কাজ করবার শক্তিও যা-কিছু সব খুইয়েচি।

রোসমার। কি-করে এমন হল বল দিকি?

রেবেকা। তোমার সঙ্গে একত্র বাস করার পরিণাম।

রোসমার। সে কি! তার মানে?

রেবেকা। তুমি আর আমি ছাড়া যখন এখানে আর কেউ ছিল না—অর্থাৎ যখন নিজের সত্যিকার পরিচয় তুমি প্রথম পেলে—

রোসমার হাঁ, হাঁ, তারপর?

রেবেকা। কেননা বীটা যতদিন বেঁচে ছিল ততদিন তুমি নিজের শক্তি কখনো ঠিকমত বুঝতে পারোনি।

রোসমার। হায়, সে কথা সত্য বই কি!—তারপর?

রেবেকা। তুমি আর আমি যখন নিভৃতে পরম সুখে একসঙ্গে এ বাড়িতে বাস করতে লাগলুম,—যখন তুমি অকপটে মনের যত কথা সব আমায় বলতে,—মনের সব ভাব—সে যত. কেন কোমল,যত কেন গোপনীয় হোক্ না—অসঙ্কোচে সব আমায় জানাতে,—ঠিক তখন থেকেই আমার মনে ধীরে ধীরে একটু একটু করে একটা প্রকাণ্ড পরিবর্ত্তন সুরু হল। হয়ত তখন আমি তার কিছুই টের পাইনি, কিন্তু অবশেষে একদিন তাতেই একেবারে অবশ অভিভূত হয়ে পড়লুম—আমার অন্তরের অন্তস্তল পর্য্যন্ত আলোড়িত হয়ে উঠ্‌ল।—

রোসমার। এ কিসের কথা বলছ রেবেকা?

রেবেকা। আর, যে উদ্দাম আসঙ্গলিপ্সায় আমার মধ্যে ভালো যেটুকু সব লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, সেই উন্মত্ত লালসার গভীর মোহ আমি সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠলুম। অন্তরের সমস্ত অশান্ত আবেগ একেবারে স্তব্ধ শান্ত স্থির হয়ে এল। নিশীথ-সূর্য্যের কিরণপাতে পর্ব্বতের চূড়ায় যে সুগভীর শান্তি বিরাজ করে, ঠিক তেমনি একটা নিঃশব্দ গভীর স্তব্ধ শান্তির মধুর মায়ায় ধীরে ধীরে আমার সমস্ত হৃদয় আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

রোসমার। বল, বল,—যদি আরো কিছু তোমার বল্‌বার থাকে সব বল।

রেবেকা। আর বেশি কী বলব জন? কেবল এইটুকু জেনে রাখ, এম্‌নি করেই আমার অন্তরে ভালোবাসার প্রথম জাগরণ! সে এক আত্ম-বিস্মৃত গভীর ভালোবাসা—চিরনির্ম্মল,—চিরমধুর।—শুধু কেবল মনের মিলনেই সে ভালোবাসার পূর্ণ তৃপ্তি! তোমাতে-আমাতে হৃদয়ে হৃদয়ে সে মধুময় মিলন অনেক দিন হয়ে গেছে বন্ধু!

রোসমার। হায়, ঘুণাক্ষরেও যদি কোনদিন একথা আমার মনে হত!

রেবেকা। তা যে হয়নি, সে ভালোই হয়েচে। কাল তুমি যখন আমায় জিজ্ঞেস্ করলে আমি তোমার স্ত্রী হতে রাজী আছি কিনা, সে কথা শুনে আমি আনন্দে চীৎকার করে উঠেছিলুম—

রোসমার। হাঁ, ঠিক তাই। কেমন, তাই নয় রেবেকা? আমি ত তখন তাই বুঝেছিলুম!

রেবেকা। হাঁ, মুহূর্ত্তের জন্যে তখন একবার আত্ম-বিস্মৃত হয়েছিলুম! আমার অন্তরের সেই উদ্দাম বাসনা, সেই দুঃসহ দুরন্ত কামনা শাসনের সমস্ত বাঁধ ভেঙে-ফেলে' ছুটে বেরিয়ে আস্‌বার জন্যে মাথা ঠুক্‌ছিল—সেই ঠিক আগেকার মতন! কিন্তু এখন তার সে শক্তি আর নেই, চিরদিনের মতই নিঃশেষ হয়ে গেছে।

রোসমার। তোমার মনের এই পরিবর্ত্তন কি করে হল বুঝতে পেরেচ?

রেবেকা। হাঁ, তোমাদের পিতৃপুরুষেরা জীবনটাকে যে-চোখে দেখ্‌তেন—তুমি নিজেও তাকে যে-চোখে দেখে থাক—আমার মনেও আজ তারি বিষ ঢুকিয়ে গেছে!

রোসমার। বিষ?

রেবেকা। হাঁ। তারি ফলে আমার মনটা আজ এমন অসাড় নিস্তেজ হয়ে পড়েচে, আর যত-সব অদ্ভুত বিধি-নিষেধের সহস্র নাগপাশে আপনাকে পাকে পাকে জড়িয়েচে! তুমি আমায় মহৎ করে তুলেচ, তোমার সংসর্গে আমার মন উন্নত হয়েচে—

রোসমার। হায় রেবেকা, তোমার মুখের এই কথাটি যদি আজ বিশ্বাস করতে পারতুম!

রেবেকা। নির্ভয়ে বিশ্বাস কর বন্ধু! জীবনটাকে ঠিক তোমাদের চোখ দিয়ে দেখতে শিখ্‌লে হৃদয় উন্নতই হয়। কিন্তু—(ঘাড় নাড়িয়া ,—কিন্তু—কিন্তু—

রোসমার। কিন্তু কী?—বল, বল!

রেবেকা। কিন্তু, তাতে আর 'আনন্দ' থাকে না! তাকে চিরদিনের মতই হারাতে হয়!

রোসমার। এই কি তোমার বিশ্বাস?

রেবেকা। অন্তত আমার ত তাই হয়েচে!

রোসমার। তুমি কি তা স্থির বুঝে দেখেচ? ধর, তোমায় যদি আজ আবার আমি জিজ্ঞাসা করি—? আবার যদি তোমার দুটি হাতে ধরে' মিনতি করি—?

রেবেকা। না, না, বন্ধু,—আর তুমি সে-কথা তুলো না—সে অসম্ভব।—কেন অসম্ভব, শুনবে? আজ তোমায় আমি সবই বল্‌ব।—আমার জীবনের একটা—একটা ইতিহাস আছে।

রোসমার। আমায় যা বলেচ তা ছাড়াও কি আরো কিছু?

রেবেকা। হাঁ, তা ছাড়াও আরো কিছু, এবং তাতে আর এতে ঢের তফাৎ।

রোসমার। (ম্লান হাসিয়া) কি আশ্চর্য্য! দেখ রেবেকা, ঐ রকম কি-একটা কথা মাঝে মাঝে আমারো মনে উঁকি মারত।

রেবেকা। বটে! আর তবু তুমি—?

রোসমার। কথাটা আমার বিশ্বাস কোনোকালেই হয়নি। সে শুধু একটা কল্পনার খেয়াল—তার বেশি আর কিছুই নয়!

রেবেকা। যদি তুমি জানতে চাও আমি এখুনি তোমায় সে কথা সবই বলব।

রোসমার। (বাধা দিয়া, না, না, আমি কিছুই জানতে চাইনে। সে যা হয় হোক, আমায় তা ভুলে যেতেই হবে।

রেবেকা। কিন্তু আমি যে ভুলতে পারিনে!

রোসমার। রেবেকা—!

রেবেকা। দেখ, এইটেই সব চেয়ে বেশি নিদারুণ, যে, আজ যখন আমার সুমুখে জীবনের আনন্দ-ভাণ্ডার সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হয়ে গেছে তখন আমার মন আমায় বল্‌চে, শুধু কেবল আমার অতীত জীবনের একটা অজানা অপরাধের ফলেই তাতে আমার প্রবেশ করবার কিছুমাত্র অধিকার নেই।

রোসমার। তোমার অতীত আজ তোমার কাছে মৃত বই কি রেবেকা! এখন তোমার মনের উপর তার কোনো প্রভাব নেই—তার সঙ্গে আর তোমার কিছুমাত্র সংস্রব নেই।

রেবেকা। হায় বন্ধু, এযে শুধু কথার কথা তা কি তুমি জানো না! পাপের সে কালিমা আমি কেমন করে মুছব? অকলঙ্ক জীবন আর আমি কোথায় পাব?

রোসমার। (বিষণ্ণ ভাবে) অকলঙ্ক জীবন!—হাঁ, তাই বটে।

রেবেকা। হাঁ, সেই অকলঙ্ক নিষ্পাপ জীবনই আমাদের যত সুখ যত আনন্দ সকলের মূলে—এইত তোমার শিক্ষা? তোমার ত মনে আছে এই কথাটাই সমস্ত নরনারীর মনে সর্ব্বদা জাগিয়ে রেখে তুমি তাদের মহত্ত্ব আর আনন্দের পথে নিয়ে যাবে বলেছিলে।

রোসমার। থাক্ থাক্, আর সে-কথা মনে এনে কাজ নেই রেবেকা। সে একটা অর্দ্ধ-স্ফুট স্বপ্ন বই আর কিছুই নয়—একটা অদ্ভুত দুরাশা—এখন তার পরে আর আমার কোনো আস্থা নেই। বাহিরের কোনো শক্তি এসে মানুষের মনকে কোনদিন উন্নত করে তুলতে পারে না,—আমার এই কথাটি তুমি চিরদিন মনে রেখ রেবেকা।

রেবেকা। কিন্তু, ভালোবাসা—ভালোবাসা কি পারে না? হৃদয়ের স্নিগ্ধ নির্ম্মল নিষ্কাম ভালোবাসা?

রোসমার। (মুহূর্ত্ত ভাবিয়া) হাঁ, সে যে স্বর্গীয় জিনিষ!—মানব জীবনের চরম সৌভাগ্য—বিধাতার শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ!—সে ভালবাসার অসীম শক্তি—সে ভালবাসা সব পারে!—কিন্তু—হাঁ, যদি তাতে লেশমাত্রও কামনা না থাকে। (অস্থির ভাবে) কিন্তু কেমন করে' এ প্রশ্নের মীমাংসা করব?—কেমন করে' কবে আমি নিঃসংশয়ে বুঝতে পারব—

রেবেকা। তুমি কি আমায় বিশ্বাস কর না জন্‌?

রোসমার। বিশ্বাস? আর আমি তোমায় কেমন করে বিশ্বাস করব রেবেকা? এখানে আসার পর থেকে আমার সঙ্গে কেবল লুকোচুরি করেই তোমার দিন কেটেচে—বরাবর তুমি আমায় ফাঁকি দিয়ে এসেচ। তারপর আজ আবার এক নতুন কাহিনী তুমি আমায় শোনালে! যদি এর তলেও তোমার কোনো ক্রূর অভিসন্ধি লুকোনো থাকে তবে আমায় তা খুলে বল! কী চাও তুমি? কিসের সাধ তোমার মনে? বল, বল রেবেকা, তোমার তৃপ্তি, তোমার সুখের জন্যে আজ আমি সবই করতে প্রস্তুত!

রেবেকা। (মর্ম্ম-বেদনায় চঞ্চল হইয়া হাতে হাত ঘষিতে ঘষিতে) উঃ, কী নিষ্ঠুর কী ভীষণ সন্দেহ!—জন্‌, জন্‌—।

রোসমার। জানি, জানি রেবেকা, এ বড় কঠিন, বড় নিদারুণ,—কিন্তু কী করব?—উপায় নেই! এ সন্দেহের হাত আমি কিছুতেই এড়াতে পারব না,—আর আমি কোনমতেই বিশ্বাস করতে পারব না আমার প্রতি তোমার যা ভালোবাসা তা খাঁটি, তা নিষ্কাম, তা পবিত্র!

রেবেকা। কিন্তু তোমার হৃদয় কি সেকথা তোমায় বলে দিচ্ছে না? আমার এই-যে পরিবর্ত্তন, যা কেবল তোমার প্রভাবেই ঘটেচে—শুধু কেবল তোমারি,—এর কোনো সাড়াই কি তোমার মনে বেজে ওঠেনি?

রোসমার। দেখ, আমি-যে মানুষের মনে কোনো একটা পরিবর্ত্তন এনে দিতে পারি, নিজের শক্তির পরে এতটা নির্ভর আর আমার নেই। নিজের পরে আমার যা-কিছু বিশ্বাস ছিল সব ঘুচে গেছে। আর আমি কাউকে বিশ্বাস করিনে— আপনাকেও না, তোমাকেও না।

রেবেকা। (ব্যথিত বিষন্ন দৃষ্টিতে তাঁর পানে চাহিয়া) জীবনটা তবে কি-ভাবে কাটাবে ভাবচ ?

রোসমার। তা জানিনে—ভাবতেও পারিনে। আর যে বেশিদিন বাঁচব সে ভরসাও নেই। তা ছাড়া, কার জন্যে, কিসের জন্যে বাঁচব ? সংসারে আর আমার এমন কী আছে রেবেকা ?

রেবেকা। শুধু এক-জীবনেই ত আমাদের শেষ নয়— জীবন যে অনন্ত ! যুগে যুগে নব নব জন্মলাভ করে' সেই অনন্ত জীবনের মালা-গাঁথা হয়। এই বিশ্বাস অন্তরে দৃঢ় কর বন্ধু ! এ জীবনটা শেষ হয়ে যেতে আর কতক্ষণ ? কেনই বা তার জন্যে এত আকুলতা ?

রোসমার। (অস্থিরভাবে হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া) তবে আবার আমার সেই বিশ্বাস আমায় ফিরিয়ে দাও রেবেকা— তোমার পরে বিশ্বাস—তোমার ভালোবাসায় বিশ্বাস ! তার একটা প্রমাণ আমায় দাও ! একটা কিছু প্রমাণ আমার যে চাই-ই।

রেবেকা। প্রমাণ! প্রমাণ আমি কেমন করে করব?

রোসমার। সে তোমায় করতেই হবে! (পা-চারি করিতে করিতে) জীবনের এই মরুপথে একা একা আর আমি এক পাও চলতে পারবিনে। এই অসহায় নিঃসঙ্গ জীবনের দুঃসহ ভার আর আমি কিছুতেই বইতে পারবিনে! এ যে বড় নিদারুণ, বড় কঠিন!—এই—এই— হলঘরের দরজায় কে করাঘাত করিল।

রেবেকা। (চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া) ও কি!

(দরজা খুলিয়া গেল। আলরিক ব্রেণ্ডেল প্রবেশ করিলেন। তাঁর গায়ে একটি শাদা শার্ট ও একটি কালো কোট; পায়ে একজোড়া বড় বুট। এ ছাড়া আর যা কিছু সবই তাঁর আগেকার। তাঁর চোখে-মুখে একটা বেদনার ছায়া।)

রোসমার। একি! মিঃ ব্রেণ্ডেল যে!

ব্রেণ্ডেল। জন্, বৎস, আমি আজ তোমার কাছে বিদায় নিতে এসেচি।

রোসমার। এত রাত্রে কোথায় যাবেন?

ব্রেণ্ডেল। পাহাড়ের তলায় নেমে যাচ্ছি। তারপর ভাঁটার মুখে কোথায় ভেসে যাব জানিনে।

রোসমার। সে কি—?

ব্রেণ্ডেল। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাচ্চি! সেই গৃহের জন্যে আজ আমার প্রাণ কেঁদে উঠেচে—সেই বিরাট শূন্য আজ আমার হাতছানি দিয়ে ডাক্‌চে।

রোসমার। নিশ্চয় আপনার একটা কিছু হয়েচে মিঃ ব্রেণ্ডেল! কী, বলুন্ না!

ব্রেণ্ডেল। আমার পরিবর্ত্তন তবে তুমি বুঝতে পেরেচ? তা, সে আর বোঝা তেমন কঠিন কী? সেদিন যখন তোমাদের এখানে এসেছিলুম তখন আমি বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী—ভাণ্ডারে যেন আমার অর্থের অভাব নেই—

রোসমার। তাই নাকি! আমি ত ঠিক বুঝতে পারচিনে—!

ব্রেণ্ডেল। আর, আজ আমায় দেখে তোমাদের মনে হচ্চে সম্রাট্ যেন তাঁর সিংহাসন হারিয়ে দগ্ধ রাজপ্রাসাদের ভস্মরাশির উপর দাঁড়িয়ে রয়েচেন!

রোসমার। আমাকে দিয়ে যদি আপনার কোনো উপকার হয়—

ব্রেণ্ডেল। তোমার মনে আজও সেই শিশুর সরলতা। আচ্ছা, জন, একটা জিনিষ আমায় ধার দিতে পারো?

রোসমার। নিশ্চয়, নিশ্চয়!

ব্রেণ্ডেল। দু'একটা উচ্চ আদর্শ?

রোসমার। সে কি!

ব্রেণ্ডেল। যা তুমি ত্যাগ করেচ—এমন দুটো কি একটা আদর্শ পারবে আমায় দিতে? আমার বড় উপকার হবে! মনের সমস্ত মলিনতা আজ আমার একেবারে ধুয়ে গেছে!

রেবেকা। আপনি যে বক্তৃতা দেবেন বলেছিলেন সে কি আর হয়ে উঠল না?

ব্রেণ্ডেল। না। কেন, জানো? রত্নভাণ্ডার উজাড় করে ঢেলে দেবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াতেই হঠাৎ বড়-বেদনায় শিউরে উঠে দেখলুম—আমি একেবারে সব হারিয়ে দেউলে হয়ে গেছি।

রেবেকা। কী কী বই না আপনি লিখবেন বলেছিলেন তার কী হ'ল?

ব্রেণ্ডেল। হ'ল না। প্রায় পঁচিশ বছর ধরে নিজের কোষাগারে কুলুপ এঁটে কৃপণের মতো আগলে বসে ছিলুম। তারপর আজ খুলে দেখি, তাতে আর কিছু নেই—কালের চক্রে কখন সব একেবারে গুঁড়িয়ে ধূলো হয়ে গেছে। আমার এত-দিনের এত সঞ্চয়,—তার আর কিছুমাত্র অবশিষ্ট নেই।

রোসমার। আপনি কি তা স্থির বুঝেচেন?

ব্রেণ্ডেল। হাঁ, এতে আর লেশমাত্র সন্দেহের স্থান নেই, জন! প্রেসিডেন্ট আমায় তা বেশ করেই বুঝিয়ে দিয়েচেন।

রোসমার। প্রেসিডেন্ট! কে প্রেসিডেন্ট?

ব্রেণ্ডেল। ও, হাঁ,— সেই মহামান্য মহাপুরুষ—কেমন এইবার ঠিক বলেচি ত?

রোসমার। কার কথা বল্‌চেন বুঝ্‌তে পারচিনে। কে সে?

ব্রেণ্ডেল। পীটার মর্টেন্সগার্ড।

রোসমার। সে কি!

ব্রেণ্ডেল। (ভক্তিভাব ভাব ও ভঙ্গি দেখাইয়া) চুপ, চুপ, চুপ! পীটার মর্টেন্সগার্ড সমস্ত ভাবী কালের ভাগ্যবিধাতা। এত বড় একটা মানুষ—এত বিরাট্‌- আর কখনো আমার চোখে পড়েনি! পীটার মর্টেন্সগার্ড সর্ব্বশক্তিমান—ইচ্ছে করলে করতে না পারেন এমন কাজ নেই।

রোসমার। এ সব কথা বিশ্বাস করবেন না, ছি!

ব্রেণ্ডেল। এ যে সত্য কথা। কেননা, পীটার মর্টেন্সগার্ড কোনদিন নিজের শক্তির অতীত কোনো কাজে হাত দ্যান না। পীটার মর্টেন্সগার্ড কোনো আদর্শ সুমুখে না রেখেও জীবনের পথে চলতে জানেন। মনে রেখ জীবনের সমস্ত সফলতার মূল রহস্য এইখানে। পৃথিবীর যা-কিছু জ্ঞান, সবই এর মধ্যে সঞ্চিত সংহত হয়ে রয়েচে!

রোসমার। (মৃদু কণ্ঠে) এতক্ষণে বুঝলুম আপনি এখানে

এসে সত্যি সত্যিই আগের চেয়ে অনেক বেশি দরিদ্র হয়েই ফিরে যাচ্ছেন !

ব্রেগুেল। বুঝেচ ? বেশ, তবে তোমার এই ছেলেবেলাকার শিক্ষকের দৃষ্টান্ত দেখে একটি জিনিস শিক্ষা কর। তার কাছে তুমি যা-কিছু শিখেছিলে সব মন থেকে মুছে ফেলে দাও। আকাশ-কুসুমের স্বপ্ন দেখো না। ধূলোর পরে আশার সৌধ গড়ে' তুলতে যেয়ো না। সমুখপানে চোখ চেয়ে পথ চলতে শিখবে। আর, যে মায়াময়ী মোহিনী রমণী আজ তোমার জীবনটাকে মধুময় করে তুল্‌চেন তাঁর পরে অতটা নির্ভর করবার আগে একবার বেশ করে' ভেবে দেখো চোরাবালিতে পা দিয়েচ কি না।

রেবেকা। আপ্‌নি কি আমার কথা বল্‌চেন ?

ব্রেগুেল। হাঁ, আপনিই সেই রূপরাণী অপ্সরী !

রেবেকা। আমার পরে নির্ভর করা কেন চল্‌বে না ?

ব্রেগুেল। (তাঁর দিকে এক পা অগ্রসর হইয়া) শুনেছিলুম আমার ছাত্র এক ব্রত নিয়েচে—সমস্ত জীবনের সাধনা দিয়ে তাকে সিদ্ধির পথে নিয়ে যাবে !

রেবেকা। আর এখনো যদি তিনি— ?

ব্রেগুেল। হাঁ, সে সাধনায় সিদ্ধিলাভ সে করবেই—কিন্তু সে কেবল একটি সর্ত্তে !

রেবেকা। কী সে সর্ত?

ব্রেণ্ডেল। (তাঁর একখানি হাত ধীরে ধীরে আপনার হাতে তুলিয়া লইয়া) যে রমণী তাকে ভালোবাসেন তিনি যদি নিজের এই টুকটুকে সুন্দর কড়ে' আঙুলটি—ঠিক এই মাঝ-খানটিতে—আনন্দে, আপনার হাতে হাসতে হাসতে কেটে ফেলতে পারেন—হাঁ, আর ঐ সুডৌল সুন্দর বাঁ কানটি—তবেই, তবেই তা সম্ভব! (তাঁর হাত ছাড়িয়া দিয়া, রোসমারের দিকে ফিরিয়া) জন, আমি চললুম, তোমার জয় হোক্।

রোসমার। আপনি কি তবে নিতান্তই যাবেন? যে অন্ধকার রাত—!

ব্রেণ্ডেল। অন্ধকার রাতটাই সব চেয়ে বেশি সুবিধার! আশীর্ব্বাদ করি সুখে থাক। (প্রস্থান। কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব—কক্ষ নিস্তব্ধ।)

রেবেকা। (হাঁপাইয়া-উঠিয়া) উঃ, কী সাংঘাতিক গরম! উঠিয়া গিয়া জানালা খুলিয়া দিয়া তার পাশে দাঁড়াইয়া রহিলেন)

রোসমার। (ষ্টোভের নিকটে একটা চৌকাতে বসিয়া-পড়িয়া) আমি বুঝতে পেরেছি রেবেকা এখন আর তোমার না গেলেই নয়, তোমাকে যেতেই হবে।

রেবেকা। হাঁ; তা ছাড়া আর উপায় কী?

রোসমার। বিদায়ের পূর্ব্বে আমাদের এই শেষ সময়টুকু তবে

আর বৃথা নষ্ট করব না। রেবেকা, আমার কাছে এস। এই খানে বোস আমার পাশে।

রেবেকা। (গিয়া তাঁর পার্শ্বে কৌচে বসিলেন) কী, জন?

রোসমার। গোড়াতেই তোমাকে বলে রাখি, ভবিষ্যতের জন্যে তোমায় কিছু ভাবতে হবেনা।

রেবেকা। ক্ষীণ হাসিয়া) হুঁ! আমার ভবিষ্যৎ!

রোসমার। আপদ-বিপদ কত কি হতে পারে এই ভেবে তোমার ব্যবস্থা আমি আগে থেকেই করে রেখে'চ।

রেবেকা। এতটাও তুমি করেচ আমার জন্যে?

রোসমার। আমি যে করব সে কি তুমি জানতে না?

রেবেকা। ওসব ভাবনা অনেকদিন ছেড়ে দিয়েচি!

রোসমার। তা ত দেখেই। আমাদের জীবনটা চিরকাল ঠিক এমনি করেই কেটে যাবে এ ছাড়া আর কিছুই ত তুমি ত ভোনি কোনদিন।

রেবেকা। হুঁ, আমি তাই ভাবতুম।

রোসমার। আমিও। কিন্তু ধর, আজ যদি আমার একটা-কিছু হয়—

রেবেকা। তুমি আমার চাইতে বেশি দিন বাঁচবে, জন!

রোসমার। এ হতচ্ছাড়া জীবনটা যখন খুসি শেষ করে' ফেল্‌লেই বা কি?

রেবেকা। ওকি কথা জন? তুমি কি তবে ভাবচ যে—

রোসমার। এতে আর আশ্চর্য্য হচ্চ কেন রেবেকা? এত বড় একটা নিদারুণ মর্ম্মান্তিক পরাজয়ের পরেও কি বেঁচে থাকতে সাধ হয়? সাধনায় সিদ্ধিলাভ করব, সংগ্রামে জয়ী হব, এই না ছিল আমার জীবনের ব্রত?—আর সেই আমি আজ কিনা যুদ্ধ সুরু হবার আগে থাকতেই পলাতক!

রেবেকা। আবার সে যুদ্ধে অগ্রসর হও জন! দেখবে তোমার জয়লাভ অনিবার্য্য! শত শত, সহস্র সহস্র লোক তোমারি যত্নে মানুষ হয়ে উঠবে! একবার—শুধু একবার তুমি চেষ্টা করে দেখ!

রোসমার। আর চেষ্টা! আমার জীবনে যে কোনো একটা বিশেষ লক্ষ্য আছে সে বিশ্বাস আর কি আমার আছে রেবেকা?

রেবেকা। কিন্তু সাধনার পথে প্রথম সোপান তুমি ত পার হয়েচ—তোমার শক্তির একটা পরীক্ষা ত হয়েই গেছে। অন্তত একটি হৃদয়কে তুমি চিরদিনের মত মহৎ করে গড়ে তুলেচ। —আমি আমার নিজের কথা বলচি।

রোসমার। বুঝেচি। কিন্তু হায়, তোমার সম্বন্ধে এ কথা বিশ্বাস করবার সাহস যদি আমার থাকত!

রেবেকা। (হাত দুখানি মোচড়াইতে মোচড়াইতে) বল, বল জন্, কিসে তোমার সে বিশ্বাস হবে।

রোসমার। আতঙ্কে (শঙ্কিত হইয়া) না না, রেবেকা, ও কথায় কাজ নেই আর। দোহাই তোমার, আর ও কথা তুলো না।

রেবেকা। কিন্তু কথাটা যে আমাদের তুলতেই হবে। বল শুন, কিসে তোমার সন্দেহ ঘুচবে। আমি যে কিছুই ভেবে পাচ্ছিনে।

রোসমার। পাচ্ছনা সেই ভালো। আমাদের উভয়ের পক্ষেও।

রেবেকা। না, না, না. এ আমি কিছুতেই সইতে পারব না। বল শুন, কি-করে তোমার বিশ্বাস আমি ফিরে পাব! তার কোনো উপায় যদি তোমার জানা থাকে তবে বল, তোমায় বলতেই হবে। অধিকার আছে বলেই সে কথা জেনে নেবার দাবী করচি।

রোসমার। অনিচ্ছায়, (নিরুপায় হইয়া) আচ্ছা, রোসো. ভাবতে দাও। তুমি বলচ তোমার হৃদয়খানি এক গভীর ভালোবাসায় কানায় কানায় ভরে' উঠেচে। বলচ. আমিই তোমার চিত্তকে উন্নত করেছি।—এ কথা কি সত্য? তার পরিণাম কী জানো? বল ত তার একটা হিসাব-নিকাশ করে ফেলা যায়! রাজী আছ?

রেবেকা। নিশ্চয়!

রোসমার। তা হলে, কবে?

রেবেকা। যবে তোমার খুসি যত শীগ্গির হয় ততই ভালো।

রোসমার। বেশ তবে আজ আমি দেখ্‌ব রেবেকা, তুমি আমারি জন্যে—আজই রাত্রে— (হঠাৎ থামিয়া) উঃ, না, না, না, কাজ নেই—পারব না বলতে!

রেবেকা। না জন, বল, বল। বলতেই হবে তোমায়। তুমি যা বলবে তাই আমি করব।

রোসমার। তোমার কি সে সাহস হবে—সে ইচ্ছা হবে—ঐ আল্‌রিক ব্রেণ্ডেল যেমন বলে গেলেন ঠিক তেমনি করে—আনন্দে হাসতে হাসতে—আমার জন্যে—আজই রাত্রে—পারো কি তুমি সেই পথে যেতে, যে-পথে—যে-পথে আমার বীটা গেছে?

রেবেকা। (ধীরে কৌচ হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া অস্ফুট মৃদুকণ্ঠে বলিলেন) জন—!

রোসমার। তোমায় সত্য বলচি রেবেকা, এ প্রশ্নের মীমাংসা কিছুতেই আমি করে' উঠ্‌তে পারব না, এ সংশয়ের হাত কিছুতেই এড়াতে পারব না, যদি তুমি এখান থেকে অন্য কোথাও চলে যাও! দিনে সহস্রবার থেকে থেকে আমার কেবল ঐ কথাই মনে পড়বে! হায়, আমি যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্চি, তুমি ঐ পুলের পরে দাঁড়িয়ে আছ—ঠিক ঐ মাঝখানটিতে! একটু একটু করে' রেলিঙে ভর দিয়ে যেন ক্রমেই বাইরে ঝুঁকে পড়চ!

তারপর স্রোতের মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়তে গিয়ে হঠাৎ তোমার মাথাটা কেমন ঝিম্ ঝিম্ করে উঠল, আর পারলে না—ভয়ে পিছিয়ে গেলে!—বাটার যে সাহস ছিল সে সাহস তোমার নেই।

রেবেকা। যদি থাকে? যদি পারি আমি? স্বেচ্ছায়, সানন্দে—? তবে?

রোসমার। তবেই আমি তোমায় বিশ্বাস করব। বিশ্বাস করব আমার জীবনে সত্যই একটা লক্ষ্য আছে—বিশ্বাস করব মানুষের মনকে উন্নত করবার শক্তি আমার নিশ্চয় আছে—বিশ্বাস করব মানুষ মহৎ হতে জানে!

রেবেকা। (ধীরে ধীরে শালখানি তুলিয়া লইয়া মাথায় দিলেন, তারপর আপনাকে সংবরণ করিয়া লইয়া বলিলেন) তোমার সে বিশ্বাস নিশ্চয় তুমি ফিরে পাবে।

রোসমার। এতটা সাহস, এতটা মনের বল তোমার আছে রেবেকা?

রেবেকা। তুমি নিজেই তা বুঝতে পারবে—কাল ভোর-বেলা, কি তার কিছু পরে—ওরা যখন আমার দেহটা তুলে ফেলবে।

রোসমার। (দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া) উঃ, কী ভয়ানক লোভ হচ্ছে সে দৃশ্য দেখতে—!

রেবেকা। দেখ, যতটুকু দরকার তার বেশি সময় জলে পড়ে

থাক্‌বার সাধ আমার নেই। তুমি দেখো ওরা যেন আমাকে সকাল-সকাল তুলে ফ্যালে।

রোসমার। (লাফাইয়া উঠিয়া-দাঁড়াইয়া) কিন্তু,—না, না, রেবেকা—এ সমস্তই পাগলের প্রলাপ! হয় তুমি থাক, নয় চলে যাও। এবার তোমার কথাতেই তোমায় আমি বিশ্বাস করব।

রেবেকা। এ ত শুধু কথার কথা! কেন মিছে ভয় পাচ্চ জন? কেন মনকে ফাঁকি দিচ্চ? আজ আমার মুখে সব কথা শোনার পর কি-করে তুমি আমায় বিশ্বাস করবে শুনি?

রোসমার। কিন্তু তোমার হার হবে সে যে আমি সইতে পারব না।

রেবেকা। হার হবে না।

রোসমার। হবে। বীটা যে-পথে গেছে সে পথে যাবার মত মন তোমার কই?

রেবেকা। এই কি তোমার বিশ্বাস?

রোসমার। নিশ্চয়! বীটা আর তুমি ত সমান নও। এই জীবনটার প্রতি তার একটা বিকৃত ধিকৃত ধারণা জন্মেছিল, আর তারই প্রভাব তার মনে কাজ করছিল!

রেবেকা। কিন্তু আমার মনেও যে আজ কাজ করচে তোমাদেরি বংশের প্রভাব! তোমরা পিতামহদের আমোল থেকে জীবনটাকে যে-চোখে দেখে আসচ, আজ আমিও ঠিক

সেই চোখেই দেখছি। আমার অপরাধ নাই হোক্—তার প্রায়শ্চিত্ত আমায় করতেই হবে।

রোসমার। (স্থির দৃষ্টিতে তাঁর পানে চাহিয়া) এই কি তোমার সঙ্কল্প?

রেবেকা। হাঁ।

রোসমার। বেশ। আমিও তবে জীবনটাকে বাধা-বাঁধনের অতীত করে দেখব। তার প্রভাব আমার মনে কাজ করতে থাকুক। অন্য কোনো বিচারক আমরা মানব না। আমাদের বিচার আমরা নিজেরাই করব।

রেবেকা। (তাঁকে ভুল বুঝিয়া) নিশ্চয়, নিশ্চয়! [illegible] আমাদের করতেই হবে। তোমার মধ্যে যা ভালো, আমি চলে গেলেই তা রক্ষা পাবে।

রোসমার। হায় রেবেকা, রক্ষা করবার মতো আর যে আমার কিছুই অবশিষ্ট নেই।

রেবেকা। আছে কিন্তু আমার?—যে-তরণীতে পাল তুলে দিয়ে তুমি সাগরের বুকে পাড়ি জমাবার চেষ্টা করছ, আমি শুধু প্রেতের মত তাকেই আঁকড়ে ধরে-থেকে তোমার চলার পথে বাধা জন্মাব। তাই আমাকে সরে যেতে হচ্ছে। তুমি কি মনে কর, একটা কলঙ্কিত জীবনের বোঝা বয়ে সংসারের পথে আর আমি এক পা-ও চলতে পারব? আমার অতীত জীবন আমায়

যে-সুখে বঞ্চিত করেচে কেবল তারি কথা ভেবে ভেবে কেমন করে' বাঁচব? না জন, সে আমি পারব না, কখখনো না!

রোসমার। তুমি যদি যাও—আমিও তোমার সঙ্গে যাব।

রেবেকা। (তাঁর মুখের পানে চাহিলেন। অধরে ক্ষীণ হাসির রেখা—দেখা যায় কি যায় না। তারপর আরো একটু কোমল কণ্ঠে বলিলেন) আচ্ছা বেশ, ওচকেই দেখবে এস—

রেবেকা। আমি তোমার সঙ্গে যাব—এই আমি বলেচি।

রেবেকা। হাঁ সে ত ঐ পুলটা পর্যন্ত। পুলের উপরে গিয়ে দাঁড়াবার সাহস ত তোমার নেই।

রোসমার। তুমি তা লক্ষ্য করেচ?

রেবেকা। (ব্যথিত ভগ্ন কণ্ঠে) হাঁ। আমার ভালোবাসার সব আশা তাতেই ঘুচে গেছে!

রোসমার। রেবেকা—(তাঁর মাথার উপর হাত রাখিয়া) এই আমি তোমার মাথায় হাত রেখে শপথ করে' বলচি তুমি আমার ধর্ম্মপত্নী,—আমার জীবন-মরণের চিরসঙ্গিনী!

রেবেকা। (তাঁর দুটি হাত নিজের হাতে তুলিয়া লইয়া, বক্ষে মাথা রাখিয়া) জন, আজ আমার জীবন সার্থক হল! ধন্য আমি, কৃতার্থ আমি! এইবার মহা সুখে মরতে পারব!—(উঠিয়া) চললুম!

রোসমার। স্বামী আর স্ত্রীর যে একই পথ।

রেবেকা। হাঁ, চল ঐ পুল পর্য্যন্ত।

রোসমার। পুলের উপরেও য'ব। তুমি যতদূর যাবে আমিও ততদূর তোমার সঙ্গে যাব। এখন আমার সাহস হয়েচে—আমি পারব।

রেবেকা। তুমি কি স্থির জানো তোমারো এই পথ?

রোসমার। জানি, এই আমার একমাত্র পথ।

রেবেকা। কিন্তু তুমি তোমার মনকে ফাঁকি দিচ্চ না ত? হয়ত এ একটা ক্ষণিকের ভ্রম—মানস মন্দিরে যে সব শাদা ঘোড়ার কথা শুনি তারি আকর্ষণ।

রোসমার। তা হলে। তাদের হাত থেকে আমাদের ত আর কোনদিন নিস্তার নেই—আমাদের বংশের কারো না!

রেবেকা। জন, তবে তুমি থাক।

রোসমার। স্বামীকে ছেড়ে স্ত্রীর যেমন চলে না, স্ত্রীকে ছাড়া স্বামীরও তেমনি চলা অসম্ভব!

রেবেকা। হাঁ। কিন্তু একটা কথা আগে আমায় বল দিকি। তুমিই আমার সঙ্গে যাচ্চ, না, আমিই তোমার সঙ্গে যাচ্চি?

রোসমার। কে এ প্রশ্নের মীমাংসা করবে?

রেবেকা। আমার জান্‌তে বড় সাধ হয় যে!

রোসমার। হয়ত আমরা দুজনেই দুজনার সঙ্গে যাচ্ছি

রেবেকা।—তোমার সঙ্গে আমি, আমার সঙ্গে তুমি।

রেবেকা। আমারো যেন মনে হচ্ছে, সত্যিই তাই!

রোসমার। তুমি আর আমি যে এখন অভিন্ন।

রেবেকা। হাঁ। আমরা দুজনে মিলে আজ এক হয়েচি। আমাদের এ যাত্রা আজ বড় সুখের, বড় আনন্দের!—এস! (হাতে হাত রাখিয়া দুজনে হলের ভিতর দিয়া গিয়া বাঁদিকের পথ ধরিয়া অগ্রসর হইলেন। দরজা খোলা রহিল। কিছুক্ষণের জন্য কক্ষ নির্জ্জন নিস্তব্ধ। তারপর মিসেস হেলসেথ ডান দিক দিয়া প্রবেশ করিলেন)।

মিসেস হেলসেথ। মিস্ ওয়েষ্ট, গাড়িটা — (ঘরে চারিধারে দৃষ্টিপাত করিয়া) এঁকি! এখানে নেই? এত রাত্রে বাইরে বেরিয়েচে? হু, আমি কি আর সাধে বলি! (হলঘরে গিয়া চারিদিকে দেখিয়া ফিরিয়া আসিলেন) কই, কেউও ত বসে' নেই! আচ্ছা দেখ্‌চি। (জানালার ধারে গিয়া বাহিরে দৃষ্টিপাত করিয়া) ওমা, শাদা শাদা কী ও! ঐ ত পষ্ট দেখ্‌চি ওরা দুজনে গলাগলি হয়ে পুলের উপরে দাঁড়িয়ে রয়েচে। ঈশ্বর, এই পাপীদের তুমি ক্ষমা কোরো! (সহসা ভীষণ আর্ত্তনাদ করিয়া) ঐ যাঃ—সব শেষ! দুজনেই জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল যে! ওমা, কী হবে গো! কে ওদের বাঁচাবে? (তাঁর পা দুখানি ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে

লাগিল। একটা চৌকির হাতা ধরিয়া ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে কোনমতে দাঁড়াইয়া বলিলেন --মুখ দিয়া কথা ফুটিয়াও ফুটিতে পারে না। না, কোনো উপায় নেই কিছুতে রক্ষে নেই। সেই রাক্ষসীই আজ এদের দুটিকে গ্রাস করলে।

- শেষ